জাতিকৌমুদী

বর্ণসঙ্কর

জাতি-বিবেক

জাতি-বিচার

সতর্কতা

আমাদিগের এই জাতিকৌমুদী ও বর্ণসঙ্কর পুস্তকের বেশী কাট্‌তি দেখিয়া বাজারে নকল পুস্তক বিক্রয় হইয়া থাকে, ক্রয়কালে পুস্তকের "জাতিকৌমুদী" নাম এবং আমাদের পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং নামের মোহরাঙ্কিত দেখিয়া লইবেন, তাহা হইলে আর প্রতারকের পাল্লায় পড়িয়া ঠকিতে হইবে না। সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদিগের এই জাতিকৌমুদী আদি ও সর্ব্বত্র মান্য ও গণ্য, তাহা আর কাহাকেও নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না।

অনুগত

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা।

জাতিকৌমুদী

বা

বর্ণসঙ্কর

বেণীমাধব ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ
দ্বারা সম্পাদিত

(নব সংস্করণ)

কলিকাতা
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো,
সন ১৩৩৪ সাল।

মূল্য ৮০ মাত্র।

Published by R. C. Dey for Paul Brothers & Co.
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.
PRINTED BY B. C. SETH, SETH & CO., PRINTING HOUSE;
79, BOLORAM DE STREET, CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন

এই ভারত-ভূতলে বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন জাতি বসতি করিয়া থাকে। পুরাণ ও সংহিতাদিতে এই জাতিগণের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে এই সকল জাতির বিষয়ের মধ্যে মধ্যে তুমূল আন্দোলন ও তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। সকলেই পুরাণ সংহিতাদি অবগত নহেন, এই নিমিত্ত ইহার স্থিরমীমাংসা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, পুরণাদির নির্মন্থন করিয়া ব্যবস্থাদানে অসুবিধা বোধ করিয়া থাকেন। এই জাতি-বিচার সম্বন্ধে জাতিমালা নামে একখানি ক্ষুদ্রপুস্তক প্রকাশিত আছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নহে। আমি জনসাধারণের বিশেষ সুবিধার নিমিত্ত, জাতি ও তজ্জাতির কর্ত্তব্য আচার কার্য্যাদির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া "জাতিকৌমুদী" ও "জাতিসঙ্কর" নামে এই অত্যাবশ্যকীয় পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি। ইহার দ্বারা অনেক অভাব দূরীভূত হইতে পারিবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল গ্রন্থ সকলের বচনপরম্পরা প্রমাণরূপে উদ্ধৃত ও সরল বাঙ্গালা গদ্যে তাহার অর্থ প্রকটিত থাকিবে।

শ্রীবেণীমাধব শর্ম্মা

ভূমিকা

জাতিকৌমুদী পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ আবশ্যক দেখিয়া ইহার সংস্কার কার্য্যে আমি হস্তক্ষেপ করি। এবং ইহার জন্য আমি যথেষ্ট পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই, সকল জাতির উৎপত্তি, বিবরণ, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সেজন্য বহুবিধ পুরাণ, শাস্ত্রগ্রন্থ শব্দ-কল্পদ্রুম, বিশ্বকোষ প্রভৃতি মান্যগ্রন্থ সমূহ হইতে সঙ্কলন করিয়াছি, এবং পরমপণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভিমত সমীচীন জ্ঞানে স্থানে স্থানে গ্রহণ করিয়াছি। এখন ইহা সাধারণের কথঞ্চিৎ উপকারে আসিলে নিজেকে চরিতার্থম্মন্য মনে করিব।

সম্পাদক

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র

জাতিকৌমুদী

জাতিকৌমুদী।



নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

হিরণ্যগর্ভং সর্ব্বজ্ঞং বেদদীপ্তহৃদাব্জকম্।
জনকস্যাপি জনকং পদ্মযোনিং নমাম্যহম্॥

যাঁহার হৃদয়-পঙ্কজ বেদদ্বারা প্রদীপ্ত, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, হিরণ্যগভ এবং জনকেরও জনক অর্থাৎ পিতামহ সেই পদ্মযোনিকে আমি নমস্কার করি।

প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতি উৎপন্ন হয়। ইঁহারা বিশুদ্ধ জাতি,—সঙ্কর জাতি নহেন। এই চারিজাতির মধ্যে একের সহিত অন্যতরের সংযোগে অনেক সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে; আবার বিশুদ্ধ জাতির সহিত সঙ্কর জাতির এবং সঙ্কর জাতির সহিত ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কর জাতির সহযোগে বহুতর সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল বিশুদ্ধ জাতির ও সঙ্কর জাতির বিবরণ ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

বহুতর পুরাণ ও সংহিতাদিতে বর্ণিত আছে, ব্রাহ্মণাদি বিশুদ্ধ জাতি-চতুষ্টয় প্রজাপতি ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এই চারিজাতির উৎপত্তিবিষয়ে কোনও স্থলে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয় না। যথা—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

ইতি মনুসংহিতা।

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর ভূলোকাদি প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতির সৃষ্টি করিলেন।

আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্‌বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা ঊর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে।
পাদাৎ শূদ্রাশ্চ সম্ভূতাস্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ॥

ইতি অগ্নিপুরাণম্।

প্রথমে প্রজাপতির মুখ হইতে সস্ত্রীক বিপ্র জন্মগ্রহণ করেন; বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়, উরুযুগল হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে ত্রিবর্ণের সেবক শূদ্র জাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

সোঽসৃজচ্চ জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
যজ্ঞানাং পরিসিদ্ধ্যর্থং মুখতো ব্রাহ্মণান্ পুনঃ॥
অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বো বৈশ্যানপ্যূরুদেশতঃ।
শূদ্রাংশ্চ পাদতো সৃষ্ট্বা তেষাং ধর্ম্মান্ বদত্যথ॥

ইতি নৃসিংহপুরাণম্।

সেই ব্রহ্মা, দেবাসুরনর সহিত জগৎ সৃষ্টি করিলেন। যজ্ঞ-সিদ্ধির নিমিত্ত মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পাদ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম কহিতে লাগিলেন।

প্রজাপতিমুখাজ্জাতা আদৌ বিপ্রাঃ সবৈদিকাঃ।

মনুসংহিতার অর্থ, সকল স্থলেই কুল্লূকভট্টের টীকানুযায়ী করিয়া বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে।

করাচ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যাঃ বভুব হ।
পাদাৎ শূদ্রশ্চ সংভূতস্ত্রিবর্ণস্থ চ সেবকঃ॥

পরশুরামসংহিতা।

প্রজাপতির মুখ হইতে বেদ রহিত ব্রাহ্মণ, এবং বাহু উরু ও পদ হইতে ক্রমান্বয়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ত্রিবর্ণের সেবক শূদ্র জাতি উৎপন্ন হয়।

ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিধর্ম্মাদি।

যন্তু কর্ম্মাণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্ক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
স তদেব স্বয়ম্ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥

মনুসংহিতা।

সর্ব্বেশ্বর প্রজাপতি ব্রহ্মা, প্রথমে যে যে জাতিকে যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সেই জাতি স্বয়ংই সেই সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

সর্ব্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ; তৎপ্রমাণ মন্বাদি বহু শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে; যথা—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥

মনুসংহিতা।

ভূত সমূহের মধ্যে সামান্য কীটাদি প্রাণী শ্রেষ্ঠ; যেহেতু তাহাদের সুখদুঃখ বোধ আছে। তাদৃশ প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিজীবী পশ্বাদি শ্রেষ্ঠ; কেননা তাহারা প্রয়োজনীয় স্থানে গমন করে, অপ্রয়োজনীয় স্থানে গমন করে না। বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্য শ্রেষ্ঠ হয় এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে মোক্ষাধিকারী ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ।

উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

ব্রাহ্মণের দেহ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতনী মূর্ত্তি, উহা ধর্ম্মের জন্য উৎপন্ন, ; ব্রাহ্মণ মুক্তিলাভের উপযুক্ত পাত্র।

ব্রাহ্মণো জায়মনো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

মনুসংহিতা।

ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন ; যেহেতু সকলের ধর্ম্মসমূহের রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে।

সর্ব্বস্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি॥

মনুসংহিতা।

জগতে যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, সমুদায়ই ব্রাহ্মণের নিজধনের তুল্য ; অতএব ব্রাহ্মণ, সকলবর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমুদায় সম্পত্তিই প্রাপ্তিযোগ্য হন।

স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে সংদদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্‌ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরেজনাঃ॥

মনুসংহিতা।

ব্রাহ্মণেরা যে পরের অন্ন ভোজন করেন, পরকীয় বসন পরিধান করেন, পরের ধন গ্রহণ করিয়া অন্যকে প্রদান করেন, সে সমুদায় পরের বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাঁহার আপনারই ; যেহেতু ব্রাহ্মণের দয়াতেই ইতর যাবতীয় লোক ভোজন পরিধানাদি সম্পন্ন করিতেছে।

ব্রাহ্মণগণ নিয়তই সদাচার পরায়ণ থাকিবেন।

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥

পরম্পরাগত আচার যে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই প্রতিপন্ন আছে। অতএব আত্মহিতাভিলাষী ব্রাহ্মণ, শ্রুতি স্মৃতি বিহিত আচারের অনুষ্ঠানে নিয়তই যত্নবান্ থাকিবেন।

আচারাদ্‌বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তো সম্পূর্ণফলভাগ্‌ভবেৎ॥

আচারহীন ব্রাহ্মণ বেদের সম্পূর্ণ ফল ভাগী হন না; কিন্তু যদি সদাচার সম্পন্ন হন, তবে তিনি বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হইতে পারেন।

এবমাচারতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিম্।
সর্ব্বস্য তপসো মূলমাচারং জগৃহুঃ পরম্॥

মনুসংহিতা।

মুনিগণ আচার দ্বারা ধর্ম্মের গতি অবগত হইয়া আচারকেই তপস্যার মূল ও প্রধান কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অন্যান্য পুরাণাদিতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের কর্ত্তব্য ও আচার ব্যবহারাদির বিষয় উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য; এজন্য এই স্থলেই কথিত হইতেছে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তেচোত্থায় বিষ্ণ্বাদীন্ দৈবতান্ স্মরেৎ।
উভে মূত্রে পুরীষে চ দিবা কুর্য্যাদুদঙ্‌মুখঃ॥

রাত্রৌ চ দক্ষিণে কুর্য্যাৎ উভে সন্ধ্যে যথা দিবা।
ন মার্গাদৌ জলে বীথ্যাং সতৃণায়াং সমাচরেৎ ॥
শৌচং কৃত্বা মৃদাচম্য ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ক্রিয়াঙ্গমলকর্ষণম্ ॥
ক্রিয়াস্নানং তথা ষষ্ঠং ষোঢ়স্নানং প্রকীর্ত্তিতঃ।
আপীড়মানঃ শাটীং তু দেবতা পিতৃতর্পণম্ ॥
পৌরুষেণ তু সূক্তেন দদেচ্ছৈবোদকাঞ্জলিম্।
ভারাক্রান্তস্য গুর্বিণ্যাঃ পন্থা দেয়ো গুরোরপি।
ন পশ্যেদর্কমুদ্যন্তং নাস্তং যান্তং ন চাম্ভসি।
মুখাদিবাদনং নেহেৎ বিনাদীপং নরাত্রিগঃ ॥
নাদ্বারেণ বিশেদ্বেশ্ম ন চ বক্তুং বিরাগয়েৎ।
কথাভঙ্গং ন কুর্ব্বীত ন চ বাসোবিপর্য্যয়ম্ ॥
হীনান্নাবহসেদ্গচ্ছেদ্ নাদেশে নিবসেচ্চ তৈঃ।
বৈদ্যরাজনদীহীনে ম্লেচ্ছস্ত্রীবহুনায়কে ॥
রজস্বলানিপতিতৈ ন ভাষেৎ কেশবং স্মরেৎ।
বেদশাস্ত্রনরেন্দ্রর্ষিদেবনিন্দাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
ধর্ম্মশ্রুতিং বেদরতিং কুর্য্যাদ্ধর্ম্মাদি নিত্যশঃ ॥

অগ্নিপুরাণম্।

সর্ব্ববর্ণই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবে। দিবাভাগে উত্তর মুখ হইয়া এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। উভয় সন্ধ্যায় দিবার ন্যায় দক্ষিণ মুখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে

হয়। পথাদিতে বা সতৃণক্ষেত্রে মল মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। শৌচ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা আচমন অর্থাৎ হস্তাদি শুদ্ধ করিয়া দন্তধাবনপূর্ব্বক নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্যক্রিয়া ও মল কর্ষণ সমাপন পূর্ব্বক স্নানান্তে শাটী নিপীড়নপূর্ব্বক দেবতর্পণ ও পিতৃতর্পণ সমাপন করিয়া পুরুষ সূক্ত মন্ত্র দ্বারা উদকাঞ্জলি প্রদান করিবে। ভারাক্রান্ত, গুর্ব্বিণী ও গুরুগণকে পন্থা প্রদান করিবে। উদয়োন্মুখ বা অস্তগমনশীল বা জলমধ্যস্থিত সূর্য্যকে অবলোকন করিবে না। মুখাদিবাদন, দীপ ব্যতিরেকে রাত্রিকালে গমন বা তদ্বার দিয়া গৃহাদি প্রবেশ উচিত নহে। মুখরাগ পরিহার করিবে। কথাভঙ্গ ও বাস বিপর্য্যয় একান্ত উচিত নহে। হীন ব্যক্তিকে উপহাস বা হীনের সহিত সহবাস বা গমন করিবে না। বৈদ্যহীন, রাজহীন, নদীহীন দেশে অথবা ম্লেচ্ছনায়ক, স্ত্রীনায়ক বা বহুনায়ক দেশে বাস করিবে না। রজস্বলাদি ও পতিতের সহিত কথা কহিবে না; তদ্দর্শনে বিষ্ণু স্মরণ করিবে। বেদ-নিন্দা, শাস্ত্রনিন্দা, রাজনিন্দা, ঋষিনিন্দা ও দেবনিন্দা করিবে না। স্ত্রীগণের প্রতি ঈর্ষা এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবে না। ধর্ম্মে, বেদে ও দেবে নিয়তই রতি করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে।

প্রচারে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাবনে।
স্নানভোজনকালে চ ষট্‌সু মৌনং সমাচরেৎ ॥

গমন, মৈথুন, প্রস্রাব, দন্তধাবন, স্নান ও ভোজন এই ছয় প্রকার কার্য্যকালে মৌনাবলম্বন করিবে।

ব্রাহ্মণ নিজবীর্য্য প্রভাবেই শত্রু দমন করিবেন। তাহাতে রাজাদির সাহায্য গ্রহণ অবিধেয়। যথা—

স্ববীর্য্যাদ্রাজবীর্য্যাচ্চ স্ববীর্য্যং বলবত্তরম্।
তস্মাৎ স্বেনৈব বীর্য্যেণ নিগৃহ্লীয়াদরীন্ দ্বিজঃ ॥

স্বশক্তি ও রাজশক্তি এই উভয়ের মধ্যে স্বশক্তিই অধিকতর প্রবল ; অতএব ব্রাহ্মণ অপরাপরকে স্বশক্তি দ্বারা নিগ্রহ করিবে।

শ্রুতীরথর্ব্বাঙ্গিরসীঃ কুর্য্যাদিত্যবিচারয়ন্ ।
বাক্‌শস্ত্রং বৈ ব্রাহ্মণস্তু তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ ॥

অথর্ব্ব বেদোক্ত আঙ্গিরসীশ্রুতি অর্থাৎ অভিচার মন্ত্র পাঠ করিবে। ঐ মন্ত্রাত্মক বাক্যরূপ শস্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণগণ শত্রু বিনাশ করিবেন ; শত্রু দমনের নিমিত্ত রাজাকে কহিবেন না।

মনুসংহিতায় যাজন, অধ্যাপন ও সৎপ্রতিগ্রহ এই তিন বিষয় ব্রাহ্মণের জীবিকার্থ উক্ত হইয়াছে। ইহাতে জীবিকা না হইলে, গ্রামরক্ষাদি ক্ষত্রিয় কর্ম্ম, ও অল্পবৃদ্ধি গ্রহণপূর্ব্বক ঋণ দান বা নিষিদ্ধ বস্তু ভিন্ন অন্যান্য বস্তু বিক্রয় করিয়াও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

অগ্নিপুরাণের উক্তি যথা—

আজীবন্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা ।
ক্ষত্রবিট্ শূদ্রধর্ম্মেণ জীবন্নৈব ন শূদ্রবৎ ॥

ব্রাহ্মণ যথাশাস্ত্র স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। তাহাতে নির্ব্বাহ না হইলে, ক্ষত্রবিট্ ও শূদ্র কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিলেও তিনি শূদ্রবৎ হন না।

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রাহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥

ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে উৎপন্ন এবং ক্ষত্রিয়াদিবর্ণ ত্রিতয়ের জ্যেষ্ঠ আর বেদশাস্ত্রের ব্যাখ্যান অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি বিষয়ে সর্ব্বতো-

ভাবে অধিকারী ; এই সকল কারণে এই জগৎ সমুদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মানুসারে প্রভু হন।

তং হি স্বয়ম্ভূঃ স্বাদাস্যাৎ তপস্তপ্ত্বাদিতোঽসৃজৎ।
হব্যকব্যাভিবাহ্যায় সর্ব্বস্যাস্যচ গুপ্তয়ে॥

মনুসংহিতা।

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া দেবলোক পিতৃলোকের হব্য কব্য বহনের নিমিত্ত ও জগৎ সংসারের রক্ষার নিমিত্ত স্বকীয় বদনকমল হইতে প্রথমেই ব্রাহ্মণের উৎপাদন করিয়াছেন।

যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ॥

মনুসংহিতা॥

দেবগণ যে ব্রাহ্মণের মুখে হবনীয় দ্রব্য ভোজন করেন, পিতৃগণ যাঁহাদের মুখে শ্রাদ্ধাদিদত্ত অন্নাদি ভোজন করেন, ঈদৃশ ব্রাহ্মণ হইতে আর কে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ?

অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ, প্রভু ও নেতা হইলেন। এক্ষণে তাঁহাদের ধর্ম্মাদির বিষয় পর্য্যালোচিত হইতেছে। যে জাতির যে ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সে সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, নতুবা সদ্গতি লাভ হয় না।

যো যস্য বিহিতো ধর্ম্মঃ স তজ্জাতিরুদাহৃতঃ।
তস্মাৎ স্বকর্ম্ম কুর্ব্বীত দ্বিজাদিভিরনাপদি॥
চত্বারো বর্ণা রাজেন্দ্র চত্বারশ্চাপি আশ্রমাঃ।
ঋতে স্বধর্ম্মং বিমলং ন তে যান্তি পরাংগতিম॥

যাহার যে ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সে সেই জাতি হইবে; সেই হেতু দ্বিজাদিবর্ণগণ অনাপদে স্ব স্ব কর্ম্ম করিবেন। হে রাজেন্দ্র! বর্ণ চারি প্রকার, আশ্রমও চারিপ্রকার। যাহার যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই তাহার বিমল, সেই ধর্ম্মের আচরণ ব্যতিরেকে সদ্গতি লাভ হয় না।

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥

সাঙ্গ বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, যজন যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কর্ম্ম ব্রাহ্মণের জানিবে।

এই ছয় কর্ম্ম ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাদির কারণ।

ষট্কর্ম্মাণি নিজান্যাহুর্ধর্ম্মার্থার্থবকার্থকারণম্।
শুশ্রূষাকারণঞ্চেতি ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্॥
ষণ্ণান্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্ম্ম, তাঁহাদের ধর্ম্মের কারণ, অর্থের কারণ এবং শুশ্রূষার কারণ জানিবে।

বিভাগক্রমে কহিতেছেন—

উক্ত ছয় কর্ম্মের মধ্যে যাজন অধ্যাপন ও সৎপ্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের জীবিকা নিমিত্ত জানিবে।

এই ছয় কর্ম্মের মধ্যে বেদাভ্যাসই ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম্ম; যথা—

বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য বিশিষ্টংহি স্বকর্ম্মসু।

মনুসংহিতা।

বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনই ব্রাহ্মণগণের একমাত্র প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; নৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে ; যথা—

যোগ্যানধ্যাপয়েচ্ছিষ্যান্ যোগ্যানপিচ যাজয়েৎ।
বিদিতাৎ প্রতিগৃহ্নীত গৃহধর্ম্মপ্রসিদ্ধয়ে॥
বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।
যজেদ্ যজ্ঞান্ যথাশক্তি দানং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি॥
গুরুশুশ্রূষণঞ্চৈব মান্যানন্যানতন্দ্রিতঃ।
সায়ং প্রাতরুপাসীত কুর্য্যাচ্চ বিষ্ণুপূজনম্॥
জপেদ্গায়ত্রীং নিয়তং ত্রিসন্ধ্যাসু বিশেষতঃ।
অন্যানুপগতান্ বিপ্রান্ পূজয়েদবিরোধতঃ॥
স্বদারনিরতো নিত্যং পরদারবিবর্জ্জিতঃ।
সত্যবাদী জিতক্রোধঃ স্বধর্ম্মে নিরতো ভবেৎ॥
স্বকর্ম্মণিচ সম্প্রাপ্তে প্রমাণং নৈব রোচয়েৎ।
প্রিয়াং হিতাং বদেদ্বাচং পরলোকাবিরোধিনীম্॥
এষ ধর্ম্মঃ সমুদ্দিষ্টো ব্রাহ্মণস্য সমাসতঃ।
ধর্ম্মমেবন্তু যঃ কুর্য্যাৎ স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্॥

নৃসিংহপুরানম্।

ব্রাহ্মণ উপযুক্ত শিষ্যগণকে অধ্যাপন ও উপযুক্ত যজমানগণকে যাজন করাইবেন। গৃহধর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত বিদিত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবেন। শুচি ও পবিত্র স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক শুচি ও সংযতমনা হইয়া নিয়মিতরূপে বেদপাঠ করিবেন। পবিত্র প্রদেশে যথাশক্তি যাগাদি কার্য্য

সমাধান করিবেন। আলস্য পরিহারপূর্ব্বক নিয়তই গুরু শুশ্রূষায় নিরত থাকিবেন। দ্বিজোত্তমগণ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নির উপাসনা এবং অন্যান্য অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণকে অবিরোধে পূজা করিবেন। পরদার বিবর্জ্জিত থাকিয়া নিয়তই নিজদারে নিরত থাকিবেন। সত্যবাদী, জিত-ক্রোধ, স্বধর্ম্ম নিরত হইয়া কালযাপন করিবেন। সাবধান হইয়া আপনার ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন এবং পরলোকের অবিরোধী প্রিয় ও হিতকরবাক্য প্রয়োগ করিবেন। ব্রাহ্মণের এই সনাতন ধর্ম্ম সংক্ষেপে পরিকীর্ত্তিত হইল। যিনি এই ধর্ম্মের আচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মলোক গমন করিয়া থাকেন।

যাজন, অধ্যাপন ও সৎপ্রতিগ্রহ দ্বারা নির্ব্বাহ না হইলে, যাহা যাহা করিতে পারিবেন তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল ; যথা—

কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষং কুসীদঞ্চ দ্বিজশ্চরেৎ।
গোরসং গুড়লবণং লাক্ষামাংসানি বর্জ্জয়েৎ ॥
ভূমীর্ভিত্ত্বৌষধীশ্চিত্ত্বা হত্বা কীটপিপীলিকান্।
পুনন্তি খলু যজ্ঞেন কর্ম্মণাদ্দেবপূজনাৎ ॥

অগ্নিপুরাণম্।

দ্বিজগণ কৃষি বাণিজ্য, গোরক্ষণ ও কুসীদ ব্যবহার অর্থাৎ ঋণদান-পূর্ব্বক বৃদ্ধি গ্রহণ, এ সমুদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু গোরস, গুড়, লবণ, লাক্ষা ও মাংস বিক্রয় করিতে পারিবেন না। ভূমি ভেদ করিয়া ওষধি ছিন্ন করিয়া, কীট ও পিপীলিকাগণকে হনন করিয়া যে পাপ হয়, তাহা যজ্ঞ ও দেব পূজনে বিনষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপনানন্তর উপযুক্ত কন্যাকে বিবাহ করিবেন।

অসবর্ণামগোত্রাঞ্চ কন্যাং ভ্রাতৃমতীং শুভাম্।
সর্ব্বাবয়বসংযুক্তাং স্ববৃত্তামুদ্বহেৎত্ততঃ॥
ব্রাহ্মাদিবিধিনা কুর্য্যাৎ প্রশস্তেন দ্বিজোত্তমঃ।
যথাযোগ্যং তথাস্যেহ বিবাহং বর্ণধর্ম্মতঃ॥

ব্রাহ্মণোত্তমগণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তর, অসবর্ণা, অন্যগোত্রা, ভ্রাতৃমতী, সর্ব্বাবয়ব-সংযুক্তা, স্ববৃত্তনিরতা, সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ অবলম্বন করিবেন। ব্রাহ্মাদি বিধি দ্বারা বিবাহই প্রশস্ত হয়। বর্ণধর্ম্মানুসারে যথাযোগ্যকুলাদিতে বিবাহ কর্ত্তব্য হয়।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও সর্ব্বভূতগণের উপকার সাধন পূর্ব্বক সৎপথ অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ সাধনে রত থাকিবেন।

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহুতর শ্রেণী বিভাগ আছে। অগ্রদানী নামক ব্রাহ্মণ জাতি অগ্রে শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করিয়া পাতিত্য লাভ করে। যথা—

লোভী বিপ্রশ্চ শূদ্রাণামগ্রেদানং গৃহীতবান্।
গ্রহণে মৃতদানানামগ্রদানী বভুব সঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

অস্যার্থঃ—লোভী বিপ্র অগ্রে শূদ্রের দান গ্রহণ করিয়াছিল; মৃতের দান গ্রহণে সে অগ্রদানী হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন কলুর ব্রাহ্মণ, বাগ্দীর ব্রাহ্মণ, মুচির ব্রাহ্মণ, চণ্ডালের ব্রাহ্মণ ইত্যাদি নামে কতগুলি বর্ণের ব্রাহ্মণ আছেন; তাঁহারা যজনাদি কার্য্য দ্বারা পতিত হইয়াছেন; তাহারাও পূর্ব্বোক্ত সংস্কারাদি সম্পন্ন হইয়া থাকেন।

ইতি ব্রাহ্মণবর্ণ বিবরণ সমাপ্ত।

ক্ষত্রিয়বর্ণ।

ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

মনুসংহিতা।

অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিন কর্ম্ম ব্রাহ্মণের বৃত্তির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই তিন কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিবৃত্ত হইবে। কেবল অধ্যয়ন যাগ ও দান এই তিন কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের জানিবে।

হারীত উবাচ।

ক্ষত্রাদীনান্তু বক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
যেন যেন প্রবর্ত্তন্তে বিধিনা ক্ষত্রিয়াদয়ঃ॥
রাজ্যস্থ ক্ষত্রিয়শ্চৈব প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়েৎ।
কুর্য্যাদধ্যয়নং সম্যক্ যজেদ্ যজ্ঞান্ যথাবিধি॥
দদ্যাদ্দানং দ্বিজাগ্রেভ্যো ধর্ম্মবুদ্ধিসমন্বিতঃ।
সদারনিরতো নিত্যং সম্ভোগে নিরতঃ সদা॥
নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যে রতস্তথা॥
ধর্ম্মেণৈব জয়াকাঙ্ক্ষী অধর্ম্মং পরিবর্জ্জয়েৎ।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ো হ্যেবমাচরন্॥

নারসিংহ পুরাণম।

হারীত কহিলেন, ক্ষত্রিয়াদিবর্ণগণে যে যে ধর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তিত হয়, তৎসমুদায়ই অনুপূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি। রাজ্যস্থ ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন, অধ্যয়ন ও যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। ধর্ম্ম বুদ্ধি সমন্বিত হইয়া দীন ও দ্বিজবরগণকে দান করিবেন, নিয়তই নিজদারে নিরত থাকিয়া সম্ভোগে রত হইবেন। ক্ষত্রিয়গণ নীতি শাস্ত্রে কুশল সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে তৎপর ও দেবদ্বিজগণের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া পিতৃকার্য্যে নিরত থাকিবেন। অধর্ম্ম পরিহার করিবেন ও ধর্ম্ম দ্বারাই জয়াকাঙ্ক্ষী হইবেন। এইরূপ আচরণ করিয়া ক্ষত্রগণ পরমগতি লাভ করিতে পারেন।

ক্ষত্রিয়স্যাপি যে ধর্ম্মাস্তো বক্ষ্যামি নরাধিপ।
দদ্যাদ্রাজা ন যাচেত যজেত ন চ যাজয়েৎ॥
নাধ্যাপয়েদধীয়ীত প্রজাশ্চ পরিপালয়েৎ।
নিত্যোদ্যুক্তো দস্যুবধে রণে কুর্য্যাৎ পরাক্রমম্॥
যে তু ক্রতুভিরীজানাঃ শ্রুতবন্তশ্চ পার্থিবাঃ।
যে তু যুদ্ধে বিজেতার স্তেতু লোকজিতো নৃপাঃ॥
অবিক্ষতশরীরোহি সঙ্গরাদ্যো নিবর্ত্ততে।
ক্ষত্রিয়স্য চ তত্ কর্ম্ম নোভয়ত্র যশঃপ্রদম্॥
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো রাজ্ঞাং ক্ষেমোহভিধীয়তে।
তস্মাৎ রাজ্ঞা মহারাজ দ্রষ্টব্যা ধর্ম্মশালিনা॥
প্রজাঃস্বেষু চ ধর্ম্মেষু স্থাপয়েচ্চ মহীপতিঃ।
ধর্ম্ম্যাণ্যেবহি কর্ম্মানি কারয়েৎ সততং প্রজাঃ॥
পরমাং সিদ্ধিমাপ্নোতি নৃপতিঃ পরিপালনাৎ।

বহুনাত্র কিমুক্তেন সঙ্ক্ষেপাদুচ্যতে ময়া ॥
প্রজাপালনকৃদ্রাজা কদাচিন্নাবসীদতি ॥

পদ্মপুরাণম্।

হে নরাধিপ! আমি তোমাকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কহিতেছি, শ্রবণ কর। রাজা দান করিবেন, যাচ্ঞা করিবেন না; যজ্ঞ করিবেন, করাইবেন না; অধ্যয়ন করিবেন, করাইবেন না; নিয়তই প্রজাপালনে তৎপর থাকিবেন। সততই দস্যুবধে উদ্যুক্ত থাকিবেন এবং সংগ্রামে পরাক্রম প্রকাশ করিবেন। যিনি যজ্ঞযজন ও বেদাভ্যাস করেন এবং যিনি যুদ্ধে জেতা, তিনি সর্ব্বলোক জয় করিতে পারেন। অবিক্ষত শরীরে যুদ্ধ হইতে যিনি নিবৃত্ত হন, তাহার সেই কর্ম্ম ইহপরলোকে অযশঃপ্রদ হয়। দান, অধ্যয়ন ও যজন রাজাদিগের পরম মঙ্গলকর। সেই হেতু রাজা ধর্ম্মশীল হইয়া যজ্ঞ করিবেন। স্বীয় প্রজা-গণকে ধর্ম্মপথে স্থাপন করিবেন। প্রজাগণকে নিয়তই ধর্ম্ম কর্ম্ম করাইবেন। এইরূপে রাজ্যপালন করিলে নৃপতিগণ পরমসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। বহুভাষণের প্রয়োজন নাই। আমি সঙ্ক্ষেপে কহিতেছি যে, প্রজা-পালনকারী রাজা কখনই অবসন্ন হন না।

প্রজানাং রক্ষণং দানং ইজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েস্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥

মনুসংহিতা।

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও স্রক্চন্দনাদি বনিতাদির প্রতি অনাসক্তি (পুনঃ পুনঃ অসেবন) সঙ্ক্ষেপে কল্পনা করিলেন।

প্রজারক্ষণই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান কর্ম্ম।

ক্ষত্রিয়স্যচরক্ষণং বিশিষ্টং চ স্বকর্ম্মসু।

মনুসংহিতা।

ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মসংস্কারসম্পন্ন হইয়া রাজ্যপালনাদি করিবেন। যথা,—

ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্॥

ক্ষত্রিয় শাস্ত্রসম্মত বিধানানুসারে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন করিবেন। তাঁহাদের বৃত্তির নিমিত্ত খড়্গাদি অস্ত্র ও বাণাদি শস্ত্র ধারণ করিবেন।

শস্ত্রাস্ত্রভৃত্ত্বং ক্ষত্রস্য জীবনার্থম্।

মনুসংহিতা।

রাজা দণ্ড প্রণয়ন পরিহার করিবেন না।

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ॥
যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষ্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন্ দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ॥
স্বরাষ্ট্রে ন্যায়বৃত্তঃ স্যাৎ ভৃশদণ্ডশ্চ শত্রুষু।
সুহৃৎস্বজিহ্মঃ স্নিগ্ধেষু ব্রাহ্মণেষু ক্ষমান্বিতঃ॥

মনুসংহিতা॥

দণ্ড সকল প্রজাকে শাসন করে, দণ্ড সকল প্রজাকেই রক্ষা করে, দণ্ড সুপ্তব্যক্তির প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া জাগরিত থাকে, বুধগণ দণ্ডকেই ধর্ম্ম বলিয়া অবধারণ করেন।

রাজা যদি আলস্যপরতন্ত্র হইয়া দণ্ডপ্রণয়ন না করেন, তাহা হইলে বলশালী লোকেরা শূলে মৎস্য পাক করার ন্যায় দুর্ব্বলদিগকে অতিশয় যাতনা দিতে পারে।

রাজা আপন রাজ্যে শাস্ত্রানুমত ব্যবহার করিবেন, শত্রুর প্রতি সুতীক্ষ্ণ দণ্ড বিধান করিবেন, স্বাভাবিক স্নিগ্ধ মিত্রাদির প্রতি সরলভাবাপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মণেরা অপরাধ করিলেও ক্ষমা করিবেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বকীয় জীবিকানির্ব্বাহ করিতে না পারিলে, রাজা তাঁহার ও তৎকুটুম্বাদির ভরণপোষণ করিবেন।

যথা—

তস্য ভৃত্যজনং জ্ঞাত্বা স্বকুটুম্বান্ মহীপতিঃ।
শ্রুতশীলে চ বিজ্ঞায় বৃত্তিং ধর্ম্ম্যাং প্রকল্পয়েৎ॥

ক্ষুধায় অবসন্ন ব্রাহ্মণের অবশ্যপোষ্য পরিবার এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার অবগত হইয়া রাজা আপন কোষ হইতে তদনুরূপ বৃত্তি বিধান করিবেন।

কল্পয়িত্বাস্য বৃত্তিঞ্চ রক্ষেদেনং সমন্ততঃ।
রাজা হি ধর্ম্মষড়্ভাগং তস্মাৎ প্রাপ্নোতি রক্ষিতাৎ॥

উক্ত ব্রাহ্মণকে এইরূপ জীবিকা প্রদান করিয়া রাজা উহাকে চৌর্য্যাদি হইতে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিবেন; তাহা হইলে রাজা ঐ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক উপার্জ্জিত ধর্ম্মের ষড়্ভাগ প্রাপ্ত হইবেন।

ক্ষত্রিয়গণ নিজভুজবলে আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন।

যথা,—

ক্ষত্রিয়ো বাহুবীর্য্যেণ তরেদাপদমাত্মনঃ।

মনুসংহিতা।

ক্ষত্রিয় বাহুবলে আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন।

রক্ষণাদার্য্যবৃত্তানাং কণ্টকানাং চ শোধনাৎ।
নরেন্দ্রাস্ত্রিদিবং যান্তি প্রজাপালনতৎপরাঃ॥

মনুসংহিতা। ৯ অঃ।

সদাচারশীলগণের রক্ষণে চৌরদস্যু আদির নিগ্রহে প্রজাপালনে তৎপর থাকিয়া মহীপতি ঐ পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করেন।

শত্রু হইতে নিজরাজ্য রক্ষার নিমিত্ত রাজা যে যে কার্য্য করিবেন, তাহা উক্ত হইতেছে।

স্বাম্যমাত্যৌ পুরং রাষ্ট্রং কোষদণ্ডৌ সুহৃত্তথা।
সপ্ত প্রকৃতয়ো হ্যেতাঃ সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে॥
চারেণোৎসাহযোগেন ক্রিয়য়ৈবচ কর্ম্মণাম্।
স্বশক্তিং পরশক্তিঞ্চ নিত্যং বিদ্যান্মহীপতিঃ॥
আরভেতৈব কর্ম্মাণি শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ পুনঃ পুনঃ।
কর্ম্মাণ্যারভমাণংহি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে॥
দত্ত্বা ধনন্তু বিপ্রেভ্যঃ সর্ব্বদণ্ডসমুত্থিতম্।
পুত্রে রাজ্যং সমাসজ্য কুর্ব্বীত প্রায়ণং রণে॥

মনুসংহিতা।

স্বামী, অমাত্য, পুর, রাষ্ট্র, কোষ, দণ্ড ও সুহৃৎ রাজাদিগের এই সপ্ত-প্রকার প্রকৃতি; এই সপ্তাঙ্গেই রাজ্য হয়।

রাজার রণগমনের পূর্ব্বকর্ত্তব্য কহিতেছেন—সর্ব্বপ্রকার দণ্ড হইতে সমুত্থিত ধন বিপ্রসাৎ করিয়া, পুত্রকে রাজ্যরক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া, রাজা রণে প্রয়াণ করিবেন।

রাজগণ ষাড়্গুণ্য আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিবেন। যথা ;—

ষাড়্গুণ্যং সংপ্রবক্ষ্যামি তদ্বরৌ সন্ধিবিগ্রহৌ।
সন্ধিশ্চ বিগ্রহশ্চৈব যানমাসনমেব চ ॥
দ্বৈধীভাবঃ সংশ্রয়শ্চ ষড়্গুণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পণবন্ধঃ স্মৃতঃ সন্ধি রপকারস্তু বিগ্রহঃ ॥
জিগীষোঃ শত্রুবিজয়ে যানং যাত্রাভিধীয়তে।
বিগ্রহেণ স্বকে দেশে স্থিতিরাসনমুচ্যতে ॥
বলার্দ্ধেন প্রয়াণস্তু দ্বৈধীভাবঃ স উচ্যতে।
উদাসীনো মধ্যমো বা সংশ্রয়াৎ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥

এক্ষণে ষাড়্গুণ্য বর্ণন করিব। তৎসকলের মধ্যে সন্ধি ও বিগ্রহ এই উভয়ই প্রধান। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয় রাজাদিগের এই ছয় গুণ। পণবন্ধকে সন্ধি, অপকারকে বিগ্রহ, জিগীষুর শত্রুবিজয়ে যাত্রাকে যান, বিগ্রহহেতু স্বদেশে স্থিতিকে আসন এবং অর্দ্ধবলগ্রহণ-পূর্ব্বক প্রয়াণকে দ্বৈধীভাব * কহে। উদাসীন বা মধ্যমই হউক শত্রুর আশ্রয় গ্রহণকে সংশ্রয় কহে।

রাজা রিপুগণকে বশীভূত করিয়া ন্যায়পথে অবস্থানপূর্ব্বক রাজত্ব করিবেন। যথা ;—

ন্যায়েনার্জ্জনমর্থস্য বর্দ্ধনং রক্ষণং চরেৎ।
সৎপাত্রে প্রতিপত্তিশ্চ রাজবৃত্তং চতুর্ব্বিধম্ ॥

* মতান্তরে—কূটলেখ্যাদি দ্বারা শত্রুমধ্যে পরস্পর অনৈক্য সাধনকে দ্বৈধীভাব কহে।

নয়স্তু বিনয়ো মূলং বিনয়ঃ শাস্ত্রনিশ্চয়াৎ।
বিনয়ো হীন্দ্রিয়জয়ঃ তৈর্যুক্তো পালয়েন্মহীম্॥
শাস্ত্রং প্রজ্ঞা ধৃতির্দাক্ষ্যং প্রাগল্‌ভ্যং ধারয়িষ্ণুতা।
উৎসাহো বাগ্মিতৌদার্য্যমাপৎকালসহিষ্ণুতা॥
প্রভাবঃ শুচিতা মৈত্রী ত্যাগঃ সত্যং কৃতজ্ঞতা।
কুলং শীলং দমশ্চেতি গুণাঃ সম্পত্তিহেতবঃ॥
প্রকীর্ণবিষয়ারণ্যে ধাবন্তং বিপ্রমাথনম্।
জ্ঞানাঙ্কুশেন কুর্ব্বীত বশ্যমিন্দ্রিয়দন্তিনম্॥
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো হর্ষো মানো মদস্তথা।
ষড়্‌বর্গমুৎসৃজেদেনং অস্মিন্ ত্যক্তে সুখী নৃপঃ॥
প্রজাঃ সমনুগৃহ্ণীয়াৎ কুর্য্যাদাচারসংস্থিতিম্।
বাক্‌সূনৃতা দয়া দানং হীনোপগতরক্ষণম্॥

অগ্নিপুরাণম্।

ন্যায়পূর্ব্বক অর্থের অর্জ্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণ এবং সৎপাত্র-সংযোগ রাজকার্য্য এই চারি প্রকার। ন্যায়ের মূল বিনয়; বিনয় শাস্ত্রনিশ্চয় হইতেই উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়বিজয়ের নাম বিনয়, এই বিশিষ্ট হইয়া পৃথিবী পালন করিবেন। শাস্ত্র, প্রজ্ঞা, ধৈর্য্য, দক্ষতা, প্রাগল্‌ভ্য, উৎসাহ, বাগ্মিতা, ঔদার্য্য, আপৎকালে সহিষ্ণুতা, প্রভাব, শুচিতা, মৈত্রী, দান, সত্য, কৃতজ্ঞতা, কুলশীল, দম, এই সকল গুণ সম্পত্তির হেতু হয়। ব্যাপনশীল বিষয়ারণ্যে ধাবমান প্রমাথী ইন্দ্রিয়দন্তীকে জ্ঞানাঙ্কুশ দ্বারা বশীকৃত করিবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, মান, মদ এই ষড়্‌বর্গ পরিহার করিলে, নৃপতি সুখী হইতে পারেন। প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন। আচার ও মর্য্যাদা

স্থাপন, প্রিয় ও সত্যবাক্য, দয়া, দান, হীন ও শরণাগতের রক্ষণ এই সকল-দ্বারা রাজগণ ইহপরলোকে পরমগতি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

অপিচ—

আন্বীক্ষিকীং ত্রয়ীং বার্ত্তাং দণ্ডনীতিঞ্চ পার্থিবঃ।
তদ্বিদ্যৈস্তৎক্রিয়োপেতৈ শ্চিন্তয়েদ্বিনয়ান্বিতঃ॥

অগ্নিপুরাণম।

তর্কবিদ্যা, ত্রয়ী ও অর্থশাস্ত্র, দণ্ডনীতি এই চারিটি তদ্বিদ্যাশালী ও তৎক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণের সহিত চিন্তা করিবেন।

অধিকারে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত রাজা যেরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

যে নিযুক্তাস্তু কার্য্যেষু হন্যুঃ কার্য্যেষু কার্য্যিণাম্।
ধনোষ্মণা পচ্যমানাস্তান্ নিঃস্বান্ কারয়েন্নৃপঃ॥

মনুসংহিতা।

যাহারা রাজাধিকারে নিযুক্ত, উৎকোচ ধনাদি গ্রহণপূর্ব্বক অর্থী ও প্রত্যর্থিগণের কার্য্য নষ্ট করে, রাজা তাহাদের সর্ব্বধন হরণ করিয়া নিঃস্ব করিবেন।

কূটশাসনকর্ত্তৄংশ্চ প্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্।
স্ত্রীবাল-ব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ হন্যাদ্দ্বিট্‌সেবিনস্তথা॥

মনুসংহিতা।

মিথ্যা রাজাজ্ঞা পত্রলেখক ও নৃপতির অমাত্যবর্গের ভেদকারক, স্ত্রী-বালক-ব্রাহ্মণঘাতক এবং শত্রুসেবিগণকে রাজা বধ করিবেন।

নৃপগণ চান্দ্রব্রতিক হইতে নিয়তই যত্নপর হইবেন।

পরিপূর্ণং যথা চন্দ্রং দৃষ্ট্বা হৃষ্যন্তি মানবাঃ।
তথা প্রকৃতয়ো যস্মিন্ স চান্দ্রব্রতিকো নৃপঃ॥

মনুসংহিতা।

পরিপূর্ণ চন্দ্রদর্শন করিয়া মানবগণ যেমন হৃষ্ট হয়, প্রজাগণ যে রাজাকে দেখিয়া সেইরূপ হৃষ্ট হয়, তিনিই চান্দ্রব্রতিক রাজা।

রাজা কিরূপে করগ্রহণাদি করিবেন, তাহা উক্ত হইতেছে॥

কর্ষকাংশ্চতুরো মাসান্ যথেন্দ্রোঽভিপ্রবর্ষতি।
তথাভিবর্ষেৎ স্বং রাষ্ট্রং কার্য্যৈরিন্দ্রব্রতঞ্চরন্॥
অষ্টৌ মাসান্ যথাদিত্য স্তোয়ং হরতি রশ্মিভিঃ।
তথা হরেৎ করং রাষ্ট্রাৎ নিত্যমর্কব্রতং হি তৎ॥

মনুসংহিতা।

ইন্দ্র যেমন চারিমাস কর্ষকগণকে ভূরিবর্ষণ প্রদান করেন, রাজাও তদ্রূপ হইলে তাঁহাকে ইন্দ্রব্রতিক বলা যায়। আদিত্য যেমন অষ্ট মাস রশ্মিদ্বারা জল হরণ করেন, রাজাও সেইরূপ অল্পে অল্পে কর গ্রহণ করিয়া আদিত্যব্রত ধারণ করিবেন।

ন লোভাদ্ বা ন কামাদ্ বা নার্থাদ্ বা যস্য মানসম্।
যথান্যৈঃ কৃষ্যতে বৎস স রাজা স্বর্গমৃচ্ছতি॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণম্।

লোভ, কাম ও অর্থবশে অথবা অন্য কোন কারণে যাঁহার মানস

আকৃষ্ট না হয়, অর্থাৎ বিচলিত না হয়, সেই রাজা স্বর্গ প্রাপ্ত হন; অতএব রাজগণ লোভকামাদির বশীভূত হইবেন না।

ইতি ক্ষত্রিয়বর্ণ।

বৈশ্যবর্ণ।

অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ।
বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ।
ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্ম্মান্মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥

মনুসংহিতা।

বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোক্ত তিন কর্ম্মে নিবৃত্ত থাকিবে; যেহেতু প্রজাপতি ব্রহ্মা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির অধ্যাপনাদি তিন কর্ম্ম কহেন নাই। অতএব বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, অধ্যয়ন যজন ও দান এই তিন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবেন না।

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

বৈশ্যদিগের পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য এবং বৃদ্ধির নিমিত্ত ধন প্রয়োগ কল্পনা করিলেন। ইহাই বৈশ্যদিগের ধর্ম্ম ও বৃত্তির নিমিত্ত কর্ম্ম।

বৈশ্যের বৃত্তির মধ্যে বার্ত্তাই প্রধান যথা—

বার্ত্তা কর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বৈশিষ্টং চ স্বকর্ম্মসু।

মনুসংহিতা।

বৈশ্যের বার্ত্তা অর্থাৎ বাণিজ্য ও পশুপালন কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ জানিবে।

বিশেষরূপে বলিতেছেন যে,—

বণিকপশুকৃষির্বিশঃ।

আজীবনার্থং ধর্ম্মস্তু দানমধ্যয়নং যজিঃ॥

মনুসংহিতা।

বাণিজ্য পশুপালন ও কৃষি এই তিনটি বৈশ্যদিগের জীবিকার্থ, এবং দান অধ্যয়ন ও যাগ এই তিনটি ধর্ম্মার্থ জানিবে।

গোরক্ষং কৃষিবাণিজ্যং কুর্য্যাদ্বৈশ্যো যথাবিধি।
দানধর্ম্মং যথাশক্ত্যা দ্বিজশুশ্রূষণং সদা॥
লোভ-দম্ভ-বিনির্ম্মুক্তঃ সত্যবাগনসূয়কঃ।
ধনৈর্বিপ্রাংশ্চ তুষ্যেত যজ্ঞকালে ত্বযাচিতঃ॥
অপ্রমত্তঃ স্বধর্ম্মেষু বর্ত্তেত দেহপাতনাৎ।
যজ্ঞাধ্যয়নদানাদি কুর্য্যান্নিত্যমতন্দ্রিতঃ॥
পিতৃকার্য্যং যথাকালে নারসিংহার্চ্চনং তথা।
এতদ্বৈ বৈশ্যকর্ম্মোক্তং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতঃ॥
এতদাসেবমানস্য স্বর্গঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ॥

নৃসিংহপুরাণম্।

বৈশ্যগণ বিধি অনুসারে গোরক্ষণ, কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহারা লোভ ও দম্ভ বিবর্জ্জিত, সত্যবাক্, অসূয়াশূন্য, দান্ত, স্বদারনিরত ও পরদারবিবর্জ্জিত থাকিয়া যথাশক্তি দান ও দ্বিজশুশ্রূষা করিবেন; যজ্ঞকালে অযাচিত হইয়া দান করিবেন। বৈশ্যগণ দেহপাতন

পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মে অপ্রমত্ত ও অনলস থাকিয়া, নিয়ত যজ্ঞ, অধ্যয়ন দান, পিতৃকার্য্য ও নারসিংহার্চ্চন করিবে। বৈশ্যগণের প্রতি এই সমস্ত উক্ত হইয়াছে। বৈশ্যগণ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই।

বৈশ্যজাতির অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম উক্ত হইতেছে যথা—

বৈশ্যস্তু কৃতসংস্কারঃ কৃত্বা দারপরিগ্রহম্।
বার্ত্তায়াং নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ পশূনাঞ্চৈব রক্ষণে॥
প্রজাপতির্হি বৈশ্যায় সৃষ্ট্বা পরিদদে পশূন।
ব্রাহ্মণায় চ রাজ্ঞে চ সর্ব্বাঃ পরিদদে প্রজাঃ॥
ন চ বৈশ্যস্য কামঃ স্যাৎ ন রক্ষেয়ং পশূনিতি।
বৈশ্যে চেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন॥
মণিমুক্তা প্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলম্॥
বীজানামুপ্তিবিচ্চ স্যাৎ ক্ষেত্রদোষগুণস্য চ।
মানযোগঞ্চ জানীয়াৎ তুলাযোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥
সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাং চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনম্॥
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাৎ ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ॥
ধর্ম্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্‌যত্নমুত্তমম্।
দদ্যাচ্চ সর্ব্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ॥

মনুসংহিতা।

বৈশ্যজাতি উপনয়ন সংস্কারবান্ হইয়া দারপরিগ্রহণপূর্ব্বক বাণিজ্য কৃষ্যাদিতে নিত্য নিযুক্ত থাকিয়া পশুরক্ষণ করিবে। প্রজাপতি পশুগণকে সৃষ্টি করিয়া বৈশ্যকে এবং সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণকে ও রাজাকে সমর্পণ করিয়াছেন। "পশুপালন করিবে না"—এইরূপ ইচ্ছা যেন বৈশ্যজাতির না হয়। বৈশ্য রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে, পশুগণ অন্য কাহারও রক্ষিতব্য নয়।

মণিমুক্তা প্রবাল ও লৌহ সকলের তান্তবধাতুর * এবং গন্ধ রস ও অর্থ সকলের উৎকর্ষাপকর্ষ পরিজ্ঞাত হইবে। বীজবপনের প্রকার ও ক্ষেত্রের দোষ গুণ দ্রব্যের পরিমাণ ও তুলাদির ভাণ্ডদ্রব্যের সারাসার ও দেশ সকলের গুণাগুণ, পণ্যদ্রব্যের লাভালাভ, পশুগণের পরিবর্দ্ধন, ভৃত্যের বেতনাদির বিষয় এবং সর্ব্ববিধ নরগণের ভাষা দ্রব্য সকলের স্থাননির্ণয়, ক্রয় ও বিক্রয় এই সমস্তই পরিজ্ঞাত হইবে। ধর্ম্মদ্বারা দ্রব্য বৃদ্ধির নিমিত্ত উত্তমরূপে যত্ন এবং সর্ব্ববিধ জীবগণকে যত্নপূর্ব্বক অন্নদান করিবে।

বৈশ্যগণ এইরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে যশ ও পরলোকে সদগতি লাভ করিতে পারিবে।

ইতি বৈশ্যবর্ণ।

শূদ্রবর্ণ।

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥

মনুসংহিতা॥

ভগবান্ প্রভু ব্রহ্মা শূদ্রগণের একমাত্র কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিলেন

* যে ধাতুতে তার হয়।

যে, তাহারা অসূয়াবিহীন হইয়া প্রধানরূপে এই বর্ণত্রয়ের সেবা শুশ্রূষা করিবে।

বর্ণত্রয়স্য শুশ্রূষাং কুর্য্যাচ্ছূদ্রঃ প্রযত্নতঃ।
দাসবদ্‌ব্রাহ্মণানাস্তু বিশেষেণ সমাচরেৎ॥
অযাচিতঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পাকযজ্ঞবিধানেন যজেদ্দেবানতন্দ্রিতঃ॥
শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং পরেষাং ন্যায়বর্ত্তিনাম্
ধারণং জীর্ণবস্ত্রস্য বিপ্রস্যোচ্ছিষ্টভোজনম্॥
স্বদারেষু রতিশ্চৈব পরদারবিবর্জ্জনম্।
পুরাণশ্রবণং বিপ্রাৎ নারসিংহস্য পূজনম্॥
তথা বিপ্রনমস্কারঃ যথাশাস্ত্রং দিনে দিনে।
সত্যসম্ভাষণঞ্চৈব রাগদ্বেষবিবর্জ্জনম্॥

নৃসিংহপুরাণম্।

শূদ্রগণ যত্নপূর্ব্বক নিয়তই বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাপরায়ণ হইবে, এবং বিশেষতঃ দ্বিজগণের প্রতি দাসবৎ অনুষ্ঠান করিবে। তাহারা অযাচিত হইয়াই দান ও জীবিকার্থ কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং অনলস হইয়া পাকযজ্ঞবিধানে * দেবগণের আরাধনা করিবে। ন্যায়বান্ জনগণের নিকট মাসিকাদি নিয়মে কার্য্য করিবে; জীর্ণ বস্ত্র ধারণ ও বিপ্রগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে এবং নিয়তই নিজদারে নিরত থাকিয়া পরদার পরিবর্জ্জন করিবে। বিপ্রগণের নমস্কার, সত্যভাষণ, রাগদ্বেষ-পরিহার, এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানই শূদ্রগণের পরম ধর্ম্ম। এইরূপ আচরণ করিলে শূদ্রগণ দিনে দিনে কল্যাণ-লাভ করিতে পারে।

* বৃষোৎসর্গ, গৃহপ্রতিষ্ঠাদি হোম ও চরুহোমাঙ্গবিশিষ্ট কর্ম্ম পাকযজ্ঞ।

শূদ্রের আপদ্ধর্ম্মের অনুবৃত্তি কহিতেছেন, যথা—

অশক্নুবংশ্চ শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাম্।
পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তো জীবেৎ কারুককর্ম্মভিঃ॥

মনুসংহিতা।

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণাদির শুশ্রূষারূপ নিজ বৃত্তিতে দারপুত্রাদির ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে না পারে। তবে সূপকারাদির কর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। (কারুক কর্ম্ম সূপকারাদির কর্ম্ম)।

বৈশ্য ও শূদ্রজাতি ধনদ্বারা বিপন্ হইতে উত্তীর্ণ হইবে।

ধনেন বৈশ্যশূদ্রৌ তু তরেদাপদমাত্মনঃ।

মনুসংহিতা।

ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ, এই তিন বর্ণই ব্রাহ্মণের প্রতি সদাচরণ করিবেন। যেহেতু—

বিধাতা শাসিতা বক্তা মৈত্রী ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
তস্মৈনাকুশলং ব্রূয়ান্নশুষ্কাং গিরমীরয়েৎ॥

মনুসংহিতা।

বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ও পুত্রশিষ্যাদির শাসনকর্ত্তা প্রায়শ্চিত্তাদির বক্তা ব্রাহ্মণ, সকল বর্ণের প্রধান; অতএব এরূপ ব্রাহ্মণের নিগ্রহ হয়, এমত বাক্যপ্রয়োগ কেহ প্রয়োগ করিবেন না এবং, বাগ্দণ্ড বা ধিগ্দণ্ডাদি দ্বারা দণ্ড দিবেন না।

অপিচ—

ভূদেবা ব্রাহ্মণা রাজন্ পূজ্যা বন্দ্যা সদুক্তিভিঃ।
চতুরাশ্রম্যকুশলা মম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ॥
মহাভাগ্যং ব্রাহ্মণানাং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
কলিদোষহরং শ্রুত্বা মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ॥

হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে দেবতা, তাঁহাদিগকে সদ্ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে। ব্রাহ্মণেরা সকল আশ্রমের কুশলকারক এবং আমার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক (বিষ্ণুধর্ম্ম প্রবর্ত্তক)। ব্রাহ্মণ মহাভাগ্যবান্ ও মহাত্মবান্। তাঁহাদিগের কথা কলিদোষনাশিনী, তাহা শ্রবণ করিলে সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্তিলাভ হয়।

ইতি শূদ্রবর্ণ

বর্ণচতুষ্টয়ের সাধারণতঃ কর্ত্তব্য।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতৎসামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥

মনুসংহিতা।

হিংসাত্যাগ, সত্য কথন, মৃজ্জলাদি দ্বারা শরীরাদি শুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংযমন এই চারিটি ধর্ম্ম। চাতুর্ব্বর্ণ্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য ও শূদ্র সাধারণ সকলেরই অনুষ্ঠেয়। (মনুর প্রকরণ সামর্থ) সংকীর্ণগণেরও এই ধর্ম্ম।

অপিচ—

পুষ্কর উবাচ।
বর্ণাশ্রমেতরাণান্তে ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি সর্ব্বদান্।
মন্বাদিভির্নিগদিতান্ বাসুদেবাদিতুষ্টিদান্॥
অহিংসা সত্যবচনং দয়াভূতেষ্বনুগ্রহঃ।
তীর্থানুসরণং দানং ব্রহ্মচর্য্যমমৎসরঃ॥
দেবদ্বিজাতিশুশ্রূষা গুরূণাঞ্চ ভৃগূত্তম।
শ্রবণং সর্ব্বধর্ম্মাণাং পিতৄণাং পূজনং তথা॥

ভক্তিশ্চ নৃপতৌ নিত্যং তথা সচ্ছাস্ত্রনেত্রতা।
আনৃংশস্যং তিতিক্ষা চ তথাচাস্তিক্যমেব চ॥
বর্ণাশ্রমাণাং সামান্যং ধর্ম্মাধর্ম্মং সমীরিতম্॥

অগ্নিপুরাণম্।

সর্ব্ববিধমঙ্গলপ্রদ বর্ণাশ্রমেতর ধর্ম্ম সকল বর্ণন করিব। অহিংসা সত্যবচন, ভূতগণে দয়া ও অনুগ্রহ, তীর্থানুসরণ, দান, ব্রহ্মচর্য্য, অমাৎসর্য্য দেবদ্বিজাতিশুশ্রূষা ও গুরুশুশ্রূষা, সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম শ্রবণ, পিতৃগণের পূজন, রাজার প্রতি নিত্যভক্তি, সৎশাস্ত্র দর্শন, আনৃশংস্য (অনৈষ্ঠুর্য্য) ক্ষমা ও আস্তিক্য, এই সকল বর্ণাশ্রমিগণের সাধারণ ধর্ম্ম জানিবে।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ!
অতিপ্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ॥

মনুসংহিতা।

রূপরসাদি পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কামবশে উপভোগের নিমিত্ত একান্ত আসক্ত হইবে না। বিষয় সকল অস্থির ও স্বর্গ মোক্ষের বিরোধী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে।

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলংহি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ।

সুখার্থী, একান্ত সন্তোষ অবলম্বন করিয়া আপন ও পরিবারের প্রাণ ধারণ, এবং পঞ্চ যজ্ঞাগ্নির আবশ্যক ধন ভিন্ন অধিক উপার্জ্জনে বিরত থাকিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন, যে হেতু সন্তোষই সুখের মূল, অসন্তোষ দুঃখের কারণ হয়।

ইতি চাতুর্ব্বর্ণের সাধারণতঃ কর্ত্তব্য।

সঙ্করবর্ণ।

[এক স্থান হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া মিলিত হইলে, সেই মিলিত বস্তুকে সঙ্কর কহে। কৃধাতুর অর্থ বিক্ষেপ ; সম্যক রূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া সমবেত হয় বলিয়া ধূলি আদি আবর্জ্জনা রাশিকেও সঙ্কর কহে। যে মানবগণ চারিবর্ণ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া মনুষ্যসমাজে মিলিত হইয়াছে, তাহাদিগকে সঙ্করবর্ণ কহে।]

সকল সঙ্করবর্ণের মধ্যে আমরা বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে সঙ্কুচিত নহি। এই জাতির মধ্যে বহুতর ঋষি ও ঋষিতুল্য মানব জন্মগ্রহণ করিয়া ধরিত্রীর বহূপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জাতির ব্যবসায় চিকিৎসা ; ইহারা এই কার্য্য দ্বারা জগতের বিবিধ উপকার সাধন করিয়াছেন। অনেক সদাশয় চিকিৎসক দরিদ্র দিগকে ঔষধ ও পথ্য বিতরণপূর্ব্বক আরোগ্য প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই জাতি অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসাগ্রন্থ ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও ছন্দঃ প্রভৃতি বহুতর উপকার-সাধক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণাদির ন্যায় সংস্কারভাজন এবং ব্রাহ্মণাদির ন্যায় পূজনীয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ লক্ষিত হয় না। অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তিবিষয় মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।

পরিণীতা বৈশ্যকন্যা গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জাত সন্তানকে অম্বষ্ঠ বলে। এ সন্তান অম্বকুলে অর্থাৎ মাতৃকুলে থাকিয়া লালিত ও পালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া, অম্বষ্ঠ এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি অন্য প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।

অশ্বিনীকুমারকর্ত্তৃক বিপ্ররমণীতে বৈদ্যজাতি উৎপাদিত হয়।

শৌনক উবাচ।

কথং ব্রাহ্মণপত্ন্যাঞ্চ সূর্য্যপুত্রোঽশ্বিনীসুতঃ।
অহো কেন বিপাকেন বীর্য্যাধানং চকার সঃ॥

শৌনক কহিলেন, বিপ্রপত্নীতে কিরূপে কি বিপাকবশে সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীতনয় বীর্য্যাধান করিয়াছিলেন, সেই আশ্চর্য্য কথা কীর্ত্তন করুন।

সৌতিরুবাচ।

গচ্ছন্তীং তীর্থযাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং রবিনন্দনঃ।
দদর্শ কামুকশ্চান্তঃপুষ্পোদ্যানে চ নির্জ্জনে॥
তয়া নিবারিতো যত্নাদ্ বলেন বলবান্ সুরঃ।
অতীব সুন্দরীং দৃষ্ট্বা বীর্য্যাধানং চকার সঃ॥
দ্রুতং তত্যাজ গর্ভং সা পুষ্পোদ্যানে মনোহরে।
সদ্যো বভূব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভঃ॥
সপুত্রা পতিগেহং সা জগাম ব্রীড়িতা তদা।
স্বামিনং কথয়ামাস যন্মার্গে দৈবসঙ্কটম্॥
বিপ্রো রোষেণ তত্যাজ তঞ্চ পুত্রঞ্চ কামিনীম্।
সরিদ্‌ভূতা চ যোগেন সা চ গোদাবরী স্মৃতা॥
পুত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রঞ্চ পাঠয়ামাস যত্নতঃ।
নানা শিল্পঞ্চ মন্ত্রঞ্চ স্বয়ং স রবিনন্দনঃ॥

সৌতি কহিলেন, এক ব্রাহ্মণরমণী তীর্থযাত্রায় গমন করিতেছিলেন।

রবিনন্দন অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে নির্জ্জন অন্তঃপুষ্পোদ্যানে দর্শন করিয়া কামাতুর হইলেন। সেই ব্রাহ্মণী যত্নপূর্ব্বক নিবারণ করিলেও সেই বলবান্ দেব তাঁহাকে অত্যন্ত সুন্দরী দর্শন করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাতে বীর্য্যাধান করিলেন। সেই শুক্র দ্বারা তিনি গর্ভ প্রাপ্ত হইলেন এবং সত্বর গর্ভমোচন করিলেন। সেই মনোহর পুষ্পোদ্যানে তৎক্ষণাৎ তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভ এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণী লজ্জিতা হইয়া পুত্রের সহিত পতিগৃহে গমন করিলেন এবং পথিমধ্যে যে দৈবসঙ্কট ঘটিয়াছিল, তাহা স্বামীকে নিবেদন করিলেন। সেই বিপ্র রোষভরে নিজ কামিনীকে পুত্রসহ পরিত্যাগ করিলেন। বিপ্রকামিনী ধ্যানযোগে সেই স্থানে গোদাবরী নামে নদী সৃষ্টি করিয়া তাহার তীরে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় স্বয়ং অশ্বিনীকুমার আসিয়া সেই পুত্রকে চিকিৎসাশাস্ত্র, নানাবিধ শিল্প ও মন্ত্র, যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

বর্ত্তমানে ভারত ভূতলে যে সকল যোগিজাতি বাস করে, তাহাদিগের উৎপত্তির বিবরণ না জানিয়া এবং তাহাদিগের মধ্যে কিয়দংশের নীচব্যবহার দর্শন করিয়া, অনেকে যোগিজাতিমাত্রকে ঘৃণ্য ও নীচ মনে করেন; কিন্তু যোগিজাতি সেরূপ নহে; শাস্ত্রে ইহাদের উৎপত্তি ও আচারাদি এইরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

ব্রাহ্মণ্যামবধূতাচ্চ নাথঃ সম্ভূত এব হ।

ইতি পরাশরঃ।

ব্রাহ্মণীর গর্ভে অবধূতের ঔরসে 'নাথ উৎপন্ন' হয়।

বৃদ্ধ শাতাতপ সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, সাক্ষাৎ মহাদেবের সন্তান যোগীর শিবগোত্র; ইঁহারা সকলেই যোগী; 'নাথ' নামে যিনি যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহার সন্তানগণের নামের অন্তে 'নাথ' এই শব্দ যোজিত

থাকে। ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত বলিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় জন্ম মরণে ইহাদের দশরাত্র অশৌচ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। প্রমাণ যথা—

শাতাতপ উবাচ।

জমদগ্ন্যাদিভিঃ সার্দ্ধং বিবিচ্য বহুধা ময়া।
কল্পিতো যো বিধিস্তেষাং তচ্ছৃণুষ্ব মহামুনে॥
যোগসিদ্ধাৎ সমুৎপন্না অতস্তে যোগিনঃ স্মৃতাঃ॥

শাতাতপ কহিলেন, জমদগ্ন্যাদির সহিত আমি বহুতর বিবেচনা করিয়া তাহাদের যে বিধি কল্পিত করিয়াছি, হে মহামুনে! তাহা শ্রবণ কর। যোগসিদ্ধ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া যোগী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

অবধৌতঃ শিবঃ সাক্ষাত্তস্মাজ্জাতা ইমে যতঃ।
শিবগোত্রাঃ সমাখ্যাতা সর্ব্বে তে যোগিনো মতাঃ॥
নাথজানাঞ্চ সর্ব্বেষাং নাথান্তং নাম কীর্ত্তিতম্।
ব্রাহ্মণীষু চ জাতানামশৌচং ব্রহ্মবৎ স্মৃতম্॥
জননে মরণে চৈব দশরাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥

অবধৌত সাক্ষাৎ শিবতুল্য; তাঁহা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহারা শিবগোত্র এবং সকলেই যোগী। নাথবংশীয়গণের নামের অন্তে ‘নাথ’ শব্দ উক্ত হয়। ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহাদেরও জন্মমরণে দশরাত্র অশৌচ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। আরও কথিত হইয়াছে যে,—

ঈশ্বরাদুদ্ভবো যোগী রুদ্রা একাদশৈব চ।
প্রধানশ্চ মহাযোগী বিন্দুনাথশ্চ পুত্রকঃ॥

তস্য পুত্র আদিনাথো রুদ্রকুলপ্রকাশকঃ।
সিদ্ধো গোরক্ষনাথশ্চ মীননাথস্তমোত্তমঃ॥
ছায়ানাথো ভবেৎ তস্য সত্যনাথঃ প্রকাশিতঃ।
কশ্যপস্য সুতা কৃষ্ণা বিন্দুনাথে সমর্পিতা।
ত্রিদণ্ডী যোগপট্টঞ্চ তথা যোগী বিধারয়েৎ॥
যোগিনাং ভস্ম গাত্রে চ ললাটে চার্দ্ধচন্দ্রকম্।
রক্তবস্ত্রপরিধানা যোগচিন্তা ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
নাথস্তেষাং গুরুঃ প্রোক্তঃ চিন্তয়েৎ পরমং গুরুম্।

ইত্যাগমসংহিতা।

ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন যোগী একাদশ রুদ্র এবং তৎপুত্র বিন্দুনাথ মহাযোগী। তাঁহার পুত্র আদিনাথ, তিনি রুদ্রকুলের প্রকাশক। ঐ বংশে সিদ্ধ গোরক্ষনাথ, মীননাথ, ছায়ানাথ ও সত্যনাথ প্রভৃতির বংশ হয়। কশ্যপ নামক ঋষির কৃষ্ণানাম্নী কন্যা বিন্দুনাথে সমর্পিতা হয়। উক্ত বিন্দুনাথ ত্রিদণ্ড ও যোগপট্ট ধারণপূর্ব্বক যোগবেশে ভ্রমণ করিতেন। তৎসম্প্রদায়ের যোগী সকল গাত্রে ভস্ম, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ও রক্তবস্ত্র ধারণ করিয়া নাথ গুরুর উপদেশানুসারে যোগ দ্বারা পরম গুরুর চিন্তা করিতেন।

ইতি আগমসংহিতা।

শঙ্কর দিগ্বিজয় গ্রন্থে এই বংশের বিবরণ বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে;

ফলতঃ যোগিবংশ হীনবংশ নহে। তবে এক্ষণে যাহারা ব্যবহারাদি দোষে নীচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাও ক্রমশঃ সদাচারাদি দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারে।

যোগিজাতিগণের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (তিলক)

ধারণ এবং সকলেই তাঁহাদের আদিম পূর্ব্বপুরুষগণের আচার ব্যবহারাদির সম্যক্‌রূপে অনুসরণ করেন।

দেবলাৎ বৈশ্যাগর্ভোজাতো গণকঃ।

ইতি পরাশরঃ।

দেবল হইতে বৈশ্যার গর্ভে গণকজাতির উৎপত্তি হয়। তাঁহারা দৈবজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কায়স্থ জাতি।

অধুনা বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ আপনাদিগের জাতিসম্বন্ধে নানাবিধ তর্ক করিয়া, আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়াদি জাতি বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন; তাহা সত্য কি না,—বিবেচনা বা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

কায়স্থ ও সদ্গোপ জাতি সম্বন্ধে অনেক সংহিতাদি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া শাস্ত্রীয় পন্থার অনুসরণ করিয়া সার ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে সন্দেহনিঃসারণপূর্ব্বক নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

পশ্চাল্লিখিত চতুর্ব্বিধ প্রমাণ দ্বারা পদার্থের নিশ্চয় হয়। যথা,—উপমান, অনুমান, প্রত্যক্ষ ও শব্দজ।

এই চারি প্রকারের যে কোনও প্রমাণ দ্বারা অথবা ইহাদের অনেক প্রমাণ দ্বারা কায়স্থজাতির তথ্য নির্ণয় হইতে পারিবে।

বঙ্গদেশস্থ কায়স্থজাতিকে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয় ও কেহ বা শূদ্র

বলিতেছেন; কিন্তু এক জাতি ব্রাহ্মণাদিরূপে বহু হইতে পারে না, —একই হইবে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সম্বন্ধে আমরা এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি যে, এক্ষণে তাঁহারা উপবীত ধারণ করেন না; শূদ্রের ন্যায় একমাস অশৌচ গ্রহণ করেন; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় দশাহ বা দ্বাদশাহ অশৌচ গ্রহণ করেন না; ব্রাহ্মণের ন্যায় পৌরোহিত্য, কিংবা শালগ্রামাদি স্পর্শপূর্ব্বক পূজা করেন না; ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বাল্যকাল হইতে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া যুদ্ধাদি করেন না; ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংস্কার প্রাপ্ত হন্ না। অতএব এক্ষণে তাঁহারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নহেন। যদি কেহ কহেন, পূর্ব্বে ইঁহারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন, এক্ষণে কোনও প্রকারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে উঁহারা যদি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়াদির ন্যায় সংস্কারবান্ বা আচারবান্ হন্, তাহা হইলে পূর্ব্বজাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা একবার শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বহুকাল পরে আর বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না; তাহা আর্য্যধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। তবে যদি কায়স্থজাতি বিশ্বামিত্রের ন্যায় তপোবলে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণও নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন, আর তাঁহারা আপনাদিগকে বৈশ্যজাতি বলেন না, তবে তাঁহারা অবশ্যই শূদ্রজাতি।

অনুমান প্রমাণে অবগতি হয় যে, আদিশূর নৃপতির যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের প্রয়োজন; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রে তাঁহার প্রয়োজন ছিল না, ইহা নিশ্চিত বাক্য। তাহাতে ক্ষত্রিয়ের বা শূদ্রের কেন আগমন হইল? এই বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়

যে, ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের প্রয়োজন সাধনার্থ পাঁচজন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া আনয়ন করেন। ভৃত্যের কার্য্য সাধনার্থ ব্রহ্মকায়স্থ বা ক্ষত্রিয় আনয়ন করেন নাই; এ বাক্যে স্বতঃই বিশ্বাস হয়। অতএব তাঁহারা শূদ্রই আনয়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং এ দেশীয় কায়স্থগণ শূদ্র;—ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নহে।

'কায়স্থ' এই শব্দ-প্রমাণে ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া কায়স্থগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ কহিতে পারেন; কিন্তু এই কায়স্থ শব্দ এ দেশীয় শূদ্রজাতীয়-পর নহে। ব্রহ্মকায়স্থ নামে অন্য একবিধ কায়স্থ জাতি আছেন, তাঁহারা-ব্রাহ্মণতুল্য; ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহাদের সংস্কারাদি নির্ব্বাহ হয়। শাতাতপ সংহিতায় এই ব্রহ্মকায়স্থের কথাই উল্লিখিত আছে। কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণ এই কায়স্থ নহেন।

মেদিনীকার ও রভসাদিকোষে উক্ত হইয়াছে যে, কায়স্থজাতি শূদ্রার গর্ভে ও বৈশ্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই কায়স্থ 'করণ' নামে উক্ত হইয়াছে। অস্মদ্দেশীয় কায়স্থগণ এই কায়স্থ। ব্রাহ্মণগণের সাহচর্য্যে ইহাদের আচার ব্যবহারাদি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, যে—

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥

মনুসংহিতা।

ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণাস্ত্রীতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রাবিড় নামক পুত্র জন্মে। মনুর প্রামাণিক টীকাকার কুল্লুক ভট্ট কহেন যে, ইহারা একজাতি, দেশভেদে নাম-ভেদ মাত্র। বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর অঞ্চলে অনেক মল্লজাতি বাস

করে। ইহারা সাহসী, বলবান্ এবং যুদ্ধ কার্য্যের উপযুক্ত বোধ হয়। মনূক্ত করণ জাতি অর্থাৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতিই ইহারা। কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণ, এ কায়স্থও নহেন।

পশ্চিমাঞ্চলস্থ বারবর লল্লাকায়স্থ জাতিও মনূক্ত করণ জাতি।

যদিও কোনও স্থানে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া উল্লিখিত থাকে, তথাপি তাহা ব্যবস্থাদায়ক ব্রাহ্মণের গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ, শাস্ত্রে এক বিষয়ে অনেক স্থলে অনেক প্রকার উল্লেখ থাকে; ব্যবস্থাদায়ক পণ্ডিতগণ তৎসকলের মধ্য হইতে বিশ্বাসযোগ্য, সঙ্গত ব্যবস্থাই প্রদান করিয়া থাকেন। এ দেশীয় কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া কেহই ব্যবস্থা দিতে পারিবেন না; শূদ্র বলিয়াই ব্যবস্থা দিতে পারিবেন। তবে যদি কেহ পক্ষপাতী হইয়া ব্যবস্থা দেন, সে বিষয়ের কথা অন্য প্রকার।

এই সকল বিচার করিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-ভৃত্য-পঞ্চকের বংশধরগণ শূদ্রজাতি; ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতি নহেন।

তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে কায়স্থ-গণ অন্যান্য অনেক জাতি অপেক্ষা আচারাদি বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। সেই উৎকর্ষ ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহবলেই হইয়াছে, ইহা সকলেরই স্বীকার করা উচিত। ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহবলেই কায়স্থজাতি আজি আচার-বিষয়ে উৎকৃষ্ট এবং রাজদ্বারে সম্মানিত ও ধনবান্। ব্রাহ্মণ অনুগ্রহ না করিলে, কায়স্থ জাতি রাজার নিকট হইতে লিখন-বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন না; সুতরাং তাঁহাদের এ উৎকর্ষ লাভও ঘটিয়া উঠিত না।

অন্ধের চক্ষুর্দান বা কায়স্থ সদ্গোপসংহিতার প্রতিবাদ নামক

পুস্তকে বল্লালসেন প্রভৃতি নৃপতিগণকে কায়স্থ জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও অসঙ্গত বাক্য ; কারণ, বল্লালসেন নিজকৃত দানসাগর নামক সংস্কৃত গ্রন্থে "অম্বষ্ঠ শঙ্কর শঙ্কর-সেবক" এই বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভূমিপাল বল্লাল সংস্কৃত ভাষায় যে মহাপণ্ডিত ও সৎকবি ছিলেন, এ বাক্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ বসু মহাশয় না জানিয়া শুনিয়াই অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "কায়স্থেরা অন্ন দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন ; তথাপি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছেন।" নিন্দা করা কিরূপ উক্তিকে বলিতেছেন, তাহা আমরা ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাই হউক; ব্রাহ্মণজাতি শাস্ত্র ও যুক্তি-বহির্গত বাক্য কদাচই বলিতে পারিবেন না। তিনি জানেন যে, পুরাকালে ব্রাহ্মণকে দানগ্রহণ করাইবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়গণ বলপ্রয়োগও করিতেন। এক্ষণে কালবশে সকলই বিপরীত হইয়া উঠিতেছে। যাহাই হউক, ব্রাহ্মণেরা কায়স্থগণের উন্নতি বিধান করিয়া দিয়া এক্ষণে যদি কায়স্থের কর্ম্ম করিয়া অন্ন সংস্থান করিতেছেন, তাহাতে যদি কায়স্থগণ নারাজ হন্, তবে ব্রাহ্মণেরাও নারাজ ; তথাপি তাঁহারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিবেন না। কায়স্থগণ জানিবেন যে, ব্রাহ্মণ চিরকালই ভিক্ষুক। ব্রাহ্মণ পরিত্যাগ করিলে, কিন্তু কায়স্থগণ অল্পকাল মধ্যেই হীনবুদ্ধি হইয়া পড়িবেন। তাঁহারা জানিবেন যে,ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ চারিটি তণ্ডুল বা অন্ন প্রদান করিলে, নিজ গৃহে নিরন্তর সদাচার, কল্যাণ ও ধর্ম্ম সতত বিরাজ করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, উক্ত বসু মহাশয়ের ঐ বাক্যে ব্রাহ্মণেরা ডরাইবেন না।

অন্ধের চক্ষুর্দান পুস্তকে মেদিনী কোষের পাঠের বৈপরীত্য ঘটাইয়া বিচিকিৎসা ঘটাইয়াছিলেন। সে স্থলের যথাপাঠ এই প্রকার ; যথা—

করণং হেতুকর্ম্মণোঃ।
বালবাদৌ হস্তলেপে নৃত্যগীতপ্রভেদয়োঃ ॥
ক্রিয়াভেদেন্দ্রিয়ক্ষেত্রকায়-সংবেশনেষু চ।
সাধনে ক্লীবং কায়স্থে পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে ॥

ইতি মেদিনী করঃ।

শূদ্রাবৈশ্যয়োর্জাতিবিশেষঃ করণঃ।

ইত্যমরঃ।

অয়ং লিখনবৃত্তিঃ কায়স্থ ইতি খ্যাতঃ ॥

ভরতঃ।

সাধনে ক্লীবং শূদ্রাবিশোঃ সুতে কায়স্থে করণশব্দঃ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ।

এইরূপ অর্থই সঙ্গত, বিশ্বাস্য ও সহৃদয়গণের হৃদয়ঙ্গম। শূদ্রা ও বৈশ্য হইতে জাত করণ জাতি। ইহারা লিখনবৃত্তি, কায়স্থ এই নামে খ্যাত। (ইতি ভরত) কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণের বংশধরগণ এই কায়স্থ।

আমরা সদ্গোপজাতির বিষয় এই স্থানেই বলিব।

শব্দ-প্রমাণে, অনুমান-প্রমাণে ও প্রত্যক্ষ-প্রমাণে সদ্গোপজাতি শূদ্রজাতি। উহারা বৈশ্য নহে।

গোপজাতি দুগ্ধ বিক্রয়াদি দোষে দূষিত। যে গোপগণ সেই দূষিতবৃত্তি পরিহারপূর্ব্বক কৃষিকার্য্যরূপ সদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারাই সদ্গোপ।

গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রথিতং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।

বিষ্ণুপুরাণম্।

বৈশ্যের ও শূদ্রের নামের অন্তে গুপ্ত ও দাস এই শব্দ প্রযুক্ত হয়।

সদ্গোপদিগের নামের অন্তে 'গুপ্ত' শব্দ প্রযুক্ত হইতে শুনা যায় না এবং পূর্ব্বেও সদ্গোপের 'গুপ্ত' উপাধি কথনই শ্রুত হওয়া যায় নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সদ্গোপজাতি বৈশ্য নহে। তাহারা শূদ্রজাতি।

আভীরী গোপের আদি পুরুষই ইহাদের জনক, ইহাতে সন্দেহ নাই।

মণিবন্ধ্যাং তন্তুবায়াৎ গোপজাতেশ্চ সম্ভবঃ।

ইতি পরাশরপদ্ধতিঃ।

মণিবন্ধ-জাতীয় রমণীতে তন্তুবায় হইতে গোপজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

গোপগণের আদি পুরুষ তন্তুবায় এবং মণিবন্ধ জাতীয়া রমণী তাহাদের জননী। সদ্গোপগণেরও তাহাই। ইহারা জীবিকাবৃত্তির বিশুদ্ধতায় "সৎ" এই বিশেষণ প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র।

প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখা যায় যে, সদ্গোপজাতি উপনয়নাদি সংস্কার-হীন। এক মাস অশৌচ গ্রহণ করে এবং তাহাদের সমস্ত কার্য্যই শূদ্রবৎ; অতএব সদ্গোপজাতি শূদ্র।

"সদ্গোপসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, "সদ্গোপজাতি বৈশ্য।" গোস্বামী মহাশয়ের এ বাক্য সম্পূর্ণই অলীক, অপ্রামাণিক ও অসঙ্গত। যেহেতু তিনি প্রমাণ দেন যে—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

মনুসংহিতা।

অর্থ এই,—ক্ষত্রিয়জাতি ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপ হেতুক এবং ব্রাহ্মণ-গণের অদর্শন হেতুক বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু সমস্ত বৈশ্যজাতির, ব্রাহ্মণের অদর্শন ও ক্রিয়ালোপ সম্পূর্ণ অসম্ভব। দেখুন, ক্ষত্রিয়জাতি যদিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তথাপি কিয়দংশ হইতে পারে; কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই ও হইতে পারে না। তবে সমস্ত সদ্গোপ জাতিই একবারে নিঃশেষরূপে শূদ্র হইয়া গেল, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

আর সদ্গোপজাতি যদি বহুকাল ব্যাপিয়া শূদ্র হইয়া রহিয়াছে, তবে এক্ষণে তাহাদের বৈশ্যত্বাভিমান পরিত্যাগ করাই উচিত; কারণ, একবার শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলে, আর তাহাদের বৈশ্যত্বাদি হয় না। তবে বিশ্বামিত্রাদির কথা যে স্বতন্ত্র, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয় ভাল করিয়া দেখিবেন, উক্ত শ্লোক বৈশ্যের প্রতি কথিত হয় নাই; ক্ষত্রিয়জাতির প্রতিই উক্ত হইয়াছে।

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ।

মনুসংহিতা।

পৌণ্ড্রকাদি দেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা শূদ্রত্বমাপন্নাঃ ইতি কল্লূকভট্টকৃত টীকা।

আর সদ্গোপজাতির পূর্ব্বপুরুষ যে বৈশ্য, তাহার কোনও প্রমাণ নাই; যেহেতু সদ্গোপের নামের শেষে "গুপ্ত" এই পদ কথনই উক্ত হয় নাই। তবে একজন গোস্বামীর কথায় সদ্গোপজাতি আজি বৈশ্য হইতে পারে না। গোস্বামী মহাশয়ের বাক্য সকল অবগতি করিয়া একটি গল্প মনে পড়িল। তাহা সঙ্ক্ষেপে উক্ত হইতেছে।

এক পূজায় অজ বলিদান হইবে। এক চোটেই পাঁটা কাটিতে হইবে।

এক ব্যক্তি তিন চারি চোটেও পাঁটা কাটিতে পারিল না দেখিয়া, রক্ত-চন্দনের তিলকধারী অন্য এক ব্যক্তি তাহাকে তিরস্কার করিয়া হস্ত হইতে খাঁড়া কাড়িয়া লইল এবং কোমরে গামছা বাঁধিয়া গোটা দশ্ বার চোটাইয়া তাহাকে কহিল,—"তুই এই রোকে চোটা।"

গোস্বামী মহাশয়েরও সেরূপ। তিনি সদ্গোপজাতির বৈশ্যত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া কহিয়াছেন, শাস্ত্রে এই জাতির উল্লেখ নাই; অতএব ইহারা বৈশ্যজাতি। ইহা সভ্যসমাজের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না।

এইরূপে বিবিধ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, সদ্গোপজাতি বৈশ্য নহে,—শূদ্রজাতি। ইহা স্বীকার্য্য যে, সদ্গোপ ব্রাহ্মণাচার্য্য ও তাহার স্পৃষ্ট জলাদি ব্রাহ্মণের গ্রহণীয়।

সদ্গোপজাতির আচার ব্যবহার সাধারণতঃ সৎশূদ্রাদির ন্যায়।

বাঙ্গালা দেশে যাহাদিগকে চাষা কহে, তাহাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে যে শ্লোক ও বঙ্গীয় গাথা প্রচলিত আছে, তাহাতে তাহাদের আচার ব্যবহার উত্তম বলিয়া প্রতীত হয় না।

তবে ইহাদের আচারাদি ক্রমে ভাল হইতেছে। এই জাতি চেষ্টা করিলে উৎকৃষ্ট আচারাদি সম্পন্ন হইতে পারিবে, এরূপ বোধ হয়; কারণ ইহাদের বৃত্তি নির্দ্দোষ।—

এক্ষণে আমরা সমস্ত সঙ্কীর্ণ জাতি সম্বন্ধে মন্বাদি শাস্ত্রের মত প্রকটিত করিব।

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥

কল্লুকভট্টের টীকানুযায়ী অর্থ—পরিণীতা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎ-

পাদিত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে এবং ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয় কর্তৃক উৎপন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাতে বৈশ্যকর্ত্তৃক উৎপন্ন বৈশ্য হইবে; শূদ্রাতে শূদ্রকর্ত্তৃক উৎপন্ন শূদ্র হইবে। সবর্ণা পত্নীতে উৎপন্ন সন্তান ঐ ঐ বর্ণ হইবে। এইরূপ উক্তি থাকাতে অন্য পত্নীতে উৎপন্ন সন্তান, সেই বর্ণ হইবে না, ইহা নিশ্চিত হইল।

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥

স্ত্রীষ্বিতি—আনুলোম্যেনাব্যবহিতবর্ণজাতীয়াসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভির্যে উৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ। যথা—ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াম্। তান্ মাতুর্হীনজাতীয়ত্বদোষেণ, গর্হিতান্ পিতৃসদৃশান্-নতু পিতৃসজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ। পিতৃসদৃশগ্রহণং মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টাঃ জ্ঞেয়াঃ এতেষাঞ্চ নামানি মূর্দ্ধাবসিক্ত মাহিষকরণান্ যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিরুক্তানি। বৃত্তয়শ্চৈষাং ঔশনসোক্তা হস্ত্যশ্বরথশিক্ষাস্ত্র ধারণঞ্চ মূর্দ্ধাবসিক্তানাং নৃত্যগীতনক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষাচ মাহিষ্যাণাং, দ্বিজাতিশুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা দুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্র-করণানাম্।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে উৎপন্ন সন্তান, হীন মাতৃগর্ভ হইতে উৎপন্ন; এই হেতু মাতৃ হইতে উৎকৃষ্ট জাতি হইবে, ব্রাহ্মণাদির সমান ভাবাপন্ন জাতি হইবে না। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াতে জাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি হইবে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যজাতি সন্তান মাহিষ্য জাতি, বৈশ্যের শূদ্রাতে জাত সন্তান করণ জাতি হইবে। মূর্দ্ধাবসিক্তের বৃত্তি হস্তী অশ্ব রথ শিক্ষা ও অস্ত্র ধারণ; মাহিষ্যের বৃত্তি নৃত্যগান গণনা ও শস্য রক্ষা, পারশব উগ্রকরণ জাতির বৃত্তি তিন বর্ণের শুশ্রূষা, ধন ধান্যের অধ্যক্ষতা, নৃপসেবা, দুর্গ ও অন্তঃপুর রক্ষা।

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥

পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত সন্তানকে অম্বষ্ঠ বলা যায় এবং ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্রাতে জাত সন্তানকে নিষাদ বলে; ইহারাই পারশব শব্দে উক্ত হয়।

ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে॥

ক্ষত্রিয় হইতে পরিণীতা শূদ্রাতে উৎপন্ন সন্তান অতি ক্রূরচেষ্ট ও নিষ্ঠুর কর্ম্মরত, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রসম্বন্ধীয় শরীরবিশিষ্ট জীবকে উগ্রজাতি বলা যায়।

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ॥
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রাতে জাত এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রাতে উৎপন্ন, বৈশ্যের শূদ্রাতে উৎপন্ন এই ছয় সন্তান সবর্ণ পুত্র হইতে অপকৃষ্ট হয়েন।

ক্ষত্রিয়াদ্ বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥

ক্ষত্র হইতে বিপ্রকন্যাকে জাত সন্তানকে সূত বলা যায়। বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন পুত্রকে মাগধ জাতি বলা যায়। এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন সন্তানকে বৈদেহ জাতি বলে।

শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥

এক্ষণে প্রতিলোমজাত বর্ণসঙ্কর বর্ণন করিতেছেন। শূদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভজ সন্তানকে আয়োগব জাতি বলে। শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত সন্তানকে ক্ষত্তা; শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন সন্তান চণ্ডাল জাতি; ইহারা সমস্ত মনুষ্য হইতে অধম এবং বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়া ও বিপ্রাতে যে সন্তান হয়, ইহারা প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর জাতি।

একান্তরে ত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।
ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেঽপি জন্মনি॥

একান্তর ইতি—একান্তরেঽপি বর্ণে ব্রাহ্মনাদ্ বৈশ্যকন্যারাম্বষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়ামুগ্রঃ এতাবানুলোম্যেন যথা স্পর্শার্হৌ তদ্ বদেকান্তরে প্রতিলোমজননেঽপি শূদ্রাৎ ক্ষত্রিয়ানাং ক্ষত্তা, বৈশ্যাদ্ব্রাহ্মণ্যাং বৈদেহঃ এতাবপি স্পর্শাদিযোগ্যৌ বিজ্ঞেয়ৌ, একান্তরোৎপন্নয়োঃ স্পর্শাদ্যভ্যনুজ্ঞানাদর্থ্যান্তরোৎপন্নানাং স্থতমাগধায়োগবানাং স্পর্শাদিযোগ্যত্বং সিদ্ধং ভবতি অতশ্চাণ্ডাল এবৈকঃ প্রতিলোমজঃ স্পর্শাদৌ নিরস্যতে।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাতে জাত এবং ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তান আনুলোম্যে যেরূপ স্পর্শাদিযোগ্য হয়, এইরূপ প্রতিলোম্যে একজাতি ব্যবধানে অর্থাৎ শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন ক্ষত্তা এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত বৈদেহ, এই দুই জাতি স্পর্শাদিযোগ্য হইবে। ইহাতে এই স্থির হইল আনুলোম্যে একান্তরোৎপন্ন জাতিকে স্পর্শাদিযোগ্য বলায়, একান্তরোৎপন্ন মাগধ এবং আয়োগব নামক জাতিও

স্পর্শাদিযোগ্য ; কেবল চণ্ডালজাতি স্পর্শাদির উপযুক্ত সম্প্রদায় নহে।

পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥

পুত্র ইতি।—মাতৃদোষাদিতি হেতূপন্যাসাৎ অনন্তরগ্রহণমনন্তরবৎ একান্তরদ্ব্যন্তরপ্রদর্শনার্থম্। যে দ্বিজাতীনাম্ অনন্তরেকান্তরৈকান্তর-দ্ব্যন্তর-জাতিস্ত্রীষু আনুলোম্যেন উৎপন্নাঃ পূর্ব্বমুক্তাঃ পুত্রাঃ তান্ হীনজাতিমাতৃদোষাৎ মাতৃজাতি-ব্যপদেশ্যানাচক্ষতে। মাতাপিতৃব্যতিরিক্তসঙ্কীর্ণজাতিত্বেঽপি এষাং মাতৃজাতিব্যপদেশকথনং মাতৃজাতিসংস্কারাদিধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থম্।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে একান্তরজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি দ্ব্যন্তরজাত, অম্বষ্ঠ জাতি এবং ক্ষত্রিয় হইতে একান্তর দ্ব্যন্তর জাত সন্তান যদিও মাতৃদোষদুষ্ট, তথাপি মাতৃজাতির ন্যায় হয়। মাতৃজাতি উক্তি হেতু ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, ইহারা মাতৃজাতির সংস্কারের যোগ্য হইবে।

ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়ামায়োগব্যান্তু ধিগ্বণঃ॥

ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্যায় জাতা যে উগ্রা, উহাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত সন্তানকে আবৃত জাতি বলে। ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠ কন্যাতে জাত পুত্র আভীর এবং শূদ্র হইতে বৈশ্যকন্যায় জাত আয়োগবী, ঐ আয়োগবীতে ব্রাহ্মণ হইতে যে সন্তান, তাহারা ধিগ্বণ বলিয়া কথিত হয়।

জাতো নিষাদাৎ শূদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কসঃ।
শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যান্তু স বৈ কুক্কুটকঃ স্মৃতঃ॥

পূর্ব্বোক্ত নিষাদ নামক পুরুষ হইতে শূদ্রা স্ত্রীতে জাত, পুক্কস জাতি এবং নিষাদীতে শূদ্র হইতে উৎপন্ন কুক্কুটক জাতি হয়

ক্ষত্তুর্জাতস্তথোগ্রায়াং শ্বপাক ইতি কীর্ত্ত্যতে।
বৈদেহকেন ত্বম্বষ্ঠ্যামুৎপন্নো বেণ উচ্যতে॥

শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াজাত ক্ষত্তা, ঐ ক্ষত্তাপুরুষ হইতে উগ্র স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রকে শ্বপাক বলা যায়। বৈদেহক পুরুষ কর্ত্তৃক অম্বষ্ঠীতে উৎপাদিত সন্তানকে বেণ বলে।

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥

দ্বিজাতয় ইতি- দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু যান্ পুত্রানুৎপাদয়ন্তি, তে চেদুপনয়নাখ্যব্রতহীনা ভবন্তি, তদা তান্ অকৃতোপনয়নান্ ব্রাত্যা ইত্যনয়া সংজ্ঞয়া ব্যপদিশেৎ। অতঃ উদ্ধত্রয়োঽপ্যেতে ইত্যুক্তমপি ব্রাত্যলক্ষণং প্রতিলোমজপুত্রবদস্যাপি উপকারাক্ষমপুত্রত্বপ্রদর্শনার্থম্ অস্মিন্ সঙ্কীর্ণপ্রকরণে অনূদিতম্।

দ্বিজাতিরা পরিণীতা সবর্ণাস্ত্রীতে যে পুত্র উৎপাদন করে, উহারা যদি উপনয়ন-সংস্কার-বিহীন হয়, তবে ঐ সন্তানদিগকে ব্রাত্য বলা যায়। প্রতিলোমজ পুত্রের ন্যায় ঐ পুত্র কাজে অক্ষম। এই বলিবার জন্য প্রতিলোমজ পুত্রের মধ্যে কহিলেন।

ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ॥

ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে সবর্ণাস্ত্রীতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, ইহাকে ভূর্জকণ্টক জাতি বলা যায় এবং উহাদিগকে বিশেষ বিশেষ দেশে আবন্ত্য বাটধান পুষ্পধ ও শৈখ বলে।

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥

ক্ষত্রিয়াৎ ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াং ঝল্ল-মল্ল-নিবিচ্ছাবিনট-করণ-খসদ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে এতান্যপ্যেকস্যৈব নামানি।

ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণাস্ত্রীতে ঝল্ল মল্ল নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড় নামক পুত্র জন্মে ; দেশ ভেদে নাম ভেদমাত্র।

বৈশ্যাৎ তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারূষশ্চ বিজন্মাচ মৈত্রঃস্বাত্বত এব চ॥

ব্রাত্য বৈশ্য পুরুষ হইতে সবর্ণাস্ত্রীতে সুধন্বাচার্য্য, কারূষ বিজন্ম, মৈত্র, স্বাত্বত নামক জাতি জন্মে। একেরই এই সকল নাম।

ব্যভিচারেণ বর্ণানাং অবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥

ব্যভিচারেতি—ব্রাহ্মণাদিবর্ণানামন্যোন্যস্ত্রীগমনেন সগোত্রাদ্যবিবাহ্যবিবাহেন রূপ-স্ব উপনয়নাদিতঃ সংস্কারকর্ম্মত্যাগেন চ বর্ণসঙ্করো নাম জায়তে। অতো যুক্তমস্মিন্ প্রকরণে ব্রাত্যানামভিধানম্।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরস্পর স্ত্রীগমনে সগোত্রাদি অবিবাহ্য স্ত্রীবিবাহের উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগে বর্ণ-সঙ্কর জাতি ভাবাপন্ন হয়।

সঙ্কীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥

যে সকল বর্ণ-সঙ্কর প্রতিলোম ও অনুলোম দ্বারা জন্মে ঐ সকল সঙ্কর জাতিই ক্রমে বলিতেছি।

সূতো বৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এব চ॥

সূত, বৈদেহক, চণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্তা, আয়োগব, এই ছয়টি প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; বিশেষ কহিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলিলেন।

এতে ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু॥

এই ছয় সন্তান আপন আপন জাতীয় স্ত্রীতে এবং বৈশ্যা ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণী এই সকল উৎকৃষ্ট স্ত্রীতে ও অপকৃষ্ট শূদ্রাতে যে সন্তান উৎপাদন করে, উহারা সকলে মাতৃজাতি সদৃশ হয়। পিতা হইতে অপকৃষ্ট জাতি হয়, উৎকৃষ্ট জাতিয়া স্ত্রীতে অধম জাতি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধ মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন সন্তান শুদ্ধ মাতৃপিতৃ তুল্য জাতি হয়।

প্রতিকূলং বর্ত্তমানা বাহ্যা বাহ্যতরান্ পুনঃ।
হীনা হীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈব তু॥

শূদ্রজাত তিনটি আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল বাহ্যজাতি, চাতুর্বর্ণ স্ত্রীতে এবং স্ব স্ব জাতি স্ত্রীতে প্রত্যেকে যে সন্তান উৎপন্ন করে, তাহারা স্ব স্ব অপেক্ষা আরও অপকৃষ্ট হয়, যথা—আয়োগব প্রতিলোম। প্রতিলোম জাতি, চাতুর্বর্ণ স্ত্রীতে আয়োগবীতে আপন হইতে নিকৃষ্ট পাঁচ পুত্র উৎপন্ন করে এবং ক্ষত্তা ঐ রূপ চাতুর্বর্ণস্ত্রীতে এবং স্বজাতি স্ত্রীতে যে পাঁচ সন্তান উৎপন্ন করে, সেও আত্মাপেক্ষা অপকৃষ্ট জাতি হয়। ঐরূপ চণ্ডাল জাতি চাতুর্বর্ণ স্ত্রীতে এবং স্বজাতি স্ত্রীতে যে পাঁচ সন্তান উৎপাদন করে, তাহারা আপন অপেক্ষা অপকৃষ্ট জাতি হয়। এইরূপে আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল নামক বাহ্য তিন জাতি পনেরটি সন্তান উৎপাদন করে।

প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাসজীবনম্।
সৈরিন্ধ্রং বাগুরাবৃত্তিং সূতে দস্যুরয়োগবে॥

দস্যু নামক জাতি, শূদ্র কর্ত্তৃক বৈশ্যাতে উৎপন্ন ; আয়োগব স্ত্রীজাতিতে কেশ-রচনাদি কার্য্যক্ষম, উচ্ছিষ্টভক্ষণাদিদাসকর্ম্মরহিত, অঙ্গ সম্বাহনাদি-দাস-কর্ম্মজীবী এবং পাশবন্ধন দ্বারা মৃগবধজীবী, সৈরিন্ধ্র নামক সন্তান উৎপাদন করে।

মৈত্রেয়কন্তু বৈদেহো মাধূকং সম্প্রসূয়তে।
নৄন্ প্রশংসত্যজস্রং যো ঘণ্টাতাড়োঽরুণোদয়ে॥

বৈশ্য পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন বৈদেহ নামক জাতি পূর্ব্বোক্ত আয়োগবী স্ত্রীতে মৈত্রেয় নামক মধুরভাষী সন্তান উৎপন্ন করে। যে জাতি প্রাতঃকালে নৃপতি প্রভৃতি নরগণের স্তব করে।

নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥

ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে জাত নিষাদ নামক জাতি আয়োগবী স্ত্রীতে নৌকর্ম্মজীবী দাশ নামক সন্তান উৎপাদন করে ; উহাকেই আর্য্যাবর্ত্ত-নিবাসী মানবগণ, কৈবর্ত্ত জাতি বলে।

মৃতবস্ত্রভৃৎস্থ নারীষু গর্হিতান্নাশনাস্থ চ।
ভবন্ত্যায়োগবীষ্বেতে জাতিহীনাঃ পৃথক্ত্রয়ঃ॥

সৈরিন্ধ্র মৈত্রেয় আয়োগব নামক হীন জাতিত্রয় মৃতবস্ত্রপরিধানা, অতি ক্রূরা উচ্ছিষ্টভক্ষণকারিণী, আয়োগবী স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহারা পিতৃভেদে পৃথক্ ভিন্ন ভিন্ন জাতি হয়।

কারাবরো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।
বৈদেহিকাদন্ধ্রমেদৌ বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ৌ ॥

নিষাদ হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে জাত কারাবর নামক চর্ম্মচ্ছেদনকারী জাতি উৎপন্ন হয়। আর বৈদেহিক জাতি হইতে কারাবর অন্ধ্র জাতি উৎপন্ন হয় এবং নিষাদ স্ত্রীতে মেদ নামক জাতি জন্মে, উহারা গ্রামের বাহিরে বসতি করিবে।

চাণ্ডালাৎ পাণ্ডুসোপাকস্ত্বক্‌সার-ব্যবহারবান্।
আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে ॥

চণ্ডাল হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে বেণু ব্যবহারজীবী পাণ্ডুসোপাক নামক জাতি উৎপন্ন হয় এবং নিষাদ পুরুষ হইতে বৈদেহীতে আহিণ্ডিক নামক সন্তান জন্মে। কারাবর জাতি এবং আহিণ্ডিক পিতা মাতা এক হইলেও বৃত্তিভেদে ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

চণ্ডালেন তু সোপাকো মূলব্যসনবৃত্তিমান্।
পুক্কস্যাং জায়তে পাপঃ সদা সজ্জনগর্হিতঃ ॥

নিষাদ কর্ত্তৃক শূদ্রা স্ত্রীতে জাত যে পুক্কসী, তাহার গর্ভে চণ্ডাল কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান বধ্যবধবৃত্তি, সাধুবিগর্হিত, অতিশয় পাপাত্মা হয়, উহাকেই সোপাক জাতি বলে।

নিষাদস্ত্রী তু চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যানামপি গর্হিতম্ ॥

নিষাদী স্ত্রীতে চণ্ডাল হইতে অন্ত্যাবসায়ী নামক শ্মশানবাসী, শ্মশান-বৃত্তি চণ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট জাতি হয়। ইহারা এক্ষণে মুদ্দাফরাশ নামে বঙ্গে প্রসিদ্ধ আছে।

সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যা স্বকর্ম্মভিঃ॥

(টীকা) সঙ্কর ইতি—বর্ণসঙ্করবিষয়ে এতা জাতয়ো যস্তেয়ং জনয়িত্রী অয়ং।বা জনকঃ স এবংজাতীয়ো জাত ইত্যেবং পিতৃমাতৃকথনপূর্ব্বকং দর্শিতাঃ। তথা গূঢ়াঃ প্রকটা বা, তজ্জাত্যুদিতকর্ম্মানুষ্ঠানেন জ্ঞাতব্যাঃ॥

মাতা পিতার নাম নির্দ্দেশ করিয়া এই সকল জাতি ক'হলাম; যাহাদিগের মাতা পিতার নাম জানা যায় না, এরূপ গূঢ় বা প্রকাশ্য জাতির কর্ম্ম দ্বারা জাতির নির্ণয় করিয়া লইবে।

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥

সজাতিজেতি—দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াসু জাতাঃ তথানুলোম্যেনোৎপন্নাঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামেবং ষট্পুত্রাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ উপনেয়াঃ। তাননন্তরনায় ইতি যদুক্তাং তৎ তজ্জাতিব্যপদেশার্থং ন সংস্কারার্থমিতি কস্যচিদ্ভ্রমঃ স্যাৎ অত এবাং দ্বিজাতিসংস্কারার্থমিদং বচনং যে পুনরন্যে দ্বিজাত্যুৎপন্না অপি সূতাদয়ঃ প্রতিলোমজাস্তে শূদ্রধর্ম্মাণো নৈষামুপনয়নমস্তি।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তান ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াতে জাত সন্তান, বৈশ্যের বৈশ্যজাত সন্তান এই তিন এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন বৈশ্যাতে জাত এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন এই তিনটি এই এই ছয় সন্তান দ্বিজ ধর্ম্মী হয়, এ জন্য ইহারা উপনয়নাদি দ্বিজাতি-সংস্কার-যোগ্য হইবে। যাহারা প্রতিলোমজ দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন সূতাদি জাতি,উহারা শূদ্রধর্ম্মী হয়,অর্থাৎ উহাদিগের উপনয়ন সংস্কার নাই।

তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥

পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার জাতি তপস্যাপ্রভাবে বিশ্বামিত্রাদির ন্যায় জাত্যুৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং বক্ষ্যমাণ কারণে অপকর্ষও প্রাপ্ত হয়।

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

বক্ষ্যমাণ শ্লোকোক্ত যে সকল ক্ষত্রিয়, ইহারা ক্রমে ক্রমে উপনয়নাদি সংস্কারহীনতা প্রযুক্ত যাজন, অধ্যাপন ও প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদির দর্শনাভাবে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥

পৌণ্ড্রকা ইতি—পৌণ্ড্রকাদিদেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা শূদ্রত্বমাপন্নাঃ।

পৌণ্ড্রকাদি দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়গণ ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইল যে, অন্যদেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়াদির ক্রিয়ালোপ ঘটিলে তাহারাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥

মুখেতি—ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ো-বাহ্যা জাতা ম্লেচ্ছভাষাযুক্তা আর্য্যভাষোপেতাঃ বা তে সর্ব্বে দস্যবঃ স্মৃতাঃ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রাদি যে সকল জাতি ক্রিয়ালোপাদি দোষে বাহ্যজাতি ভাবা-পন্ন হয়, উহারা ম্লেচ্ছভাষী বা আর্য্যভাষী হউক, উহাদিগকে দস্যু বলা হয়।

যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্বর্ত্তয়েয়ু র্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥

য ইতি—যে দ্বিজানামানুলোম্যেন উৎপন্নাঃ যড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতা ইতি তেষামপি পিতৃতো জঘন্যত্বেনাপসদশব্দেন প্রাগভিধানাৎ যে চাপধ্বংসজাঃ প্রতিলোমজাস্তে দ্বিজাত্যুপকারকৈরেব নিন্দিতৈবর্ক্ষ্যমাণৈঃ কর্ম্মভির্জীবেয়ুঃ।

যাহারা আনুলোম্যে দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন, উহাদিগকে অপসদ বলা যায় এবং যাহারা প্রাতিলোম্যে উৎপন্ন, উহাদিগকে অপধ্বংসজ বলা যায়। ঐ উভয় প্রকার জাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির উপকারক গর্হিত কর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে।

সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্পথঃ।

পূর্ব্বোক্ত সূতজাতির অশ্বসারথ্যবৃত্তি, অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি, বৈদেহক জাতির অন্তঃপুররক্ষাবৃত্তি, মাগধজাতির স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্যবৃত্তি।

মৎস্যাঘাতো নিষাদানাং ত্বষ্টিস্ত্বায়োগবস্য চ।
মেদান্ধ্রচুঞ্চুমদ্গূনামারণ্যপশুহিংসনম্॥

টীকা—মৎস্যেতি নিষাদানামুক্তানাং মৎস্যবধঃ, আয়োগবস্য কাষ্ঠতক্ষণম।

মেদান্ধ্র চুঞ্চুমদ্গূনামারণ্যপশুমারণম্। চুঞ্চুঃ মদ্গুশ্চ বৈদেহকবন্দিস্ত্রিয়োঃ ব্রাহ্মণেন জাতৌ বৌধায়নেন উক্তৌ বোদ্ধব্যৌ বন্দিস্ত্রী চ ক্ষত্রিয়েণ শূদ্রায়াং জাতা তদুক্তৈব গ্রাহ্যা।

নিষাদগণের মৎস্যমারণ, আয়োগব জাতির কাষ্ঠতক্ষণ, ব্রাহ্মণ হইতে বৈদেহক স্ত্রীতে জাত চুঞ্চু নামক জাতি এবং ব্রাহ্মণ হইতে বন্দী স্ত্রীতে উৎপন্ন জাতির এবং মেদ জাতি ও অন্ধ্র জাতির আরণ্য পশুহিংসা বৃত্তি জানিবে। ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাতে জাত বন্দী স্ত্রী জানিবে।

ক্ষত্তূগ্রপুক্কসানান্তু বিলৌকোবধবন্ধনম্।
ধিগ্বণানাং চর্ম্মকার্য্যং বেণানাং ভাণ্ডবাদনম্॥

ক্ষত্তূগ্রেতি—ক্ষত্রাদীনাং বিলনিবাসিগোধাদিবন্ধনং ধিগ্বণানাং চর্ম্মকরণং তদ্বিক্রয়শ্চ। চর্ম্মকরণং তদ্বিক্রয়শ্চ জীবনং ধিগ্বাণানামিত্যোশনসদর্শনাৎ। অতএব কারাবরেভ্যঃ এষাং বৃত্তিভেদঃ। বেণানাং কাংস্যমুরজাদিবাদ্যভাণ্ডবাদনম্।

ক্ষত্র উগ্র ও পুক্কস জাতির বিলমধ্যে গোধাদির বধ ও বন্ধন বৃত্তি হয়, ধিগ্বণ জাতির চর্ম্মনির্ম্মাণ বৃত্তি, বেণজাতির কাংস্যাদি বাদ্যবৃত্তি।

চৈত্যদ্রুমশ্মশানেষু শৈলেষূপবনেষু চ।
বসেয়ুরেতে বিজ্ঞানা বর্ত্তয়ন্তঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥

গ্রামাদির সমীপে যে প্রধান বৃক্ষ থাকে, উহার নাম চৈত্য। উহার মূলে বা শ্মশানে অথবা পর্ব্বতের সমীপে, উপবনের নিকট ইহারা বাস করিবে।

চণ্ডালশ্বপচানান্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভম্॥

বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ ॥

চণ্ডালেতি বাসাংসীতি।—প্রতিশ্রয়ো নিবাসঃ চণ্ডালশ্বপাকানান্তু গ্রামাদ্ বহির্নিবাসঃ স্যাৎ। পাত্ররহিতাঃ কর্ত্তব্যাঃ। যত্র লোহাদিপাত্রে তৈর্ভুক্তং তৎ সংস্কৃত্যাপি ন ব্যবহর্ত্তব্যং, ধনঞ্চৈষাং কুকুরখরং ন বৃষভাদি। বাসাংসি চ শববস্ত্রাণি, ভিন্নশরাবাদিষু চ ভোজনং লৌহবলয়াদি চালংকরণং সর্ব্বদা ভ্রমণশীলত্বঞ্চ।

চণ্ডাল এবং চণ্ডাল বিশেষ যে শ্বপচ জাতি, ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করিবে। ইহাদিগকে জলপত্রাদি রহিত করিতে হইবে; কেননা, ইহারা পাত্রাদি মার্জ্জন করিলেও তাহা পরিশুদ্ধ হয় না; কুকুর ও গর্দ্দভ ইহাদের ধন; ইহারা মড়ার কাপড় পরিধান, ভগ্নপাত্রে ভোজন ও লৌহের অলঙ্কার ধারণ করে। ইহারা সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া থাকে, একস্থানে থাকে না।

ন তৈঃ সময়মন্বিচ্ছেৎ পুরুষো ধর্ম্মমাচরণ্।
ব্যবহারো মিথস্তেষাং বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ ॥

ন তৈরিতি—ধর্ম্মানুষ্ঠানসময়ে চণ্ডালশ্বপাকৈঃ সহ দর্শনাদিব্যবহারং ন কুর্য্যাৎ। তেষাঞ্চ ঋণদানাদিগ্রহণাদিব্যবহারো বিবাহশ্চ সমানজাতীয়ৈঃ সহ অন্যোন্যং স্যাৎ।

সাধুরা যখন বৈধকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিবেন, তখন ইহাদিগকে দর্শনাদি করিবেন না; উহারা স্বজাতির নিকট ঋণদানাদি ব্যবহার করিবে, ভদ্রলোকগণের সহিত ঋণদানাদি ব্যবহার করিতে পারিবে না; ইহাদিগের বিবাহ স্বজাতিতেই হইবে।

বধ্যাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথাশাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।
বধ্যবাসাংসি গৃহ্লীয়ুঃ শয্যাশ্চাভরণানি চ ॥

রাজদণ্ডে যাহারা বধ্য, উহারা তাহাদিগকে শূলারোপণাদি দ্বারা বধ করিবে এবং ঐ বধ্যের বস্ত্র শয্যা ও অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিবে।

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ॥

বর্ণবহির্ভূত সঙ্করজাতি, কিন্তু কিরূপ সঙ্কর বিশেষ রূপে বিদিত বা নিশ্চিত নহে, এমন ব্যক্তির বক্ষ্যমাণ প্রকারে জাতি নির্ণয় করিবে।

অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্॥

নিষ্ঠুর ও পরুষভাষিত্ব হিংস্রতা বৈধকর্ম্মের অননুষ্ঠান এই সকল কর্ম্ম ইহলোকে ব্যক্তিদিগকে নিন্দিতযোনিজ জাতি বলিয়া প্রকাশ করিয়া দেয়।

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্য্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥

যে নিন্দিত জাতি হয়, সে পিতার দুষ্টস্বভাব বা মাতার দুষ্ট স্বভাব ভজনা করে বা পিতা মাতা উভয়েরই স্বভাব ভজন করে; ইহা চেষ্টা করিয়াও গোপনে রাখিতে পারে না।

কুলে মুখ্যেঽপি জাতস্য যস্য স্যাদ্ যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপি বা বহু॥

মহৎ কুলে জাত ব্যক্তিও যদি মাতার ব্যভিচার দোষে যোনিসঙ্কর জাত হয়, তবে সে অল্প বা বহুল ভাবে জনকের স্বভাব আশ্রয় করে, গোপন করিতে পারে না।

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাযুগাৎ ॥

বিবাহিতা শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতা পারশবনাম্নী কন্যা, ঐ কন্যাকে যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে, তদ্দারা উহাতে উৎপন্না কন্যা যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে, উহাতে জাতা যে কন্যা, তাহাকে অপর ব্রাহ্মণ যদি আবার বিবাহ করে, এইরূপে ক্রমান্বয়ে সপ্তম জন্ম পয্যন্ত ঐ পারশবাখ্য বর্ণ বীজের উৎকর্ষ জন্য ব্রাহ্মণ হইয়া উঠে।

মোদকঃ সচ শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়াজ্জাতঃ।

স্মৃতিঃ।

মোদক (ময়রাজাতি) শূদ্রাগর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহারা পদ্মপুরাণাদির মতে বর্ণসঙ্কর।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অহোঽধুনা ত্বমেবাত্র ঘৃতাচি সুমনোহরে।
মা মাং স্মরসি রম্ভোরু বিশ্বকর্ম্মাহমেব চ ॥
শাপমোক্ষং করিষ্যামি ভজ মাং সুরসুন্দরি।
ত্বৎকৃতে হি দহত্যেব মনো মে স চ মন্মথঃ ॥

দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা এক দিবস দ্বিজবেশ ধারণ করিয়া উত্তম তিথিযোগে গঙ্গাস্নানে গমনপূর্ব্বক শাপভ্রষ্টা ঘৃতাচী অপ্সরাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, অহো ঘৃতাচি সুন্দরি! তুমি এখানে আগমন করিয়াছ, তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? হে মনোহরে! আমি বিশ্বকর্ম্মা। হে সুর-সুন্দরি! আমি তোমার শাপমোচন করি, তুমি আমাকে ভজনা কর। হে সুন্দরি! তোমার নিমিত্ত আমার মন, মদনানলে দগ্ধ হইতেছে।

দ্বিজস্য বচনং শ্রুত্বা ঘৃতাচী নররূপিণী।
উবাচ মধুরং শান্তং নীতিযুক্তং পরং বচঃ ॥

মানুষরূপিণী ঘৃতাচী বিশ্বকর্ম্মার বাক্য শ্রবণানন্তর নীতিযুক্ত সুশান্ত মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন।

অপ্সরা উবাচ।

তদ্দিনে কামকান্তাহং অধুনা চ তপস্বিনী।
কথং দাস্যামি শৃঙ্গারং গঙ্গাতীরে চ ভারতে ॥
বিশ্বকর্ম্মন্নিদং পুণ্যকর্ম্মক্ষেত্রঞ্চ ভারতম্।
অত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম ভোগোঽন্যত্র শুভাশুভম্ ॥
ধর্ম্মী, মোক্ষকৃতে জন্ম সংলভ্য তপসঃ ফলাৎ।
নির্ব্বন্ধং কুরুতে কর্ম্ম মোহিতো বিষ্ণুমায়য়া।
মায়া নারায়ণী সেনা পরিতুষ্টা চ যং ভবেৎ।
তস্মৈ দদাতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিং তত্র যদীপ্সিতম্ ॥
যো মূঢ়ো বিষয়াসক্তো লব্ধ্বা জন্ম চ ভারতে।
জহাতি সুকৃতিং সর্ব্বাং স মুগ্ধো বিষ্ণুমায়য়া ॥
সর্ব্বং স্মরামি দেবাহমহো জাতিস্মরা পুরা।
ঘৃতাচী সুরবেশ্যাহমধুনা গোপকন্যকা ॥
তপঃ করোমি মোক্ষার্থং গঙ্গাতীরে সুপুণ্যদে।
নাত্র স্থলঞ্চ ক্রীড়ায়াঃ স্থিরস্ত্বং ভব কামুক ॥
অন্যত্র কৃতপাপঞ্চ গঙ্গায়াঞ্চ বিনশ্যতি।
গঙ্গাতীরে কৃতং পাপং সদ্যো লক্ষগুণং ভবেৎ ॥

অত্র নারায়ণক্ষেত্রে তপস্যা চ বিনশ্যতি।
এবং চ কামতঃ কৃপা নিবৃত্তো ভব কামুকঃ॥

হে বিশ্বকর্ম্মন্! আমি তৎকালে কামকান্তা (অভিলষিত কামপ্রদা কামিনী) ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তপস্বিনী হইয়াছি। কিরূপে এই ভারত-ভূতলে গঙ্গাতীরে তোমারে রতি প্রদান করিব। এই ভারত ক্ষেত্র পুণ্য-ক্ষেত্র; এখানে যে যে পুণ্য বা পাপকর্ম্ম করা যায়, অন্যত্র অর্থাৎ পরকালে অবশ্যই তাহার ভোগ হইয়া থাকে। ধর্ম্মচারী নরকর্ম্মিগণ তপঃফলে মোক্ষ লাভ করিবার নিমিত্তই জন্মলাভ করিয়া এবং বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া বিধিনির্ব্বন্ধ কর্ম্ম করিতে থাকে। মায়া, নারায়ণী সেনা, তিনি যাহার প্রতি পরিতুষ্ট হন, তাহাকেই কৃষ্ণভক্তি ও ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করেন। যে মূঢ় ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, সকল সৎকার্য্য পরিহারপূর্ব্বক বিষয়ে আসক্ত হয়, সে বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ। হে বিশ্বকর্ম্মন্। আমি জাতিস্মরা, আমার সকলি স্মরণ হইতেছে। আমি পূর্ব্বে ঘৃতাচী নামে অপ্সরা ছিলাম; এক্ষণে গোপকন্যকা হইয়া শাপমোচনার্থ পুণ্যপ্রদ গঙ্গাতীরে তপশ্চরণ করিতেছি। হে কামুক! এখানে ক্রীড়ার স্থল নাই, অতএব স্থির হও। অন্যত্র পাপ করিলে তাহা গঙ্গায় বিনাশ পায়, কিন্তু গঙ্গাতীরে পাপ করিলে তাহা তৎ-ক্ষণাৎ লক্ষ গুণ হইয়া উঠে। ইহা নারায়ণক্ষেত্র, তপস্যারই উপযুক্ত; কামবশে এখানে এরূপ কার্য্য করিও না, নিবৃত্ত হও।

ঘৃতাচীবচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মা নরাকৃতিঃ।
জগাম তাং গৃহীত্বা চ মলয়ং চন্দনাচলম্॥
বনে চ মলয়দ্রুণাং পুষ্পতল্পে মনোহরে।
পুষ্পচন্দন-বাতেন সন্ততং সুরভীকৃতে॥

চকার সুখসম্ভোগং তয়া সহ সুনির্জ্জনে।
পূর্ণং দ্বাদশবর্ষঞ্চ রময়েদ্‌রজনীদিবা ॥
বভূব গর্ভঃ কামিন্যাঃ পরিপূর্ণঃ সুদুর্ব্বহঃ।
সুষুবে সা চ তত্রৈব পুত্রানষ্টৌ মনোহরান্‌ ॥
কৃতিশিক্ষিতশিল্পাংশ্চ জ্ঞানযুক্তাংশ্চ শৌনক।
পূর্ব্বপ্রাক্তনতো যোগ্যান্‌ বলযুক্তান্‌ বিচক্ষণান্‌ ॥

ঘৃতাচীর বচন শ্রবণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা নরাকার ধারণপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া চন্দনবনান্বিত মলয়াচলে গমন করিলেন। পুষ্পচন্দন-সমীরণে নিয়ত সুরভীকৃত মলয়াচলের সুনির্জ্জন বনে মনোহর পুষ্পতল্পোপরি তাহার সহিত সুখসম্ভোগ করিলেন। পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর দিবস-রজনী রমণীর সহিত সহবাস করিলে, কামিনীর গর্ভ হইয়া ক্রমে পরিপূর্ণ ও সুদুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। ঘৃতাচী সেই স্থানে মনোহর অষ্ট পুত্র প্রসব করিলেন। হে শৌনক! তাহারা সকলেই পূর্ব্বপ্রাক্তনবলে বলশালী, শিক্ষিত শিল্পী, কৃতী, যোগ্য, জ্ঞানযুক্ত ও বিচক্ষণ হইল।

মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকান্‌।
কুম্ভকার-সূত্রধর-স্বর্ণচিত্রকরাং স্তথা।
তৌ চ তেভ্যো বরং দত্ত্বা তান্‌ সংস্থাপ্য মহীতলে।
মানবীতনুমুৎসৃজ্য জগাম নিজমন্দিরম্‌ ॥

উক্ত অষ্টজন অষ্ট জাতি হইল,—যথা—মালাকার কর্ম্মকার, শঙ্খকার কুবিন্দক (তন্তুবায়), কুম্ভকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার ও চিত্রকর।

বিশ্বকর্ম্মা ও ঘৃতাচী তাহাদিগকে বরদানপূর্ব্বক মহীতলে সংস্থাপিত করিয়া মানবীতনু পরিহারপূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

স্বর্ণকারঃ স্বর্ণচৌর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তম।
বভূব পতিতঃ সদ্যো ব্রহ্মশাপেন কর্ম্মণা॥

হে দ্বিজোত্তম! স্বর্ণকার ব্রাহ্মণের স্বর্ণচৌর্য্যহেতুক ব্রহ্মশাপ দ্বারা সদ্যই পতিত হইল।

সূত্রধরো দ্বিজানান্তু শাপেন পতিতো ভুবি।
শীঘ্রঞ্চ যজ্ঞকাষ্ঠানি ন দদৌ তেন হেতুনা॥

সূত্রধর ব্রাহ্মণকে শীঘ্র যজ্ঞকাষ্ঠ প্রদান করিব বলিয়া বিলম্ব করিয়াছিল, সেই হেতু ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়া রহিল।

ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ॥

চিত্রকর চিত্রের ব্যতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণের কোপ জন্মাইয়াছিল, তদ্ধেতু ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া পতিত হইল।

কশ্চিদ্বণিগ্‌বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ।
স্বর্ণচৌর্য্যাদিদোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ॥

কোনও বণিগ্‌বিশেষ স্বর্ণকারের সংসর্গে স্বর্ণচৌর্য্যাদি দোষগ্রস্ত হয়; সেই দোষে ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়া সুবর্ণবণিক নামে বিখ্যাত হইল।

অন্যান্য সঙ্করজাতির বিবরণ কহিতেছেন; যথা—

কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্য্যতঃ।
বভূবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ॥

কুলটা শূদ্রাগর্ভে চিত্রকরের ঔরসে অট্টালিকাকার জাতি উৎপন্ন হয়। তাহারা জারদোষে পতিত হইল।

অট্টালিকাকারবীর্য্যাৎ কুম্ভকারস্থ যোষিতঃ।
বভূব কোটকঃ সদ্যঃ পতিতো গৃহকারকঃ ॥

অট্টালিকাকারের বীর্য্যে কুম্ভকার-কামিনীর গর্ভে কোটক জাতি উৎপন্ন হইল; উহারাই পতিত গৃহকারক জাতি।

কুম্ভকারস্থ বীর্য্যেণ সদ্যঃ কোটক যোষিতঃ।
বভূব তৈলকারশ্চ কুটিলঃ পতিতো ভুবি ॥

কোটক রমণীর গর্ভে কুম্ভকারের ঔরসে কুটিল ও জন্মদোষে পতিত তৈলকার জাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

সদ্যঃ ক্ষত্রিয়বীর্য্যেণ রাজপুত্রস্থ যোষিতঃ।
বভূব তীবর শ্চৈব পতিতো জারদোষতঃ ॥

রাজপুত রমণীর গর্ভে ক্ষত্রবীর্য্যে তীবর জাতির উৎপত্তি হয়, সে জারদোষে উৎপত্তিমাত্রেই পতিত হইল।

তীবরস্থ তু বীর্য্যেণ তৈলকারস্য যোষিতঃ।
বভূব পতিতো দস্যুর্লেটশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

তৈলকার কামিনীর গর্ভে তীবর বীর্য্যে জন্মদোষে পতিত দস্যু-লেট জাতির উৎপত্তি হয়।

লেটাৎ তীবরকন্যায়াং জায়ন্তে ষট্চ জাতয়ঃ।
মালো মল্লো মাতবশ্চ ভড়ঃ কোলঃ কলন্দরঃ ॥

তীবরকন্যায় লেটবীর্য্যে ক্রমে মাল, মল্ল, মাতব, ভড়, কোল ও কলন্দর এই ছয় পতিত জাতি জন্ম গ্রহণ করে।

ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিতো জারদোষতঃ।
সদ্যো বভূব চণ্ডালঃ সর্ব্বাধমঃ সদাশুচিঃ ॥

শূদ্রবীর্য্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জারদোষে পতিত সর্ব্বদা অশুচি, সকলের অধম চণ্ডাল জাতি উৎপন্ন হইল।

তীবরেণ চ চাণ্ডাল্যাং চর্ম্মকারো বভূব হ।
চর্ম্মকারাচ্চ চাণ্ডাল্যাং সংচ্ছেদী চ বভূব হ॥

তীবরকর্ত্তৃক চাণ্ডালীতে চর্ম্মকার এবং চর্ম্মকার হইতে চাণ্ডালীতে সংচ্ছেদী জাতি উৎপন্ন হইল।

মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কোচস্ত্রিয়াস্তু কৈবর্ত্তাৎ কাণ্ডারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

তীবরকর্ত্তৃক মাংসচ্ছেদী স্ত্রীতে কোচ জাতির এবং কৈবর্ত্ত হইতে কোচ স্ত্রীতে কাণ্ডার জাতির উৎপত্তি হয়।

সদ্যশ্চাণ্ডালকন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক।
বভূবতুশ্চ দ্বৌ পুত্রৌ দুষ্টৌ হড্ডিডোমৌ তথা॥

লেট জাতি চাণ্ডালকন্যায় দুষ্টশীল পুত্রদ্বয় উৎপাদন করে; প্রথম হাডডি (হাড়ি) এবং দ্বিতীয় পুত্র ডোম জাতি হইল।

ক্রমেণ হড্ডিকন্যায়াং সদ্যশ্চাণ্ডালবীর্য্যতঃ।
বভূবুঃ পঞ্চপুত্রাশ্চ দুষ্টা বনচরাশ্চ তে॥

ক্রমে চণ্ডালবীর্য্যে হড্ডিকন্যায় দুষ্ট পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হইল, তাহারা বনচর।

লেটাৎ তীবরকন্যায়াং তপোধন মহামুনে।
বভূব সদ্যো জাবালো গঙ্গাপুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

তীবরকন্যায় লেটের ঔরসে জাবাল জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারা গঙ্গাপুত্র নামে বিখ্যাত।

গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ।
বভূব বেশধারী চ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ॥

বেশধারীর ঔরসে গঙ্গাপুত্রের কন্যায় বেশধারী পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহারা জগতীতলে যুঙ্গী নামে বিখ্যাত হইয়া থাকে।

বৈশ্যাৎ তীবরকন্যায়াং সদ্যঃ শুণ্ডী বভূব হ।
শুণ্ডীযোষিতি বৈশ্যাৎ তু পৌণ্ড্রকশ্চ বভূব হ॥

তীবরকন্যায় বৈশ্যবীর্য্যে শুণ্ডী জাতির এবং বৈশ্য হইতে শুণ্ডীকন্যায় পৌণ্ড্রক জাতির উৎপত্তি হইল।

ক্ষত্রাৎ করণকন্যায়াং রাজপুত্রো বভূব হ।
রাজপুত্র্যাস্তু করণাদাগুরীতি প্রকীর্ত্তিতঃ॥

করণ অর্থাৎ কায়স্থকন্যায় ক্ষত্রবীর্য্যে রাজপুত্র জাতি জন্মগ্রহণ করে; করণবীর্য্যে রাজপুত্রীর উদরে আগুরী জাতির উৎপত্তি হয়।

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবর-সংসর্গাদ্ধীবরঃ পতিতো ভুবি॥

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে কৈবর্ত্তজাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কলিকালে তীবরসংসর্গে ধীবর জাতি পতিত, উহারা মৎসধারণে জীবিকানির্ব্বাহ করে।

তীবর্য্যাং ধীবরাৎ পুত্রো বভূব রজকঃ স্মৃতঃ।
রজক্যাং তীবরাচ্চৈব কোদানীতি বভূব হ॥

ধীবরৌরসে তীবরীগর্ভে রজক-পুত্র উৎপন্ন হয়। রজকস্ত্রীতে তীবর-পুরুষ কোদানী জাতির উৎপাদন করিয়াছে।

নাপিতাদ্ গোপকন্যায়াং সর্ব্বস্বী তস্য যোষিতঃ।

ক্ষত্রাদ্ বভূব ব্যাধশ্চ বলবান্ মৃগহিংসকঃ॥

নাপিত পুরুষ হইতে গোপকন্যায় সর্ব্বস্বী জাতির উৎপত্তি হয়; সর্ব্বস্বী স্ত্রীতে ক্ষত্রিয় পুরুষ বলবান্ মৃগহিংসক ব্যাধ জাতির উৎপত্তি করিয়াছে।

তীবরাৎ শুণ্ডিকন্যায়াং বভূবুঃ সপ্ত পুত্রকাঃ।

তে কলৌ হড্‌ডিসংসর্গাৎ বভূব দস্যবঃ সদা॥

তীবর হইতে শুণ্ডিকন্যায় সপ্ত পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহারা কলিকালে হড্‌ডিসংসর্গে দস্যুজাতি হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ্যামৃষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথমবাসরে।

কুৎসিতে চোদরে জাতঃ কূদরস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

তদৌশচং বিপ্রতুল্যং পতিতো ঋতুদোষতঃ।

সদ্যঃ কোটকসংসর্গাদধমো জগতীতলে॥

ঋতুর প্রথম দিনে ব্রাহ্মণীতে ঋষিবীর্য্য হইতে কূদরজাতির উৎপত্তি হয়। কুৎসিত উদরে অর্থাৎ ঋতুর প্রথম দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কূদর শব্দে অভিহিত হয়। বিপ্রজাত বলিয়া তাহাদের বিপ্রতুল্য অশৌচ হয়। কিন্তু তাহারা জারদোষে পতিত এবং কোটক সংসর্গহেতুক অধম হইয়া পৃথিবীতলে বাস করিতেছে।

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়ামৃতোঃ প্রথমবাসরে।

জাতঃ পুত্রো মহাদস্যুর্ব্বলবাংশ্চ ধনুর্দ্ধরঃ॥

চকার বাগতীতঞ্চ ক্ষত্রিয়াদ্‌বারিতস্তু যঃ।

তেন জাত্যা সপুত্রশ্চ বাগতীতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ঋতুর প্রথম দিবসে বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে ক্ষত্রবীর্য্যে বলবান্ ধনুর্দ্ধর এক মহাদস্যু পুত্র উৎপন্ন হয়; মুনিগণ তাহাকে ক্ষত্রিয় হইতে বারিত করিয়া বাগতীত জাতি করিয়াছেন। সেই হেতু ঐ পুত্র বাগতীত জাতি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

ক্ষত্রবীর্য্যেণ শূদ্রায়ামৃত্যুদোষেণ পাপতঃ।
বলবন্তো দুরন্তাশ্চ বভূবুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥
অবিদ্ধকর্ণা ক্রূরাশ্চ নির্ভয়া বলদুর্জ্জয়াঃ।
শৌচাচারবিহীনাশ্চ দুর্দ্ধর্ষা ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ॥

ক্ষত্রিয়বীর্য্য হইতে শূদ্রাগর্ভে ঋতুদোষহেতু পাপসংস্পৃক্ত হইয়া দুরন্ত, বলবান্ ম্লেচ্ছজাতি সকল উৎপন্ন হয়। তাহাদের কর্ণবেধ হয় না. তাহারা ক্রূর, নির্ভয়, বলে দুর্জ্জয়, শৌচাচার বিহীন, দুর্দ্ধর্ষ ও ধর্ম্মবর্জ্জিত।

ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলজাতির্বভূব হ।
জোলাৎ কুবিন্দকন্যায়াং সরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

তন্তুবায়ের কন্যায় ম্লেচ্ছবীর্য্য হইতে জোল জাতির উৎপত্তি হয়। জোল হইতে তন্তুবায়ের কন্যায় সারক জাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

বর্ণসঙ্করদোষেণ বহবঃ সন্তি জাতয়ঃ।
তাসাং নামানি সংখ্যাশ্চ কো বা বক্তুং ক্ষমো দ্বিজ॥

হে দ্বিজবর! বর্ণসঙ্করের দোষে বহুতর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তাহাদের নাম ও সংখ্যা কে বলিতে সমর্থ হয়।

বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ॥

তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং তে ব্যালগ্রাহিণো ভুবি॥

বিপ্রকন্যায় অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক বৈদ্যজাতি উৎপন্ন হয়। বৈদ্যবীর্য্যে শূদ্রাতে বহুজাতির উৎপত্তি হয়। তাহারা গ্রাম্যগুণজ্ঞ এবং মন্ত্রৌষধবেদী। তাহাদের বীর্য্যে শূদ্রকন্যায় ব্যালগ্রাহী (বেদে) জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

বিপ্রশ্চ জ্যোতির্গণনাদ্‌বেতনাচ্চ নিরন্তরম্।
বেদধর্ম্ম-পরিত্যক্তো বভূব গণকো ভুবি॥

কোনও বিপ্র নিরন্তর জ্যোতিষ গণনা ও বেতন গ্রহণ করিয়া বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ভূতলে গণকজাতি (দৈবজ্ঞ) হইয়া বাস করিতে লাগিল।

লোভী বিপ্রশ্চ শূদ্রাণামগ্রে দানং গৃহীতবান্।
গ্রহণান্মৃতদানানাম্ অগ্রদানী বভূব সঃ॥

লোভী বিপ্র অগ্রে শূদ্রগণের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, শূদ্রগণের মৃত-দান গ্রহণ হেতু সে অগ্রদানী জাতি হইয়াছে।

কশ্চিৎ পুমান্ ব্রহ্মযজ্ঞে যজ্ঞকুণ্ডাৎ সমুত্থিতঃ।
স সূতো ধর্ম্মবক্তাচ মৎপূর্ব্বপুরুষঃ স্মৃতঃ॥
পুরাণং পাঠয়ামাস তঞ্চ ব্রহ্মা কৃপানিধিঃ।
পুরাণবক্তা স তস্য যজ্ঞকুণ্ডাৎ সমুদ্ভবঃ॥

ব্রহ্মার যজ্ঞে যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক পুরুষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সূত কহে। তিনি ধর্ম্মবক্তা এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। কৃপানিধি ব্রহ্মা তাঁহাকে পুরাণ পাঠ করাইয়াছিলেন। তিনি পুরাণবক্তা; যজ্ঞকুণ্ড হইতে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছে।

বৈশ্যায়াং সূতবীর্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ।
স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ ॥

সূতবীর্য্যে বৈশ্যাগর্ভে এক পুরুষ উৎপন্ন হয় ; সে বাচাল এবং সকলের স্তুতিপাঠক ; তাহাকে ভট্ট (ভাট) কহে।

এই আমি তোমাকে পৃথিবীতে জাতিনির্ণয়ের বিষয় কিঞ্চিৎ কহিলাম ; বর্ণসঙ্করদোষে অন্য বহুতর জাতি পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পরশুরামসংহিতায় জাতিবিষয়ে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, অতঃপর তৎসমুদায় উক্ত হইতেছে।

প্রজাপতি-মুখাজ্জাতা আদৌ বিপ্রাঃ সবেদকাঃ।
করাচ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্ব্বৈশ্যা স্তথৈবচ ॥
পাদাৎ শূদ্রাশ্চ সংভূতা স্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ।
সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥

প্রজাপতির মুখ হইতে প্রথমে বেদসহিত ব্রাহ্মণগণের, এবং তাঁহার কর হইতে ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি হইয়াছে। সত্য ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে এই চারি বর্ণ বিদ্যমান ছিল।

ষট্‌ত্রিংশজ্জাতয়ঃ শূদ্রাঃ কলিকালে কিলাভবন্।
ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভূত্বা মাসিকো ব্রাহ্মণোঽভবৎ ॥

কলিকালে ষট্‌ত্রিংশৎ শূদ্রজাতি উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া মাসিক ব্রাহ্মণ হইল।

শাকদ্বীপাৎ সুপর্ণেন আনীতো দ্বিজপুঙ্গবঃ।
শাকদ্বীপীতি বিখ্যাতো জম্বুদ্বীপে বভূব হ ॥

পক্ষিরাজ গরুড় শাকদ্বীপ হইতে একটি দ্বিজবরকে আনয়ন করিয়াছিলেন ; তিনি জম্বুদ্বীপে শাকদ্বীপী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

সচ রাজ্ঞা নিযুক্তো বৈ দেবতা-পূজকোঽভবৎ।
দেবাজীবাৎ স ধর্ম্মাত্মা দেবলত্বমুপাগতঃ॥

সেই ব্রাহ্মণ নৃপকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া দেবপূজক হইলেন। সেই ধর্ম্মাত্মাই দেবাজীব হওয়ায় দেবলত্ব প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ পৃথিবীতলে দেবল ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন।

দেবলাদ্ গণকো জাতো বৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ।
তস্যা বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি তিথিবারবিবেচনম্॥
ব্রাহ্মণাগ্রে তু কথনং গ্রহাণাং স্থানচালনম্॥

দেবল হইতে বৈশ্যাগর্ভে গণকজাতির উদ্ভব হয়। তাহার বৃত্তি কহিতেছি, শ্রবণ কর। সে ব্রাহ্মণের নিকট তিথিবার বিবেচনা করিয়া, গ্রহগণের স্থান সঞ্চালন, করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতা অম্বষ্ঠা মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো দ্বিজপুঙ্গবৈঃ॥

বৈশ্যার উদরে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠজাতির উদ্ভব ; দ্বিজবরগণ ঐ জাতিকে ব্রাহ্মণাদির চিকিৎসার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রকন্যায়াং জাতশ্চ পার্শবস্তু সঃ।
বৈশ্যাদ্ বৃষলকন্যায়াং করণস্তু চ সম্ভবঃ॥

ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রকন্যায় পার্শবের উৎপত্তি হয় এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রকন্যায় করণজাতির উদ্ভব জানিও। উহাদিগকে করণ কায়স্থ কহে।

শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়াদুগ্রো বিট্ক্ষত্রো মাগধোঽভবৎ।
ক্ষত্রিয়াদ্‌বৈশ্যকন্যায়াং মাহিষ্যস্থ চ সম্ভবঃ ॥

ক্ষত্রিয়বীর্য্যে শূদ্রাগর্ভে উগ্র ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্য হইতে ও ক্ষত্রিয়া গর্ভে মাগধ জাতির, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যকন্যায় মাহিষ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

বৃষলাদ্‌বৈশ্যকন্যায়াং খণ্ডা তু ভূতবানপি ॥
ক্ষত্রিয়াদ্‌বিপ্রকন্যায়াং সূতস্থ চ সমুদ্ভবঃ ॥

শূদ্র পুরুষ বৈশ্যকন্যায় বীর্য্যাধান করিলে খণ্ডাজাতির জন্ম হয় এবং ক্ষত্রিয় পুরুষ বিপ্রকন্যায় সূত জাতি উৎপাদন করিয়াছেন।

বৈশ্যাদ্‌বৃষলকন্যায়াং বৈদেহিকস্তু জজ্ঞিবান্ ॥
বৈশ্যাদম্বষ্ঠকন্যায়াং রাজপুত্রস্য সম্ভবঃ ॥

বৈশ্য পুরুষ হইতে শূদ্রকন্যায় বৈদেহিক জাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং বৈশ্য পুরুষ অম্বষ্ঠ কন্যায় রাজপুত জাতির উৎপত্তি করিয়াছে।

অম্বষ্ঠাদ্‌রাজপুত্র্যাং বৈ গান্ধিকো হি ভবেদ্‌বণিক্।
লিখনং গন্ধদানঞ্চ তস্য বৃত্তিমকল্পয়ৎ ॥

বৈশ্য পুরুষ হইতে রাজপুত্রজাতীয়া স্ত্রীতে গন্ধবণিক জাতি জন্ম লাভ করিয়াছে; লিখন ও গন্ধদান তাহার জীবিকাবৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে।

গান্ধিকাদ্‌রাজপুত্র্যাঞ্চ শাঙ্খিকঃ শঙ্খদারকঃ।
শঙ্খং দত্ত্বা মুনিভ্যশ্চ শঙ্খকারো বভূব হ ॥

গন্ধবণিকের ঔরসে রাজপুত জাতীয়-স্ত্রীতে শঙ্খদারক শাঙ্খিক জাতির উৎপত্তি। মুনিগণকে শঙ্খদান করিয়া সে শঙ্খকার নামে খ্যাত।

রাজপুত্র্যাং শঙ্খকারাৎ তাম্রকুট্টো বভূব হ।
তাম্রকাংস্যং প্রদত্ত্বাসৌ তাম্রকুট্টো বভূব চ॥

শঙ্খকার বীর্য্যে রাজপুত জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তামকুট্ট জাতির জন্ম ; সে তাম্র ও কাংস্য প্রদান করিয়া তাম্রকুট (কাঁসারী) নামে প্রসিদ্ধ।

তাম্রকুটাৎ শঙ্খকার্য্যাং মণিকারশ্চ জায়তে।
মণিং দত্ত্বা দ্বিজাতীনাং মণিকারত্বমাপ্তবান্॥

তাম্রকুটের ঔরসে শঙ্খকার কন্যায় মণিকারের জন্ম হয় ; দ্বিজাতিগণকে মণি দান করিয়া সে মণিকার নামে বিখ্যাত।

মণিকারাৎ তাম্রকুট্যাং মণিবন্ধোঽভিসংজ্ঞিতঃ।
মুনিভার্য্যাং মণি বদ্ধা মণিবন্ধত্বমাপ্তবান্॥

মণিকার পুরুষ হইতে তাম্রকুট্ট স্ত্রীতে মণিবন্ধ জাতির উৎপত্তি হয়। মুনিভার্য্যার মণি বন্ধন করিয়া দিয়া মণিবন্ধ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

মণিবন্ধান্মণিকার্য্যাং তন্ত্রবায়োঽপি জজ্ঞিবান্।
বস্ত্রং দত্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠে তন্ত্রবায়ত্বমীয়িবান্॥

মণিবন্ধ পুরুষ মণিকার-নারীতে তন্তুবায়ের উৎপত্তি করিয়াছে ; সে মুনিবরকে বস্ত্র দান করিয়া তন্তুবায় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

মণিবন্ধ্যাং তন্ত্রবায়াদ্ গোপজাতেস্তু সম্ভবঃ।
ঘৃতং দত্ত্বা দ্বিজাতিভ্যো হোমধেনোশ্চ রক্ষণাৎ।
গোপালনঞ্চ নির্দ্দিষ্টং মুনিনা ব্রহ্মচারিণা॥

মণিবন্ধ স্ত্রীতে তন্তুবায় হইতে গোপ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। উহারা দ্বিজগণকে ঘৃত দান এবং হোমধেনু রক্ষা করিয়াছিল ; সেই হেতু ব্রহ্মচারী মুনি তাহাদের গোপালনেই জীবিকা নিরূপিত করিয়াছেন।

গোপালাৎ তন্ত্রবায়্যাং বৈ বারজীবী চ জায়তে।
পর্ণং দত্ত্বা মুনিভ্যশ্চ বারজীবিত্বমীয়িবান্॥

গোপালবীর্য্যে তন্তুবায় নারীতে বারজীবী (বারুই) জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। মুনিগণকে পর্ণদান করিয়া তাহারা বারজীবী নামে প্রসিদ্ধ।

গোপালিন্যাং বারজীবাৎ তৈলকস্য চ সম্ভবঃ।
তৈলকাদ্ বারজীবায়াং কর্ম্মকারো হ্যভূৎ সুতঃ॥

গোপালজাতীয়া স্ত্রী ও বারজীবী (বারুই) পুরুষ হইতে তৈলক জাতির (তিলীর) উদ্ভব। তৈলক পুরুষ হইতে বারজীবিনীর উদরে কর্ম্মকারের জন্ম।

তৈলিক্যাং কর্ম্মকারাচ্চ মালাকারস্য সম্ভবঃ।
মালাকারাৎ কর্ম্মকার্য্যাং পট্টীকারোঽপ্যভূৎ সুতঃ॥

তৈলিক স্ত্রীতে (তিলিনীতে) কর্ম্মকার হইতে মালাকারের উৎপত্তি এবং মালাকার হইতে কর্ম্মকার নারীতে পট্টিকার জাতির জন্ম হয়।

পট্টীকারাচ্চ তৈলিক্যাং কুম্ভকারো বভূব হ।
পট্টীকার্য্যাং কুম্ভকারাৎ কুবেরীজাতকঃ স্মৃতঃ॥

তৈলিক স্ত্রীতে পট্টাকার হইতে কুম্ভকার জাতি জন্মগ্রহণ করে এবং কুম্ভকার হইতে পট্টাকার স্ত্রীতে কুবেরী জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

কুবেরিণঃ পট্টীকার্য্যাং নাপিতঃ সমজায়ত।
নাপিতাচ্চ কুবেরিণ্যাং সরাকো বৈ ব্যজায়ত॥

কুবেরী পুরুষ হইতে পট্টাকার স্ত্রীতে নাপিত জাতি এবং নাপিত হইতে কুবেরিণীতে সরাকর জাতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

সরাকান্নাপিতায়াঞ্চ কলিপুত্রস্য সম্ভবঃ।
কলিপুত্রাদ্ রাজপুত্র্যাং পটকারঃ স্মৃতঃ সুতঃ॥

সারক হইতে নাপিত স্ত্রীতে কলিপুত্রের এবং কলিপুত্র হইতে রাজপুতনারীতে পট্টীকার জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

উত্তমাদধমে চৈব সুতশ্চোৎপাদিতো যতঃ।
অধমত্বমবাপ্নোতি অধোঽধো হীনতাং ব্রজেৎ॥

উত্তম অধমের সহিত মিলিত হইয়া যে যে সুত উৎপাদন করে, তাহারা অধমত্ব প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোক এখানে সন্নিবেশিত করিবার অভিপ্রায় এই যে, অতঃপর যে সকল জাতির বিষয় উক্ত হইবে, তাহারা নীচ জাতি।

পট্টীকারাচ্চ মালিন্যাং স্থপতিশ্চ বভূব হ।
স্থপতেরপি গান্ধিক্যাং চিত্রকারোঽপ্যজায়ত॥

পট্টীকার হইতে মালিনী কন্যায় স্থপতি জাতি এবং স্থপতি হইতে গন্ধবণিকের নারীতে চিত্রকার জাতি উৎপন্ন হয়।

গোপালিন্যাং চিত্রকারাৎ প্রতিমাগঠকঃ স্মৃতঃ॥
প্রতিমাগঠকাদেব কন্যায়াং নাপিতস্য চ॥
সূত্রধরশ্চ সংভূতঃ সোপান-গৃহকারকঃ॥

চিত্রকর হইতে গোপকন্যায় প্রতিমাগঠক জাতির উৎপত্তি হয়। প্রতিমাগঠক হইতে নাপিত-কন্যায় সোপানকর ও গৃহকারক নামক সূত্রধর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

করণ-স্ত্রিয়াঞ্চ মাহিষ্যাদ্ রথকারস্য সম্ভবঃ।
সরাক্যাং স্থপতেশ্চাপি স্বর্ণকারস্য সম্ভবঃ॥

মাহিষ্যপুরুষ হইতে করণ কায়স্থ স্ত্রীতে রথকারের উৎপত্তি হইয়াছে। স্থপতি হইতে সরাকীতে স্বর্ণকার জাতি জন্ম লাভ করে।

স্বর্ণকারাচ্চ কৈবর্ত্তঃ কুবেরিণ্যাং বভূব হ।
ততো গান্ধিককন্যায়াং কৈবর্ত্তাদেব শুণ্ডিকঃ॥

স্বর্ণকার হইতে কুবেরিণীতে কৈবর্ত্ত জাতি উৎপন্ন হয়। কৈবর্ত্ত হইতে গান্ধিক কন্যায় শুণ্ডিক জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

শৌণ্ডিক্যাং সরাকাজ্জাতো রজকো মলনাশকঃ.
শৌণ্ডিক্যাং রজকাজ্জাতো নটো গরুড় এব চ॥

শৌণ্ডিক কন্যায় সরাকের ঔরসে মলনাশক রজক জাতি উৎপন্ন হয়। রজক হইতে শৌণ্ডিকী গর্ভে নট ও গরুড় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

গরুড়ান্নটকন্যায়াং শৃঙ্গকারস্য সম্ভবঃ।
শৃঙ্গকার্য্যাং নটাজ্জাতো গণিগ্রামীতি বিশ্রুতঃ॥

নটের কন্যা ও গরুড় পুরুষের সম্মিলনে শৃঙ্গকারের উদ্ভব হয়। শৃঙ্গকার স্ত্রীতে নটের বীর্য্যে গণিগ্রামী নামে বিখ্যাত জাতি উৎপন্ন হয়।

তস্য পুত্রাৎ শৃঙ্গকার্য্যাং ভূমিমালীতি বিশ্রুতঃ।
অপরোঽপ্যভবৎ পুত্রঃ কুণ্ডকশ্চ তথৈব সঃ॥

গণিগ্রামীর পুত্র হইতে শৃঙ্গকারকামিনীতে ভূমিমালি (হাড়ি) নামে বিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ উভয়েরই মিলনে অপর এক পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে কুণ্ডক কহে। সেও তদ্রূপ জাতির অন্তর্নিবিষ্ট জানিবে।

বর্দ্ধকারোঽঙ্গকারশ্চ কাচকারশ্চ চক্রিকঃ।
এতে বৈ পুণ্ডকাজ্জাতাঃ কন্যায়াং নাপিতস্য চ॥

বর্দ্ধকার, অঙ্গকার, কাচকার ও চক্রিক এই সকল জাতি নাপিত কন্যায় পুণ্ডক হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

চক্রিকাদ্ গাঙ্গপুত্রোঽপি কন্যায়াং পুণ্ডকস্য চ॥
গাঙ্গপুত্রাৎ পুণ্ডজীবী নটকন্যাসমুদ্ভবঃ॥

চক্রিক পুরুষ পুণ্ডক-কন্যায় গাঙ্গপুত্র জাতির জন্ম দান করে; গাঙ্গপুত্র, নটকন্যায় পুণ্ডজীবী জাতির উৎপত্তি সাধন করিয়াছে।

পুণ্ডজীবাৎ গণ্ডকারো রজক্যাঞ্চাস্য সম্ভবঃ।
গণ্ডজীবাৎ বাদ্যপুরো বর্দ্ধক্যাঞ্চাস্য সম্ভবঃ॥

পুণ্ডজীব হইতে রজক রমণীতে গণ্ডকার জাতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। গণ্ডজীব হইতে বর্দ্ধকীতে বাদ্যপুর জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

গণ্ডজীবাদ্ভড়ো জাতো নট্যাঞ্চ স বরাহকঃ।
ভড়াচ্চ চূর্ণকারো বৈ জাদরস্তীবরস্তথা॥
উরুজায়াং সমুদ্ভূতা এতে জাতা বিলোমজাঃ॥

গণ্ডজীবের ঔরসে নট-কন্যায় ভড় জাতি উৎপন্ন হয়; উহাকে বরাহ কহে। বৈশ্যকন্যায় ভড় হইতে চূর্ণকার, জাদর ও তীবর এই কয়েক জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা বিলোমজ জাতি। উচ্চ জাতীয় নারীতে, নীচ জাতীয় পুরুষ যে সন্তান উৎপাদন করে, সে বিলোম জাতি হয়; ইহার বিপরীত হইলে অনুলোমজ কহে।

কপালী চর্ম্মকারশ্চ কুবাচঃ সাবর স্তথা।
পুলিন্দো মেরুবিন্দশ্চ শুন্দো মল্লস্তথাবকঃ॥
কুন্দকারঃ কর্ণিকারো ডোখলো মৃতকস্তথা।
এতে বৈ তীবরাজ্জাতাঃ কন্যায়াং ব্রাহ্মণস্য চ॥

তীবর পুরুষ, ব্রাহ্মণকন্যায় কপালী, চর্ম্মকার, কুবাচ, সাবর, পুলিন্দ, মেরুবিন্দ, শুন্দ, মল্ল, বক, কুন্দকার, কর্ণিকার ডোখল ও মৃতপ এই সকল জাতি উৎপাদন করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলাদেব চণ্ডালস্য চ সম্ভবঃ।
চত্বারিংশৎ পঞ্চ তাসু জাতাঃ পুত্রা বিলোমজাঃ॥

শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ স্ত্রীতে চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সেই বহু ব্রাহ্মণীতে পঞ্চচত্বারিংশৎ বিলোমজ পুত্র উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছে।

জাতীনাং বিংশতীনাঞ্চ পুরোধা শ্রোত্রিয়ঃ স্মৃতঃ॥
শ্রোত্রিয়ঃ পতিতো ভূত্বা অন্যেষাং ব্রাহ্মণোঽভব॥

পরশুরাম সংহিতা।

জাতির মধ্যে বিংশতি জাতির পুরোহিত শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। শ্রোত্রিয় পতিত হইয়া অন্যান্য অযাজ্য জাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণ হইয়াছে।

সূত্রধরশ্চিত্রকরঃ স্বর্ণকারস্তথৈব চ।
পতিতাস্তে ব্রহ্মশাপাদযাজ্যা বর্ণসঙ্করাঃ॥

সূত্রধর, চিত্রকর, এবং স্বর্ণকার—ইহারা ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়া অযাজ্য বর্ণসঙ্কর জাতি হইয়াছে।

পরাশর পদ্ধতিতে সৎ-শূদ্র নবশায়ক জাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা—

গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক-বারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

গোপ, মালী, তৈলী, তন্ত্রী, (তাঁতী) মোদক (ময়রা) বারজীবী (বারুই), কুলাল (কুমার), কর্ম্মকার ও নাপিত এই নব জাতি নবশায়ক নামে প্রসিদ্ধ।

সর্ব্বজাতির সদাচার।

দুরাচারো হি পুরুষো নেহায়ুর্বিন্দতে মহৎ।
কার্য্যো যত্নঃ সদাচারে আচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥
ত্রিবর্গসাধনে যত্নঃ কর্ত্তব্যো গৃহমেধিনা।
তৎসংসিদ্ধৌ গৃহস্থস্য সিদ্ধিরত্র পরত্র চ॥
পাদেনার্থস্য পারত্র্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয়মাত্মবান্।
অর্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যনৈমিত্তিকান্বিতম॥
পাদঞ্চাত্মার্থমায়স্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এবমাচরতঃ পুত্র যোহর্থঃ সাফল্যমর্হতি॥
তদ্বৎ পাপনিষেধার্থং ধর্ম্মঃ কার্য্যো বিপশ্চিতা।
পরত্রার্থং তথৈবান্যঃ কাম্যোহত্রৈব ফলপ্রদঃ॥
প্রত্যবায়ভয়াৎ কামস্তথান্যশ্চাবিরোধবান্।
দ্বিধাকামোহপি গদিত স্ত্রিবর্গস্যাবিরোধতঃ॥
পরস্পরানুবন্ধাংশ্চ সর্ব্বানেতান্ বিচিন্তয়েৎ।
বিপরীতানুবন্ধাংশ্চ ধর্ম্মাদীংস্তান্ শৃণুষ্ব মে॥
ধর্ম্মো ধর্ম্মানুবন্ধার্থো ধর্ম্মো নাত্মার্থবাধকঃ।
উভাভ্যাঞ্চ দ্বিধাকামস্তেনোভৌচ দ্বিধা পুনঃ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থে চাপি চিন্তয়েৎ

সমুত্থায় তথাচম্য প্রাঙ্মুখো নিয়তঃ শুচিঃ ॥
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং সনক্ষত্রাং পশ্চিমাং সদিবাকরাম্ ।
উপাসীত যথান্যায়ং নৈনাং জহ্যাদনাপদি ॥
অসৎপ্রলাপমনৃতং বাক্পারুষ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ।
অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ পুত্রক ॥
সায়ং প্রাতস্তথা হোমং কুর্ব্বীত নিয়তাত্মবান্ ।
নোদয়াস্তমনে বিম্বমুদীক্ষেত বিবস্বতঃ ॥
কেশপ্রসাধনাদর্শ-দর্শনং দন্তধাবনম্ ।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণম্ ॥
গ্রামাবসথতীর্থানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব বর্ত্মনি ।
বিণ্মূত্রং নানুতিষ্ঠেত ন কৃষ্টে ন চ গোব্রজে ॥
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ং নেক্ষেৎ ন পশ্যেদাত্মনঃ শকৃৎ ।
উদক্যাদর্শনং স্পর্শোবর্জ্জ্যং সম্ভাষণং তথা ॥
নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা মৈথুনং বা সমাচরেৎ ।
নাধিতিষ্ঠেচ্ছকৃন্মূত্রকেশভস্মকপালিকাঃ ॥
তুষাঙ্গারাস্থিশীর্ণানি রজ্জুবস্ত্রাদিকানিচ ।
নাধিতিষ্ঠেৎ তথা প্রাজ্ঞঃ পথি চৈব তথা ভুবি ॥
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ভূতানাঞ্চ তথার্চ্চনম্ ।
কৃত্বা বিভবতঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থো ভোক্তুমর্হতি ॥

প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি স্বাচান্তো বাগ্‌যতঃ শুচিঃ।
ভুঞ্জীতান্নঞ্চ তচ্চিত্তো হ্যন্তর্জানুঃ সদা নরঃ॥
উপঘাতাদৃতে দোষং নান্যস্যোদীরয়েদ্বুধঃ।
প্রত্যক্ষলবণং বর্জ্জ্যমন্নমত্যুষ্ণমেব চ॥
ন গচ্ছন্ন চ তিষ্ঠন বৈবিণ্মূত্রোৎসর্গমাত্মবান্।
কুর্ব্বীত নৈব চাচামন্ যৎ কিঞ্চিদপি ভক্ষয়েৎ॥
উচ্ছিষ্টো নালপেৎ কিঞ্চিৎ স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
গাং ব্রাহ্মণং তথাচাগ্নিং স্বমূর্দ্ধানঞ্চ ন স্পৃশেৎ॥
নচ পশ্যেদ্রবিং নেন্দুং ন নক্ষত্রাণি কামতঃ।
ভিন্নাসনং তথা শয্যাং ভোজনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
গুরূণামাসনং দেয়মভ্যুত্থানাদিসংস্কৃতম্।
অনুকূলং তথালাপমভিবাদনপূর্ব্বকম্॥
তথানুগমনং কুর্য্যাৎ প্রতিকূলং ন সংজপেৎ।
নৈকবস্ত্রশ্চ ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনম্॥
ন বাহয়েদ্দ্বিজানগ্নৌ মেহং কুর্ব্বীত বুদ্ধিমান্।
স্নায়ীত ন নরো নগ্নো ন শয়ীত কদাচন॥
ন পাণিভ্যামুভাভ্যাঞ্চ কণ্ডূয়েত শিরস্তথা।
ন চাভীক্ষ্ণং শিরঃস্নানং কার্য্যং নিষ্কারণং নরৈঃ॥
শিরস্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ।
অনধ্যায়েষু সর্ব্বেষু স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
ব্রাহ্মণানলগোসূর্য্যান্ন মেহেত কদাচন।

উদঙ্‌মুখো দিবারাত্রাবুৎসর্গং দক্ষিণামুখম্‌ ॥
আবাধাসু যথাকামং কুর্য্যান্মূত্রপুরীষয়োঃ।
দুষ্কৃতং ন গুরোর্ব্রূয়াৎ ক্রুদ্ধং চৈনং প্রসাদয়েৎ।
পরিবাদং ন শৃণুয়াদন্যেষামপি কুর্ব্বতাম্‌।
পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞো দুঃখাতুরস্য চ।
বিদ্যাধিকস্য গুর্ব্বিণ্যা ভারার্ত্তস্য যবীয়সঃ ॥
মূকান্ধবধিরাণাঞ্চ মত্তস্যোন্মত্তকস্য চ।
পুংশ্চল্যাঃ কৃতবৈরস্য বালিস্য পতিতস্য চ ॥
দেবালয়ং চৈত্যতরুং তথৈবচ চতুষ্পথম্‌।
বিদ্যাধিকং গুরুং দেবং বুধঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্‌ ॥
উপানদ্‌বস্ত্রমাল্যাদি ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং করকঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ ॥
চতুর্দ্দশ্যাস্তথাষ্টম্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ পর্ব্বসু।
তৈলাভ্যঙ্গং তথা ভোগং যোষিতশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
ন ক্ষিপ্তপাদজঙ্ঘশ্চ প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন।
ন চাপি বিক্ষিপেৎ পাদৌ পাদং পাদেন নাক্রমেৎ
মর্ম্মাভিঘাতমাক্রোশং পৈশুন্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
দম্ভাভিমান-তীক্ষ্ণানি ন কুর্ব্বীত বিচক্ষণঃ ॥
মূকোন্মত্তব্যসনিনো বিরূপান্‌ মায়িন স্তথা।
ন্যূনাঙ্গাংশ্চাধিকাঙ্গাংশ্চ নোপহাসৈর্বিদূষয়েৎ ॥
পরস্য দণ্ডং নোদ্‌যচ্ছেৎ শিক্ষার্থং পুত্রশিষ্যয়োঃ।

তদব্রন্নোপবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ পাদেনাক্রম্য চাসনম্ ॥
সংযাবং কর্পূরং মাংসং নাত্মার্থমুপসাধয়েৎ।
সায়ং প্রাতশ্চ ভোক্তব্যং কৃত্বা চাতিথিপূজনম্ ॥
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি বাগ্যতো দন্তধাবনম্।
কুর্ব্বীত সততং বৎস ! বর্জ্জয়েৎ বর্জ্জ্যবীরুধঃ ॥
নোদক্শিরাঃ স্বপেজ্জাতু নচ প্রত্যক্শিরা নরঃ ॥
শিরস্যগস্ত্যমাস্থায় শয়ীতাথ পুরন্দরম্।
ন তু গন্ধবতীম্বপ্সু স্নায়ীত ন তথা নিশি ॥
উপরাগে পরং স্নানমৃতে দিনমুদাহৃতম্।
অপমৃজ্যান্ন চাস্নাতো গাত্রাণ্যম্বরপাণিভিঃ ॥
ন চাপি ধূনয়েৎ কেশান্ বাসাংসি চ ন ধূনয়েৎ।
নানুলেপনমাদদ্যাদস্নাতঃ কর্হিচিদ্বুধঃ ॥
ন চাপি রক্তবাসাঃ স্যাৎ চিত্রাসিতধরোঽপি বা।
ন চ কুর্য্যাদ্বিপর্য্যাসং বাসসো নাপি ভূষণে ॥
বর্জ্জ্যঞ্চ বিদশং বস্ত্রমত্যন্তোপহতঞ্চ যৎ।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ সারোদ্ধরণদূষিতম্ ॥
পৃষ্ঠমাংসং বৃথামাংসং বর্জ্জ্যমাংসঞ্চ পুত্রক।
ন ভক্ষয়ীত সততং প্রত্যক্ষলবণানি চ ॥
বর্জ্জ্যং চিরোষিতং পুত্র ভক্তং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
পিষ্টশাকেক্ষুপয়সাং বিকারান্নৃপনন্দন ॥
তথা মাংসবিকারাংশ্চ তে চ বর্জ্জ্যাশ্চিরোষিতাঃ।

উদয়াস্তমনে ভানোঃ শয়নঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
নাস্নাতো নৈব সম্বিষ্টো নচৈবান্যমনা নরঃ।
ন চৈব শয়নে নোর্ব্ব্যামুপবিষ্টো ন শব্দবৎ ॥
নচৈকবস্ত্রো ন বদন্ প্রেক্ষতামপ্রদায় চ।
ভুঞ্জীত পুরুষঃ স্নাতঃ সায়ং প্রাতর্যথাবিধি ॥
পরদারা ন গন্তব্যাঃ পুরুষেণ বিপশ্চিতা।
ইষ্টাপূর্ত্তমুষাং হন্ত্রী পরদারগতির্নৃণাম্ ॥
ন হীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥
দেবার্চ্চনাগ্নিকার্য্যাণি তথা গুর্ব্বভিবাদনম্।
কুর্ব্বীত সম্যগাচম্য তদ্বদন্নভুজি ক্রিয়াম্ ॥
অফেনাভিরগন্ধাভিরদ্ভিরচ্ছাভিরাদরাৎ।
আচামেৎ পুত্র পুণ্যাভিঃ প্রাঙ্মুখোদঙমুখোঽপিবা ॥
অন্তর্জ্জলাদাবসথাদ্বল্মীকাণ্মূষিকস্থলাৎ।
কৃতশৌচাবশিষ্টাশ্চ বর্জ্জয়েৎ পঞ্চ বৈ মৃদঃ ॥
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌচ সমভ্যুক্ষ্য সমাহিতঃ।
অন্তর্জানুস্তথাচামেৎ ত্রিচতুর্ব্বা পিবেদপঃ ॥
পরিমৃজ্য দ্বিরাচান্তং খানি মূর্দ্ধানমেবচ।
সম্যগাচম্য তোয়েন ক্রিয়াং কুর্ব্বীত বৈ শুচিঃ ॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চৈব যত্নতঃ।
সমাহিতমনা ভূত্বা কুর্ব্বীত সততং নরঃ ॥

ক্ষুত্বা নিষ্ঠীব্য বাসশ্চ পরিধায়াচমেদ্‌ বুধঃ।
ক্ষুতেঽবলীঢ়ে বান্তে চ তথা নিষ্ঠীবনাদিষু॥

কুর্য্যাদাচমনং স্পর্শং গোপৃষ্ঠস্যার্কদর্শনম্।
কুর্ব্বীতালম্বনঞ্চাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ॥
যথা ত্রির্ভবতোহ্যেতৎ পূর্ব্বাভাবে ততঃ পরম্।
অবিদ্যমানে পূর্ব্বোক্তে উত্তর প্রাপ্তিরিষ্যতে॥
ন কুর্য্যাদ্দন্তসংঘর্ষং নাত্মনো দেহতাড়নম্।
স্বপ্নাধ্যয়নভোজ্যানি সন্ধ্যয়োশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
সন্ধ্যায়াং মৈথুনঞ্চাপি তথা প্রস্থানমেবচ।
পূর্ব্বাহ্লে তাত দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ মধ্যমে॥
ভক্ত্যা তথাপরাহ্লে চ কুর্ব্বীত পিতৃপূজনম্।
শিরঃস্নাতশ্চ কুর্ব্বীত দৈবং পৈত্র্যমথাপি বা।
প্রাঙ্‌মুখোদঙ্‌মুখো বাপি শ্মশ্রুকর্ম্ম চ কারয়েৎ।
ব্যঙ্গিনীং বর্জ্জয়েৎ কন্যাং কুলজামপি রোগিণীম্॥
বিকৃতাং পিঙ্গলাঞ্চৈব বাচাটাং সর্ব্বদূষিতাম্।
অব্যঙ্গীং সৌম্যনাসাঞ্চ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাম্॥
তাদৃশীমুদ্বহেৎ কন্যাং শ্রেয়ঃকামো নরঃ সদা।
উদ্বহেৎ পিতৃমাত্রোশ্চ সপ্তমীং পঞ্চমীং তথা॥
রক্ষেদ্দারান্ ত্যজেদীর্ষ্যাং দিবা বা স্বপ্নমৈথুনে।
পরোপপাতকং কর্ম্ম জন্তুপীড়াঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
উদক্যাঃ সর্ব্ববর্ণানাং বর্জ্জ্যা রাত্রিচতুষ্টয়ম্।
স্ত্রীজন্মপরিহারার্থং পঞ্চমীমপি বর্জ্জয়েৎ॥
ততঃ ষষ্ঠ্যাং ব্রজেদ্রাত্র্যাং শ্রেষ্ঠাযুগ্মাসু পুত্রক।

যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু ॥
তস্মাদ্‌যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেত সদা নরঃ।
বিধর্ম্মিণোঽহ্নিপূর্ব্বাখ্যে সন্ধ্যাকালে চ পুংস্ত্রকাঃ ॥
ক্ষুরকর্ম্মাণি বান্তে চ স্ত্রীসম্ভোগে চ পুত্রক।
স্নায়ীত চেলবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেত্য চ ॥
দেববেদদ্বিজাতীনাং সাধুসত্যমহাত্মানম্।
গুরোঃ পতিব্রতানাঞ্চ তথা যজ্ঞিতপস্বিনাম্ ॥
পরিবাদং ন কুর্ব্বীত পরিহাসঞ্চ পুত্রক।
কুর্ব্বতামবিনীতানাং ন শ্রোতব্যং কথঞ্চন ॥
নোৎকৃষ্টশয্যাসনয়োর্নাপকৃষ্টস্য চারুহেৎ।
ন চামঙ্গল্যবেশঃ স্যাৎ ন চামঙ্গল্যবাগ্‌ভবেৎ ॥
ধবলাম্বরসম্বীতঃ সিতপুষ্পবিভূষিতঃ।
নোদ্ধতোন্মত্ত মূঢ়ৈশ্চ নাবিনীতৈশ্চ পণ্ডিতঃ ॥
গচ্ছেন্মৈত্রীং নচাশীলৈর্ণ চ চৌর্য্যাদিদূষিতৈঃ।
ন চাতি ব্যয়শীলৈশ্চ ন লুব্ধৈর্নাপি বৈরিভিঃ ॥
ন বন্ধকীভির্ন ন্যূনৈর্বন্ধকীপতিভিস্তথা।
সার্দ্ধং ন বলিভিঃ কুর্য্যাৎ ন চ ন্যূনৈর্ন নিন্দিতৈঃ
ন সর্ব্বশঙ্কিভির্নিত্যং ন চ দৈবপরৈর্নরৈঃ।
কুর্ব্বীত সাধুভির্মৈত্রীং সদাচারবিলম্বিভিঃ ॥
প্রাজ্ঞৈরপিশুনৈঃ শক্তৈঃ কর্ম্মণ্যুদ্যোগভাগিভিঃ।
সুহৃদ্দীক্ষিত-ভূপাল-স্নাতকশ্বশুরৈঃ সহ ॥
ঋত্বিগাদীন্ ষড়র্ঘ্যার্হ্যান্‌র্চ্চয়েচ্চ গৃহাগতান্।
যথাবিভবতঃ পুত্র দ্বিজান্ সংবৎসরোষিতান্ ॥

অর্চ্চয়েন্মধুপর্কেণ যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তিষ্ঠেচ্চ শাসনে তেষাং শ্রেয়স্কামো দ্বিজোত্তমঃ॥
ন চ তান্ বিবদেদ্ ধীমানাক্রুষ্টশ্চাপি তৈঃ সদা।
সম্যগ্ গৃহার্চ্চনং কৃত্বা যথাস্থানমনুক্রমাৎ॥
সম্পূজয়েৎ ততো বহ্নিং দদ্যাচ্চৈবাহুতীঃ ক্রমাৎ।
প্রথমাং ব্রহ্মণে দদ্যাৎ প্রজানাং পতয়ে ততঃ॥
তৃতীয়াঞ্চৈব গুহ্যেভ্যঃ কশ্যপায় তথাপরাম্।
ততোঽনুমতয়ে দত্ত্বা দদ্যাদ্গৃহবলিং ততঃ॥
পূর্ব্বাখ্যাতং ময়া যত্তে নিত্যকর্ম্মক্রিয়াবিধৌ।
বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাদ্বলয়স্তত্র মে শৃণু॥
যথাস্থানবিভাগস্তু দেবানুদ্দিশ্য বৈ পৃথক্।
পর্জ্জন্যায় ধরিত্রীণাং দদ্যাচ্চ মাণকে ত্রয়ং॥
বায়বে চ প্রতিদিশং দিগ্ভ্যঃ প্রাচ্যাদিতঃ ক্রমাৎ।
ব্রহ্মণে চান্তরীক্ষায় সূর্য্যাচ যথা ক্রমম্॥
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বিশ্বভূতেভ্য এব চ।
উষসে ভূতপতয়ে দদ্যাচ্চোত্তরত স্ততঃ॥
স্বধানম ইতীত্যুক্ত্বা পিতৃভ্যশ্চাপি দক্ষিণে।
কৃত্বাপসব্যং বায়ব্যাং যক্ষ্মেতত্তেতিভাজনাৎ॥
অন্নাবশেষমিচ্ছন্ বৈ তোয়ং দদ্যাদ্ যথাবিধি।
ততোঽন্নাগ্রং সমুদ্ধৃত্য হস্তকারোপকল্পনম্॥
যথাবিধি যথান্যায়ং ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ।
কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি তীর্থেন স্বেন স্বেন যথাবিধি॥
দেবাদীনান্তথা কুর্য্যাৎ ব্রহ্মণ্যাচমনক্রিয়াম্।

অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা পাণের্যা দক্ষিণস্তু তু ॥
এতদ্‌ব্রাহ্ম্যমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্তঃ পৈত্রং তীর্থমুদাহৃতম্‌॥
পিতৄণাং তেন তোয়াদি দত্থান্নান্দীমুখাদৃতে।
অঙ্গুল্যগ্রে তথা দৈবং তেন দিব্যক্রিয়াবিধিঃ॥
তীর্থং কনিষ্ঠিকামূলে কায়ং তেন প্রজাপতেঃ।
এবমেভিঃ সদা তীর্থে দেবানাং পিতৃভিঃ সহ॥
সদা কার্য্যাণি কুর্ব্বীত নান্যতীর্থেন কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্ম্যেণাচমনং শস্তং পিত্র্যং পৈত্র্যেণ সর্ব্বদা॥
দেবতীর্থেন দেবানাং প্রাজাপত্যং নিজেন চ।
নান্দীমুখানাং কুর্ব্বীত প্রাজ্ঞঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াম্‌॥
প্রাজাপত্যেন তীর্থেন যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রজাপতেঃ।
যুগপজ্জলমগ্নিঞ্চ বিভৃয়ান্ন বিচক্ষণঃ॥
গুরুদেবান্‌ প্রতি তথা ন চ পাদৌ প্রসারয়েৎ।
নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং জলং নাঞ্জলিনা পিবেৎ॥
শৌচকালেষু সর্ব্বেষু গুরুস্বল্পেষু বা পুনঃ।
ন বিলম্বেত শৌচার্থং ন মুখেনানলং ধমেৎ॥
তত্র তত্র ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টয়ম্‌।
ঋণপ্রদাতা বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সজলা নদী॥
জিতামিত্রো নৃপো যত্র বলবান্‌ ধর্ম্মতৎপরঃ।
তত্র নিত্যং বসেৎ প্রাজ্ঞঃ কুতঃ কুনৃপতৌ সুখম্‌॥
যত্রাপ্রধৃষ্যো নৃপতির্যত্র শস্যবতী মহী।
পৌরাঃ সুসংযতা যত্র সততং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥

যদ্গ্রামৎসরিণো লোকাস্তত্র বাসঃ সুখোদয়ঃ।
যস্মিন্ কৃষীবলা রাষ্ট্রে প্রায়শো নাতিভোগিনঃ॥
যত্রৌষধান্যশেষাণি বসেত্তত্র বিচক্ষণঃ।
তত্র পুত্র ন বস্তব্যং যত্রৈতত্রিতয়ং সদা।
জিগীষুঃ পূর্ব্ববৈরশ্চ জনশ্চ সততোৎসবঃ॥
বসেন্নিত্যং সুশীলেষু সহবাসিষু পণ্ডিতঃ।
ইত্যেতৎ কথিতং পুত্র ময়া তে হিতকাম্যয়া॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সদাচারাধ্যায়ঃ।

দুরাচার নরগণ ইহলোকে মহৎ আয়ু লাভ করিতে পারে না; সদাচারের অনুষ্ঠানে সততই যত্নশীল হওয়া গৃহস্থগণের একান্ত কর্ত্তব্য; সদাচার সমস্ত অলক্ষণ বিনাশ করিয়া থাকে।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের সাধনে গৃহমেধিগণের যত্নবান্ হওয়া উচিত। তাহার সিদ্ধ হইলে ইহপরলোকে সদ্গতি লাভ হয়। অর্থোপার্জ্জন পুরঃসর তাহা চারিভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যয় করিবে; এক ভাগ পরিবারবর্গের ভাবী কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত রাখিয়া দিবে; এক ভাগ দ্বারা আপনার ভরণপোষণ ও নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য সমাধান করিবে। এক ভাগ সঞ্চিত রাখিয়া তাহার বৃদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করিবে। উহা সম্পত্তির মূল স্বরূপ হইবে। অর্থার্জ্জন করিয়া এইরূপে কার্য্য করিলে অর্থোপার্জ্জন সফল হয়।

পাপের প্রতিশোধ নিমিত্ত, পরলোকের নিমিত্ত এবং ইহলোকে ফল লাভের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ইহলোকে ফলপ্রদ ধর্ম্মই কাম্যধর্ম্ম। ত্রিবর্গের অবিরোধে কাম্য দুই প্রকার; একটি প্রত্যবায় ভয়ে ও অন্যটি অন্যের অবিরোধে সম্পন্ন হয়। পরম্পরানুবন্ধ এই সকল ধর্ম্মই

চিন্তা করিবে। বিপরীতানুবন্ধি ধর্ম্ম সকল শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধ ও আত্মার্থের বোধক, এই উভয় দ্বারা কাম দুই প্রকার; কাম দ্বারা ধর্ম্ম দুই প্রকার; যথা—সকাম ও অকাম। গৃহস্থগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করিবে। উত্থিত হইয়া আচমনান্তে পূর্ব্বমুখ, সংযত ও শুচি হইয়া, নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় এমন সময়ে পূর্ব্ব-সন্ধ্যার অনুষ্ঠান এবং দিবাকর দর্শনপথের অতীত না হইতে হইতেই পশ্চিম-সন্ধ্যা অর্থাৎ সায়াহ্নসন্ধ্যা আরম্ভ করা বিধেয়। অনাপৎকালে সন্ধ্যাবর্জ্জন কদাচ উচিত নয়। অসৎপ্রলাপ, অসত্য, বাকপারুষ্য, অসৎ শাস্ত্র, অসৎ সেবা ও বিসংবাদ পরিহার কর্ত্তব্য। নিয়তাত্মা হইয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃ-কালে হোম করিবে। উদয় ও অস্ত গমন সময়ে দিবাকরকে দর্শন করা অনুচিত। কেশসংস্কার, আদর্শদর্শন, দন্তধাবন ও দেবতর্পণ পূর্ব্বাহ্নেই কর্ত্তব্য।

গ্রাম, আশ্রমাদি বাসস্থান, তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্রের পথে, কৃষ্ট ভূমিতে ও গোব্রজে বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। দিগম্বরী পরনারী ও আপনার বিষ্ঠা দর্শন করিবে না। উদকীর (রজস্বলা নারীর) দর্শন ও তাহার সহিত সম্ভাষণ বর্জ্জন করিবে। জলমধ্যে মল মূত্র পরিত্যাগ ও মৈথুনক্রিয়া করিবে না। বিষ্ঠা, মূত্র, কেশ, অঙ্গার, ভস্ম, অস্থি, রজ্জু, তুষ ও বস্ত্রাদির উপর অবস্থান করিবে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পথে ও ভূমিতে উপবেশনাদি করিবে না। গৃহস্থগণ পিতৃদেবত, পূজ্য নর ও ভূতগণের বিভবানুসারে অর্চ্চনা করিয়া তৎপরে বাক্যসংযমন ও আচমন পূর্ব্বক শুচি হইয়া উত্তর-মুখে বা পূর্ব্বমুখে ভোজন করিবে। তদ্গতচিত্তে জানুমোটন পূর্ব্বক উপ-বেশন করিয়া নিয়ত হইয়া অন্নভোজন করিবে। উত্তেজনা ব্যতিরেকে অন্যের দোষ উদীরণ করা বুধগণের কর্ত্তব্য নয়। প্রত্যক্ষ লবণ ও অত্যুষ্ণ অন্ন-

ভোজন করিবে না। চলিতে চলিতে বা অযথাভাবে অবস্থিত হইয়া মল-মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। আচমন না করিয়া স্বল্পমাত্র বস্তুও ভোজন করা উচিত নহে। উচ্ছিষ্টমুখে কিঞ্চিন্মাত্র উচ্চারণ ও অধ্যয়ন, গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও নিজমস্তক স্পর্শ করিবে না। ইচ্ছা করিয়া চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র দর্শন করা উচিত নহে। ভগ্ন আসন, শয্যা ও পাত্র পরিবর্জ্জন করিবে।

অভ্যুত্থানাদি দ্বারা সৎকৃত গুরুকে পাদগ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া অনুকূল আলাপসহকারে আসন প্রদান আবশ্যক। গুরুর অনুগমন কর্ত্তব্য; তাঁহার প্রতিকূলে বাক্য কহিবে না। একবস্ত্র ধারণ করিয়া ভোজন ও দেবতার্চ্চন অকর্ত্তব্য। দ্বিজগণকে বাহিয়া লইবে না (অতিক্রম করিবে না)। অনলে প্রস্রাবাদি পরিত্যাগ অকর্ত্তব্য। উলঙ্গ হইয়া স্নান ও শয়ন কর্ত্তব্য নয়। দুই হস্তে শিরঃকণ্ডূয়ন বিধেয় নহে। নিরন্তর শিরঃস্নান ও নিষ্কারণ স্নান করিবে না। শিরঃস্নাত হইয়া কোনও অঙ্গে তৈল স্পর্শ, বা অনধ্যায় দিবসে বেদাধ্যয়ন বর্জ্জনীয়। ব্রাহ্মণ, গো, অনলে ও সূর্য্যাভিমুখে জলাদি সেচন অকর্ত্তব্য। দিবাভাগে উত্তরমুখে ও রাত্রিকালে দক্ষিণাভিমুখে নির্ব্বাহ ভূমিতে (যেখানে লোকজন চলেনা) যথেচ্ছ মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে। গুরুর পাপ দুষ্কার্য্য উচ্চারণ করিবে না; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে প্রসন্ন করাইবে। অন্য কোন ব্যক্তিও গুরুর নিন্দা করিলে তাহা শ্রোতব্য নয়। ব্রাহ্মণ, রাজা, দুঃখাতুর বিদ্যাধিক, গর্ভিণী, ভারার্ত্ত-কনিষ্ঠ, মূক, অন্ধ. বধির, মত্ত, উন্মত্ত, বেশ্যা, কৃতবৈর, বালক ও পতিত এইসকল ব্যক্তিকে পথপ্রদান করিবে। দেবালয় চৈত্যতরু, চতুষ্পথ, বিদ্যাধিক, গুরু ও দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিবে। অন্যকর্ত্তৃক ধৃত উপানৎ (জুতা) বস্ত্র ও মালাদি ধারণ করিবে না এবং অন্যের উপবীত, অলঙ্কার ও কমণ্ডলু বর্জ্জন করিবে। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পঞ্চদশী ও পর্ব্বকালে তৈল-

মর্দ্দন ও নারীসম্ভোগ পরিহার্য্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পাদ ও জঙ্ঘা জড়াইয়া থাকিবে না। পাদবিক্ষেপ বা পাদ দ্বারা পদ আক্রমণ অকর্ত্তব্য। মর্ম্মাভিঘাত, আক্রোশ ও পৈশুন্য (খলতা) বর্জ্জনীয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি দম্ভ অভিমান বা তীক্ষ্ণতা পরিহার করিবেন। মূক, উন্মত্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত, বিরূপ, মায়ী, ন্যূনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ এই সকলকে উপহাস দ্বারা দূষিত করিবে না।

অপরকে শিক্ষার্থ বা পুত্র ও শিষ্যকে দণ্ডোত্তোলন অকর্ত্তব্য। বিজ্ঞ ব্যক্তি পাদ দ্বারা আসন আক্রমণ করিয়া উপবেশন করিবেন; সংযাব ও কৃশর (সংযাব—মিষ্টান্নবিশেষ; কৃশর—তিলমিশ্র অন্ন) প্রস্তুত করিয়া আপনিই আহার করিবে না। প্রাতঃ ও সায়ংকালে অতিথি পূজা সমাপন করিয়া তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিবে। পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ ও মৌনী হইয়া দন্তধাবন করিবে; বর্জ্জনীয় গুল্মকাষ্ঠিকাদি দন্তধাবনার্থ ব্যবহার করা উচিত নয়। উত্তরশিরা ও পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন অনুচিত; দক্ষিণে ও পূর্ব্বদিকে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিবে।

দুর্গন্ধবিশিষ্ট জলে বা রজনীযোগে স্নান অকর্ত্তব্য, কিন্তু গ্রহণ দিবসে রজনীস্নান পুণ্যপ্রদ। স্নানান্তে পরিহিত বসন বা হস্ত দ্বারা গাত্রমার্জ্জন বর্জ্জনীয়। আর্দ্রকেশ বা আর্দ্রবসন সবেগে কম্পিত করা অনুচিত। স্নানের পূর্ব্বে গাত্রে অনুলেপন অকর্ত্তব্য। রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং চিত্রিত বসন পরিধান করিবে না। বাসদ্বয়ের বিপর্য্যাস অকর্ত্তব্য। ছিন্ন অত্যন্ত জীর্ণ ও দশাশূন্য বসন পরিহার করিবে। কেশ ও কীটযুক্ত, শ্বন্ন ও কুক্কুরকর্ত্তৃক দষ্ট ও অবলেহিত সারোদ্ধরণ হেতু দূষিত পৃষ্ঠমাংস, বৃথামাংস, বর্জ্জনীয় মাংস ভক্ষণ করিবে না। নিয়ম প্রত্যক্ষ লবণ ভোজন এবং পর্য্যুসিত, চিরোষিত, ভক্ত (ভাত) পরিত্যজ্য। চিরোষিত পিষ্টক, শাক, ইক্ষু ও দুগ্ধ এই সকলের বিকার বা মাংসবিকার ভক্ষণ করিবে না।

হে নৃপনন্দন। সূর্য্যের উদয়ে ও অস্তগমনে শয়ন না করা উচিত। স্নানান্তে শয়িত ও উপবিষ্ট হইয়া নিদ্রা পরিহার্য্য। শয়ন করিয়া অনন্যমনা হইবে। শয়নে বা ভূতলে শব্দ করিয়া উপবেশন করিবে না। একবস্ত্র হইয়া কথা কহিতে কহিতে বা যাহারা দর্শন করিতেছে, তাহাদিগকে না দিয়া আহার করিবে না। প্রাতঃ ও সায়ংকালে যথাবিধি স্নান করিবে। বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ কখনই পরদারাভিমর্ষণ করিবে না। পরদার গমন করিলে পুরুষগণের ইষ্টাপূর্ত্তজন্য ফল বিনষ্ট হয়। ইহলোকে ইহার তুল্য আয়ুঃক্ষয়কর বিষয় আর কিছুই নাই। উত্তমরূপে আচমন করিয়া দেবার্চ্চনা, অগ্নিকার্য্য ও গুরুর অভিবাদন ও অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য। হে পুত্র! ফেনরহিত, দুর্গন্ধবিহীন, পবিত্র ও স্বচ্ছ বারি দ্বারা পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া আচমন করিবে। জলমধ্যস্থ, গৃহস্থ, বল্মীকস্থ, মূষিকবিলাস্থিত ও কৃত-শৌচাচারাবশিষ্ট এই পঞ্চবিধ মৃত্তিকা বর্জ্জন করিবে। হস্তপদ প্রক্ষালন ও বারিবিন্দু অনুক্ষণ করিয়া সমাহিতচিত্তে জানুমোটনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া তিন বা চারিবার জলপান করিয়া আচমন করিবে। মুখের প্রান্ত, গহ্বর ও মস্তক দুইবার মার্জ্জনা করিয়া বারি দ্বারা সম্যকরূপে আচমনপূর্ব্বক শুচি ক্ষোতন হইয়া ক্রিয়া করিবে। দেবগণের ঋষিগণের ও পিতৃগণের পর এবং ক্রিয়া সান্নবিষ্টচিত্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক নিয়তই সম্পন্ন করিবে। বমন, অর্থাৎ হাঁচি হইলে এবং নিষ্ঠীবন করিলে অর্থাৎ থুথু ফেলিবার দক্ষিণকর্ণ বস্ত্রপরিধানের পর,আচমন বুধগণের কর্ত্তব্য। ক্ষোতন,অবহেলন, বমন। ও নিষ্ঠীবনাদি হইলে আচমন বা গোপৃষ্ঠ স্পর্শ বা সূর্য্যদর্শন বা দক্ষিণকর্ণ অবলম্বন কর্ত্তব্য। ইহা যথাসম্ভব পূর্ব্বটির অভাব হইলে পরেরটি কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্তের অবিদ্যমান হইলে পর উত্তরের প্রাপ্তি অবগতি করিবে

দন্তঘর্ষণ বা আপনার দেহ তাড়না করিবে না। হে তাত! পূর্ব্বাহ্নে ভক্তিপূর্ব্বক দেবপূজা, মধ্যাহ্নে মানবপূজা ও সায়াহ্নে পিতৃপূজা করিবে। দেবকর্ম্মই হউক বা পিতৃকর্ম্মই হউক শিরঃস্নান কর্ত্তব্য। পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তর মুখ হইয়া শ্মশ্রুকর্ম্ম (ক্ষৌরকর্ম্ম) করাইবে। রোগিণী ও অঙ্গহীনা, বিকৃতা পিঙ্গলা, বাচালা ও সর্ব্বদোষদূষিতা কন্যা সৎকুলজাতা হইলেও তাহাকে বিবাহ করিবে না। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানবগণ অহীনাঙ্গী, উত্তমনাসা, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না কন্যাকে পাইলে বিবাহ করিবে। পিতা মাতার সপ্তমী বা পঞ্চমী কন্যা বিবাহ করিবে। পত্নীকে নিয়তই রক্ষা করিবে, ঈর্ষ্যা এবং দিবানিদ্রা ও দিবামৈথুন পরিত্যাগ করিবে। পরের উপতাপক কর্ম্ম এবং জন্তুপীড়া বর্জ্জনীয়। সর্ব্ববর্ণের ঋতুমতী স্ত্রী চারি রাত্রি পরিত্যাজ্য। কন্যা না জন্মে এরূপ ইচ্ছা করিলে পঞ্চমী রাত্রিও ত্যাগ করিবে। হে পুত্রক তদনন্তর বুধ ব্যক্তির ষষ্ঠীরাত্রিতে গমন করিবে। যুগ্মরাত্রিতে গমন করিলে পুত্র ও অযুগ্মরাত্রিতে গমন করিলে কন্যা জন্মে। সেই হেতু পুত্রাভিলাষী নর, যুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীর নিকট গমন করিবে। পূর্ব্বাহ্নে নারীগমনে ক্লীব পুত্রজন্মে।

হে পুত্র! প্রাজ্ঞগণ ক্ষৌরকর্ম্মে, বমনে, স্ত্রী-সম্ভোগে এবং শ্মশানভূমিতে সবস্ত্র স্নান করিবে। দেবতা, বেদ, দ্বিজাতি, সাধু, সত্যবাদী, মহাত্মা, গুরু ও যাজ্ঞিক, তপস্বী ও পতিব্রতাগণের নিন্দা, পরিহাস কদাচ করিবে না; কোনও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি নিন্দা করিলে তাহা কখনই শ্রোতব্য নয়। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ব্যক্তির শয্যা এবং আসন অব্যবহার্য্য। অমঙ্গল্যবেশধারী ও অমঙ্গল্যবাদী হইবে না। ধবল বস্ত্র পরিবৃত ও শ্বেতকুসুমবিভূষিত হইয়া মঙ্গল্যবেশ ধারণ করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি উদ্ধত, উন্মত্ত, মূঢ় ও অবিনীত-গণের সহিত গমন এবং দুঃশীল চৌর্য্যাদিদূষিতগণের সহিত মিত্রতা

করিবে না। অতিব্যয়শীল, লুব্ধ, বৈরী, বেশ্যা, বেশ্যাপতি, হীনব্যক্তি বলবান্, হীন ও নিন্দিত এবং সর্ব্বশঙ্কী, দৈবপর নরগণের সহিত সঙ্গতি করিবে না। সদাচারাবলম্বী, প্রাজ্ঞ, খলতাশূন্য, সমর্থ, কর্ম্মে উদ্যোগী, সাধুব্যক্তিগণের সহিত মিত্রতা কর্ত্তব্য। সুহৃৎ, দীক্ষিত ভূপতি, স্নাতক, শ্বশুর ও ঋত্বিকাদি (হোতাদি) এই ছয় পূজার্হ ব্যক্তি গৃহাগত হইলে যথাবিভব অর্চ্চনা করিবে। হে পুত্র! সম্বৎসর বাসকারী দ্বিজগণকে সাবধান হইয়া যথাকালে মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিবে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দ্বিজোত্তমগণ তাঁহাদের শাসনে অবস্থান করিবেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিবেন না। তাঁহারা তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রত্যুত্তর অকর্ত্তব্য।

সম্যক্‌রূপে গৃহার্চ্চনা করিয়া ক্রমানুসারে যথাস্থানে প্রথমে ব্রহ্মাকে তদ-বহ্নির পূজা করিয়া ক্রমে আহুতি প্রদান কর্ত্তব্য। অনন্তর প্রজাপতিকে, তৎপরে গুহ্যগণকে, কশ্যপকে, অনুমতি ক্রমে আহুতি প্রদান করিয়া তৎপরে করিবে। নিত্যকর্ম্ম ক্রিয়াবিধানে পূর্ব্বে আমি তোমাকে যাইতে কহিয়াছি, সেই বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিবে। সেই বলি আমার নিকট শ্রবণ কর। দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া যথাবিধানে পৃথক পৃথক দেবগণকে পর্জ্জন্য, ধরিত্রীধারক (অনন্ত), বায়ুকে তিন বলি এবং পূর্ব্বাদিক্রমে দিক সকলকে, ব্রহ্মাকে বলিপ্রদান করিয়া অন্তরীক্ষ, সূর্য্য, বিশ্বদেবগণ ও ভূতগণ, উষা ভূতপতি এই সকলকে ক্রমশঃ বলিপ্রদান কর্ত্তব্য। 'স্বধা নমঃ' এই মন্ত্রে পিতৃগণকে দক্ষিণে বলিপ্রদান কর্ত্তব্য। অপসব্য করিয়া বায়ুকোণে 'যক্ষ্মৈতৎতা" ইতি মন্ত্রে পাত্র হইতে অন্নাবশেষ ইচ্ছা করিয়া যথাবিধি তোয় দান করিবে। তদনন্তর অন্নাগ্র উদ্ধৃত করিয়া হস্তকারের উপকল্পন কর্ত্তব্য। যথাবিধি ও যথান্যায়ে শেষান্ন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। স্ব স্ব তীর্থদ্বারা যথাবিধি কর্ম্ম নিষ্পাদন কর্ত্তব্য। ব্রাহ্ম-তীর্থদ্বারা দেবতাদিগণের

দন্তঘর্ষণ বা আপনার দেহ তাড়না করিবে না। হে তাত! পূর্ব্বাহ্নে ভক্তিপূর্ব্বক দেবপূজা, মধ্যাহ্নে মানবপূজা ও সায়াহ্নে পিতৃপূজা করিবে। দেবকর্ম্মই হউক বা পিতৃকর্ম্মই হউক শিরঃস্নান কর্ত্তব্য। পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তর মুখ হইয়া শ্মশ্রুকর্ম্ম (ক্ষৌরকর্ম্ম) করাইবে। রোগিণী ও অঙ্গহীনা, বিকৃতা পিঙ্গলা, বাচালা ও সর্ব্বদোষদূষিতা কন্যা সৎকুলজাতা হইলেও তাহাকে বিবাহ করিবে না। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানবগণ অহীনাঙ্গী, উত্তমনাসা, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না কন্যাকে পাইলে বিবাহ করিবে। পিতা মাতার সপ্তমী বা পঞ্চমী কন্যা বিবাহ করিবে। পত্নীকে নিয়তই রক্ষা করিবে, ঈর্ষ্যা এবং দিবানিদ্রা ও দিবামৈথুন পরিত্যাগ করিবে। পরের উপতাপক কর্ম্ম এবং জন্তুপীড়া বর্জ্জনীয়। সর্ব্ববর্ণের ঋতুমতী স্ত্রী চারি রাত্রি পরিত্যাজ্যা। কন্যা না জন্মে এরূপ ইচ্ছা করিলে পঞ্চমী রাত্রিও ত্যাগ করিবে। হে পুত্রক তদনন্তর বুধ ব্যক্তির ষষ্ঠীরাত্রিতে গমন করিবে। যুগ্মরাত্রিতে গমন করিলে পুত্র ও অযুগ্মরাত্রিতে গমন করিলে কন্যা জন্মে। সেই হেতু পুত্রাভিলাষী নর, যুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীর নিকট গমন করিবে। পূর্ব্বাহ্নে নারীগমনে ক্লীব পুত্রজন্মে।

হে পুত্র! প্রাজ্ঞগণ ক্ষৌরকর্ম্মে, বমনে, স্ত্রী-সম্ভোগে এবং শ্মশানভূমিতে সবস্ত্র স্নান করিবে। দেবতা, বেদ, দ্বিজাতি, সাধু, সত্যবাদী, মহাত্মা, গুরু ও যাজ্ঞিক, তপস্বী ও পতিব্রতাগণের নিন্দা, পরিহাস কদাচ করিবে না; কোনও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি নিন্দা করিলে তাহা কখনই শ্রোতব্য নয়। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ব্যক্তির শয্যা এবং আসন অব্যবহার্য্য। অমঙ্গল্যবেশধারী ও অমঙ্গল্যবাদী হইবে না। ধবল বস্ত্র পরিবৃত ও শ্বেতকুসুমবিভূষিত হইয়া মঙ্গল্যবেশ ধারণ করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি উদ্ধত, উন্মত্ত, মূঢ় ও অবিনীত-গণের সহিত গমন এবং দুঃশীল চৌর্য্যাদিদূষিতগণের সহিত মিত্রতা

করিবে না। অতিব্যয়শীল, লুব্ধ, বৈরী, বেশ্যা, বেশ্যাপতি, হীনব্যক্তি বলবান্, হীন ও নিন্দিত এবং সর্ব্বশঙ্কী, দৈবপর নরগণের সহিত সঙ্গতি করিবে না। সদাচারাবলম্বী, প্রাজ্ঞ, খলতাশূন্য, সমর্থ, কর্ম্মে উদ্যোগী, সাধুব্যক্তিগণের সহিত মিত্রতা কর্ত্তব্য। সুহৃৎ, দীক্ষিত ভূপতি, স্নাতক, শ্বশুর ও ঋত্বিকাদি (হোতাদি) এই ছয় পূজার্হ ব্যক্তি গৃহাগত হইলে যথাবিভব অর্চ্চনা করিবে। হে পুত্র! সম্বৎসর বাসকারী দ্বিজগণকে সাবধান হইয়া যথাকালে মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিবে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দ্বিজোত্তমগণ তাঁহাদের শাসনে অবস্থান করিবেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিবেন না। তাঁহারা তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রত্যুত্তর অকর্ত্তব্য।

সম্যক্‌রূপে গৃহার্চ্চনা করিয়া ক্রমানুসারে যথাস্থানে প্রথমে ব্রহ্মাকে তদ-বহ্নির পূজা করিয়া ক্রমে আহুতি প্রদান কর্ত্তব্য। অনন্তর প্রজাপতিকে, তৎপরে গুহ্যগণকে, কশ্যপকে, অনুমতি ক্রমে আহুতি প্রদান করিয়া তৎপরে করিবে। নিত্যকর্ম্ম ক্রিয়াবিধানে পূর্ব্বে আমি তোমাকে যাইতে কহিয়াছি, সেই বৈশ্বাদব বলি প্রদান করিবে। সেই বলি আমার নিকট শ্রবণ কর। দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া যথাবিধানে পৃথক পৃথক দেবগণকে পর্জ্জন্য, ধরিত্রীধারক (অনন্ত), বায়ুকে তিন বলি এবং পূর্ব্বাদিক্রমে দিক সকলকে, ব্রহ্মাকে বলিপ্রদান করিয়া অন্তরীক্ষ, সূর্য্য, বিশ্বদেবগণ ও ভূতগণ, উষা ভূতপতি এই সকলকে ক্রমশঃ বলিপ্রদান কর্ত্তব্য। 'স্বধা নমঃ' এই মন্ত্রে পিতৃগণকে দক্ষিণে বলিপ্রদান কর্ত্তব্য। অপসব্য করিয়া বায়ুকোণে 'যক্ষ্মৈতৎতা" ইতি মন্ত্রে পাত্র হইতে অন্নাবশেষ ইচ্ছা করিয়া যথাবিধি তোয় দান করিবে। তদনন্তর অন্নাগ্র উদ্ধৃত করিয়া হন্তকারের উপকল্পন কর্ত্তব্য। যথাবিধি ও যথান্যায়ে শেষান্ন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। স্ব স্ব তীর্থদ্বারা যথাবিধি কর্ম্ম নিষ্পাদন কর্ত্তব্য। ব্রাহ্ম-তীর্থদ্বারা দেবতাদিগণের

আচমন ক্রিয়া করিবে। দক্ষিণপাণির অঙ্গুষ্ঠের উত্তর হইতে যে রেখা তাহাই আচমনের নিমিত্ত ব্রাহ্মতীর্থ নামে খ্যাত। তর্জ্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ পিতৃতীর্থ; নান্দীমুখ ব্যতিরেকে পিতৃতীর্থ দ্বারা পিতৃগণকে সলিলাদি প্রদান করিবে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকলে দৈবতীর্থ বিদ্যমান, তদ্দ্বারা দিব্য ক্রিয়াবিধি নিষ্পাদন কর্ত্তব্য। কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলে কায়তীর্থ, তদ্দ্বারা প্রজাপতির ক্রিয়া করিবে। এইরূপে এই সকল তীর্থ দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের নিয়তই ক্রিয়া নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য, অন্য তীর্থ দ্বারা কদাচই তাহা সম্পাদন করিবে না। ব্রাহ্মতীর্থে আচমন প্রশস্ত, পৈত্রতীর্থে পিতৃকার্য্য, দেবতীর্থে দেবতাগণের কার্য্য ও নিজতীর্থে প্রাজাপত্য ও প্রাজাপত্য তীর্থ দ্বারা নান্দীমুখের পিণ্ডোদকক্রিয়া এবং প্রজাপতির যাহা কিছু কার্য্য সম্পন্ন করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি একঘরে জল ও অগ্নি ধারণ করিবে না। গুরুর ও দেবতার অভিমুখে পাদ প্রসারণ অকর্ত্তব্য। জলপায়িনী গাভীগণকে আহ্বানাদি করিবে না। অঞ্জলি দ্বারা জলপান কর্ত্তব্য নয়। গুরুই হউক বা অল্পই হউক, সর্ব্ববিধ শৌচকালে বিলম্ব করা অনুচিত। মুখ দ্বারা অনলে ফুৎকার দান কর্ত্তব্য নয়। হে পুত্র! যে স্থানে ঋণদাতা, বৈদ্য, শ্রোত্রিয়, (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) সজলা নদী এই চারিটি না থাকে, তথায় বাস করা অকর্ত্তব্য। যে স্থানে শত্রুবিজয়ী, বলবান্, ধর্ম্মপর রাজ্য না থাকে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই স্থানে অবস্থিতি করিবে না; কুনৃপ হইতে কিছুতেই সুখলাভ হইতে পারে না। যে স্থানে রাজা দুর্দ্ধর্ষ, যে স্থানে বসুন্ধরা শস্যসম্পন্না, যেখানে নিয়ত ন্যায়ানুসারী পৌরগণ স্বেচ্ছাচারী না হইয়া সুসংযত, যেখানে লোকসকল মৎসরশূন্য, সেই স্থানে বাস করিলে সুখোদয় হয়। যে রাজ্যে কৃষিজীবিগণ প্রায়ই অতিভোগী না হয়, যেখানে অশেষবিধ ঔষধি (তৃণধান্যাদি) বিদ্যমান আছে, বিচক্ষণগণ সেই স্থানে বসতি করিবে। হে বৎস! যেস্থানে নিয়ত জিগীষু পূর্ব্ববৈরী বাস করে এবং যে স্থানে জনগণ নিয়তই উৎসব

করে, তথায় বাস করা কর্ত্তব্য নয়। পণ্ডিতগণ সুশীল সহবাসিগণের সহিত সততই বাস করিবে।

হে পুত্র! এই আমি তোমায় হিতের নিমিত্ত তোমার নিকট এই সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সদাচারাধ্যায়।

জাতি বিবেক।

ব্রাহ্মণ জাতি।

ব্রাহ্মণ শব্দের বাচ্যার্থে যিনি ব্রহ্ম পদার্থ বুঝিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। রূঢ় অর্থে যিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্মিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণ। গুণ ও কর্ম্ম দ্বারাও কতিপয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় যে পর্য্যন্ত ক্ষমাগুণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই, সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যলাভে বঞ্চিত ছিলেন; যেমন বিশ্বামিত্র তাহার উদাহরণ স্থল। ব্রাহ্মণের লক্ষণে যে সকল গুণের নির্দ্দেশ আছে, সেগুলি এই ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণাবলম্বী, শান্ত, দান্ত, তপস্বী, সন্তুষ্টচিত্ত, অন্তর্বাহ্যশৌচসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সরলান্তঃকরণ, ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তিবান্ এবং পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন। তাঁহার এই সকল গুণ স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন। কৃত্রিম গুণে ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না। অপিচ ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মশালী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অধীত বিদ্যার অধ্যাপনা, অনধিগত বিদ্যার অধ্যয়ন, যজ্ঞ

সম্পাদন জন্য নিজে যজমান হওয়া এবং অন্যের যজ্ঞ সিদ্ধিবিষয়ে যাজকতা-কার্য্য স্বীকার, সৎপাত্রে দান ও সৎপ্রতিগ্রহ এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কর্ম্ম বা বৃত্তি। আপৎকালে ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন বটে, কিন্তু আপদুদ্ধার হইলে তাঁহাকে স্বকীয় বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে; নচেৎ পতিত হইবেন। ক্ষত্রিয় বৃত্তির অভাবে বৈশ্যবৃত্তি ও করিবার বিধি আছে বটে, কিন্তু তাহারও সীমা নির্দ্ধারণ আছে। আপৎ-কালেও ব্রাহ্মণের শূদ্রবৃত্তি অবলম্বনীয় নহে। যথা ;—

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাজবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিকাং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্। গীতা অ ১৮।২
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামাবল্পয়ৎ॥ গীতা অ ১৮।২
তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেম্বিহ জন্মতঃ॥ মনু।

শাস্ত্রে আরও উল্লেখ আছে যে :—

জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারোদ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেৎ বিপ্রো ব্রাহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ॥

ক্ষমাগুণই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব। তদ্ধেতু ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রিয়জয়ী। এইজন্য সকল জাতির মস্তক তাঁহাদের চরণে স্বতই অবনত হইয়া পড়িত; সকলেই দাসবৎ অনুগত হইয়া নিজদিগকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিত। কিন্তু ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় রিপু ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহাদের ক্ষমাগুণ থাকায় সে দোষ দোষমধ্যে ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা তৃতীয় রিপু লোভের অত্যন্তভাবে বশীভূত হইয়া পড়িতেছেন; অন্যান্য রিপুগণও ক্রমশঃ অল্প-বিস্তর আধিকার বিস্তার করিতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়িতেছেন, এবং

সকলের শ্রদ্ধা হারাইতেছেন। ভারতের এই শিরোমণি জাতি কালে যে কি দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তার বিষয়; ব্রাহ্মণদিগের এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। ভ্রষ্টাচার বশতঃ অনেক জাতিই যে অপদস্থ হইয়াছেন, তাহা জাতিতত্ত্বালোচনায় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

ক্ষত্রিয় জাতি।

ব্রাহ্মণগণ যেমন পৃথক্ পৃথক্ গোত্রসম্ভূত ও তদনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বংশাবলী বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেন, ইহারাও ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গোত্রানুসারে নিজ নিজ পরিচয় দেন। ইহারা ব্রহ্মার বাহু হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন বলিয়া শৌর্য্য ও বীর্য্যসম্পন্ন রজোগুণ প্রকৃতিক, তদ্ধেতু ব্রাহ্মণের নিম্নে ও অন্য বর্ণের উপরিভাগে আসন প্রাপ্ত হন।

পরাক্রান্ত বীর পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় করেন। তৎপরে বংশরক্ষার্থে অনেক ক্ষত্রিয়পত্নী ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লয়েন। তদনুসারে এখনকার অধিকাংশ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয় জাতির ক্ষেত্রে উৎপন্ন; সুতরাং ইহাদিগের আদিপুরুষেরা ব্রাহ্মণসন্তান; তদনুসারে অনেকে পূর্ব্বগোত্রবর্জ্জিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করণকালে গর্ভবতী ক্ষত্রিয় রমণীর গর্ভ নষ্ট করেন নাই। তদনুসারে ক্ষত্রিয়কুল এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ তিনি যে সমূলে ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিতে পারেন নাই, তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ দশরথাদির বিদ্যমানতা এবং রামচন্দ্র হইতে তাঁহার নিজ পরাভব। লব ও কুশাদির বংশ অদ্যাপি সর্ব্বত্র বিরাজিত আছে।

অনুরাগাত্মক রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তির, অর্থাৎ কার্য্যকুশল, আত্মাভিমানী ও সৎক্রিয়াশালী মনুষ্যের উপাধি ক্ষত্রিয়। এই লক্ষণানুসারে সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় যে সকল ব্যক্তিকে যশ আকাঙ্ক্ষী, কর্তৃত্বাভিমানী, শোক হর্ষাদির বশীভূত, শৌর্য্যগুণসম্পন্ন, কার্য্যকারণ নিমিত্ত ধৈর্য্যগুণাবলম্বী, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ, কর্ম্মের ফলপ্রত্যাশী, লুব্ধপ্রকৃতিক, হিংসক, নিত্য শুচিতার অভাববিশিষ্ট, প্রজারক্ষণে তৎপর, দান যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও ভোগাভিলাষী দেখা গিয়াছিল, তাহাদিগের উপাধি ক্ষত্রিয় বা রাজন্য হয়। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি দিগ্বিজয় বা নির্ব্বাসনাদি কারণবশতঃ অব্রাহ্মণ্য দেশে আবাস গ্রহণ করেন, এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনবশতঃ কালক্রমে বেদবিহিত সৎক্রিয়াহীন ও সদাচার পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা রজোগুণসম্পন্ন হইয়াও ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হেতু অনাচার নিবন্ধন ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়েন। সুতরাং ইহারা বৃষল অর্থাৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। তন্মধ্যে যবন, চীন, হূন, শক, পারদ, পহ্লব, কিরাত, দরদ, খশ, পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রবিড় ও কম্বোজ প্রধান। ইহাঁরা আর এখন ক্ষত্রিয় পদবাচ্য নহেন।

রাজপুত।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম রাজপুত। রাজপুতেরা ব্রাহ্মণাদির ন্যায় গোত্রানুসারে আপনাদিগের মধ্যে বংশমর্য্যাদার ন্যূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া লন। ইহাঁরাও সাধ্যপক্ষে আপন অপেক্ষা উচ্চবংশের সদগুণশালী ও সুশীল পাত্র না পাইলে কন্যা সম্প্রদান করেন না।

ইহাঁদিগের কতিপয় বংশের মধ্যে এমন একটী প্রথা প্রচলিত আছে যে, কন্যা জন্মিবামাত্র তাহার প্রাণনাশ করা হয়। কন্যাসন্তান কি জন্য বিনষ্ট হয়, তাহার কারণ নির্দ্দেশে এই জানা যায় যে, কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কুলের রাজপুতগণ অন্যের শ্যালক হওয়া ঘৃণার বিষয় জ্ঞান করেন। তদনুসারে কন্যাসন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার ধ্বংস অপরিহার্য্য হয়। সুতরাং অন্যকে ভগিনীপতি (বোনাই) বলিতে হয় না, এবং অন্য কোন রাজপুত ইহাঁদিগকে শ্যালক বা শ্বশুররূপ অবমাননাকর উপাধিতে সম্বোধন করিতে পারেন না। এই অহঙ্কারটী চিরস্থায়ী রাখিবার জন্যই ঐ সকল বৃথাভিমানী রাজপুতগণের ভাগিনেয় বা দৌহিত্র সন্তান সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর।

অনেক স্থলে কন্যাদিগের প্রাণসংহার না করিয়া তাহাদিগকে অরণ্য বা নদীস্রোতে নিক্ষেপ করা হয়।

এক্ষণে অনেকস্থলে এ কুপ্রথা রহিত হইয়া আসিয়াছে, এবং ঐ সকল রাজপুতগণের ভ্রান্তি ও অহঙ্কার অনেক অংশে তিরোহিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে রাজপুত বা রজপুত বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় (ছত্রী) বলিয়া অভিহিত করেন। এই সকল রাজপুতের গর্ভাধানাদি দশসংস্কারকার্য্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের অনুরূপ নহে। এই সকল ছত্রী জাতি সুতরাং বঙ্গে ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য, তদনুসারে রাজন্য সম্মানাস্পদীভূত।

বৈশ্যজাতি।

তৃতীয় বর্ণ—ইহাঁরাও দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য। বৈশ্যজাতি ব্রহ্মার উরু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার প্রায় ক্ষত্রিয় সদৃশ, তবে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নতাও আছে। সেগুলি

আচার ব্যবহার বর্ণনস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইবে। বৈশ্যগণও রজোগুণসম্পন্ন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিশধাতুর অর্থ ধরিলে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদেশে আসার প্রসার জন্য প্রবেশ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্য।

বৈশ্যদিগের জাতীয় ব্যবসায়—কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীদ ব্যবহার। ইহাঁদিগের সাধারণ নাম শ্রেষ্ঠী বা বণিক্। বঙ্গদেশীয় বৈশ্যগণের অধিকাংশই প্রায় শূদ্রমধ্যে পতিত হইয়াছেন, যথা তিলি সদেগাপ, সুতরাং সুবর্ণবণিক এস্থলে তাঁহাদিগের পৃথক্ নির্দ্দেশের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

বৈশ্যলক্ষণে যে সকল কার্য্যের উল্লেখ আছে, বঙ্গদেশীয় কোন জাতি-মধ্যেই সে কার্য্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান বা তদ্রূপ সদাচার দেখা যায় না। বৈশ্যগণ কৃষিবাণিজ্য ও পশুরক্ষণ হেতু নানা দেশ বিদেশে ভ্রমণ উপলক্ষে সর্ব্বস্থানীয় দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন; কোন্ ক্ষেত্রে কি প্রকার বীজ বপন ও বৃক্ষরোপণ করিলে কিরূপ ফল জন্মে, তাহা নির্ণয় করেন। দেশবিদেশীয় দ্রব্যের আসার প্রসার নিরূপণপূর্ব্বক তত্তদ্দেশের পশুজাতির পরিবর্দ্ধন, ভৃত্যের ভৃতি নির্ণয়, নানা ভাষাপরিজ্ঞান, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় দ্রব্যের বিনিময় এবং অন্য স্থানের আসার প্রসারে স্বদেশের শুভাশুভ বিবেচনা, ব্রাহ্মণ, অতিথি, অনাথ, শরণাগত ও ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীমাত্রে অন্নদান, সৎপাত্রে দান, যজ্ঞ, বিদ্বজ্জনের সম্মান এবং বার্ত্তা-শাস্ত্রের পারদর্শিতা বৈশ্যজাতির পক্ষে স্বাভাবিক বৃত্তি।

মনু ৯ অ, ৩২৭-৩৩৩ শ্লো।

বঙ্গদেশীয় স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক, কংসবণিক, শঙ্খবণিক, মণিবণিক, তিলী, তাম্বুলী ও বারুই পর্য্যন্ত বৈশ্য শ্রেণীতে উন্নীত হইবার জন্য সমুদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু স্বর্ণবণিক ব্যতীত অন্যজাতিগুলি বৈশ্যশ্রেণীতে স্থান না পাইলেও নবশায়ক শ্রেণীতে সৎশূদ্র বলিয়া গণ্য ও চিরপরিচিত এবং কায়স্থের সমকক্ষ।

সৎশূদ্রের অধিকার যাহাদিগের প্রস্তুত ঘৃতপক্ক তৈলপক্ক, দুগ্ধপক্ক এবং জলোপযোক বিনা কেবল অগ্নিপক্ক দ্রব্য ব্রাহ্মণ ও দেবসেবায় ব্যবহৃত হয়

শূদ্রজাতি।

শূদ্রগণ ব্রহ্মার পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হয়েন। দ্বিজাতি সেবা ইহাদিগের জাতীয় বৃত্তি। কেহ কেহ বলেন, এক্ষণে প্রকৃত শূদ্র নাই। যখন বেন রাজার অধিকার হয়, তদবধি রাজ্য শাসনের সুশৃঙ্খলা না থাকায় নহুষ রাজার সময় পর্য্যন্ত নিতান্ত অরাজক হয়। সেই কালেই অনুলোম প্রতিলোম বর্ণের কতকগুলি কামুক স্ত্রী পুরুষের সংস্রব ঘটে, সেই সকল স্ত্রী পুরুষের সন্তানগণ বর্ণসঙ্কর বলিয়া খ্যাত।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ সৎশূদ্র ও প্রকৃত শূদ্র বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, বর্ণসঙ্কর নহেন। যাঁহারা আপনাদিগকে প্রকৃত শূদ্র বলিয়া জানেন, তাঁহারা আপনাদিগের নাম নির্দ্দেশকালে জাতীয় উপাধির পূর্ব্বে 'দাস' শব্দ সংযোগ করিয়া থাকেন।

যে সকল শূদ্রবর্ণ শূদ্রমণির সন্তান নহেন, তাঁহারা বর্ণসঙ্কর জাতি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির সংমিশ্রণে তাঁহাদিগের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত শূদ্র নহেন; সেইজন্য শূদ্রের পরিচায়ক 'দাস' শব্দকে ঘৃণার বিষয় জ্ঞান করেন। বর্ণসঙ্করের অনেক জাতি ব্রাহ্মণবৎ-দশরাত্রি অশৌচ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে তথাপি কি তাহারা সৎশূদ্র অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রাপ্ত হয়? অথবা সৎশূদ্রের নিম্নে আসন গ্রহণ করে?

নানা মুনির নানা মত। তদনুসারে কেহ বলেন যে, শূদ্রগণ ব্রহ্মার

পাদদেশ (অধম অঙ্গ) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অন্য তিন বর্ণ হইতে নিকৃষ্ট জাতি। কেহ বলেন, ব্রাহ্মকল্পে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় অর্থাৎ সকলেরই সাম্যভাব ছিল। উচ্চ নীচ জাতি ছিল না। সকলেই ব্রাহ্মণ। অবলম্বিত কর্ম্মের গৌরব ও লাঘব এবং স্বীয় প্রাকৃতিক গুণের একের আধিক্য হেতু অপর গুণদ্বয়ের অপ্রকাশ নিবন্ধন উচ্চ ও নীচ বৃত্তি জন্মে। তদনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতি চতুষ্টয়ের বিভাগ হয়। ব্রহ্মার অধমাঙ্গ হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন জাতিগত নিকৃষ্টতা ঘটে নাই। গুণত্রয়ের একের প্রভাব ও অপরের অভিভব জন্য উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বর্ণ বিভাগ হইয়াছে। কোন কোন ঋষি বলেন, ব্রাহ্মণ সন্তান জাতমাত্র ব্রাহ্মণ। অপর ঋষির মতে, ব্রহ্মবংশে জন্মপরিগ্রহ মাত্র ব্রাহ্মণ হয় না, যাবৎ উপনয়নাদি সংস্কার না হয়, তাবৎকাল ব্রাহ্মণ সন্তানগণ শূদ্রতুল্য; ব্রহ্মকল্পে সেরূপ ছিল বটে। কিন্তু অধুনাতনকল্পে বর্ণ বিভাগ পুরুষানুক্রমিক হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে জাতিভ্রংশ ঘটিতে পারে, অর্থাৎ নীচ হয়। কিন্তু নীচজাতীয় ব্যক্তির আর ব্রাহ্মণ্য জন্মে না।

নবশায়কজাতি

দেশ ভাষায়—তেলী, মালী, তাম্বুলী; গোপ, নাপিত, গোছালী (বারুই) কামার, কুমার, পুটুলী (গন্ধবণিক); এই নয়টী জাতি নবশায়ক বলিয়া প্রচলিত; কিন্তু পরাশর সংহিতার বচনে;—

গোপো মালী তথাতৈলী তন্ত্রী মোদকবারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কঃ॥

দেশ-ভাষার সহিত শাস্ত্রোক্ত বচনের একটু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব এস্থলে দেশ-ভাষা ছাড়িয়া শাস্ত্রের বচনই গ্রহণীয় ও মান্য করিতে হইবে। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তিলি তাম্বুলী ও গন্ধবণিক এই তিনটী জাতিকে নবশায়ক মধ্যে পরিগণিত করে নাই। এই তিন জাতিকে কেহ শূদ্র, কেহ নবশায়ক ও কেহ বা বর্ণশঙ্কর আখ্যা দিয়া থাকেন। কেবল গোপ, মালী, তৈলী (তৈল প্রস্তুত কারক) তন্ত্রী (তাঁতী) মোদক (ময়রা) বারুজী (বারুই) কুলাল (কুম্ভকার) কর্ম্মকার ও নাপিত এই নয়টী জাতি নবশায়ক মধ্যে পরিগণিত। অনেকেই তেলি ও তিলী এই দুই জাতিকে এক জাতি বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন।

পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয়করণ বিষয়ে গোপাদি নয়টী জাতি সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া, নবশায়ক শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

পরশুরাম স্বীয় পিতা ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পিতঃ, কোন্ কোন্ জাতি বা ব্যক্তি অনায়াসে ও নিঃশঙ্কভাবে সমস্ত গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহস্থের সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইতে সমর্থ হয়? ভৃগু কহিলেন, স্ত্রীজাতিমাত্র এবং গৃহস্থের প্রয়োজনসাধক নয়টী জাতির পুরুষও সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পারেন। (১)গোপ—দুগ্ধ দধি ও ঘৃতাদি দ্রব্য বিক্রয়ার্থ, (২) মালী—পুষ্প বিক্রয় জন্য, (৩) তৈলী—তিল সর্ষপাদির বিনিময় সাধনার্থ, (৪) তন্ত্রীর বস্ত্র, (৫) মোদক—মোদক ও লাডডুকাদি মিষ্টান্ন, (৬) বারুজীর তাম্বুল, (৭) কুম্ভকারের ঘটাদি (৮) কর্ম্মকারের অস্ত্রাদি গঠন পূর্ব্বক গৃহোপকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন, (৯) নাপিতের ক্ষৌর কার্য্য ও সেবায় কৃতিত্ব প্রদর্শন জন্য লোকের সন্তোষবিধান। ঐ সকল জাতির কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই লোকরঞ্জন হেতু সমুদায় গৃহস্থের গৃহে অনায়াসে প্রবেশ করিতে এবং সমুদায় সংবাদ লইতে অনায়াসে সমর্থ হয়। যদিও ধোপানী কলুনী ও জেলেনী প্রভৃতিও ঐ প্রকারে গৃহস্থের প্রয়োজন সাধন উদ্দেশে অন্তঃপুরে

প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারা অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পার্শ্বে বসিয়া গল্প করিতেও সমর্থ হয় না। গৃহস্থের কার্য্য সাধন হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে। পলায়িত ক্ষত্রিয়গণের সন্ধানের বার্ত্তা যে সকল জাতি দিয়াছিল, তাহারা পরশুরাম কর্ত্তৃক তাঁহার শায়ক শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। পরশুরাম ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় নরপতিদিগের ক্ষতি করেন নাই। নিঃক্ষত্রিয় করার সময়ে তিনি দুষ্ট ক্ষত্রিয় ও অনাচারী অসংযমী অত্যাচারীদেরই বিনাশসাধন করেন। অপরের ক্ষতি করেন নাই। ধর্ম্মাত্মারা নিগৃহীত হন নাই, বস্তুতঃ এখন যে সকল পলায়িত (পলিয়া) ক্ষত্রিয় জাতি বিদ্যমান আছে, তাহারা নবশায়ক কর্ত্তৃক পরশুরামের নিকট নিষ্পীড়িত হইয়াছিল বলিয়া নবশায়কের সমস্ত বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। পলিয়া জাতির সহোদরগণ মধ্যে কেহ গোপের বৃত্তি, কেহ তৌলি, কেহ মোদক, কেহ নাপিত, কেহ বারুজী, কেহ কুম্ভকার, কেহ কর্ম্মকারের ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ রংপুর দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় পলিয়া জাতির মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল ক্ষত্রিয় তৎকালে সঙ্কুচিত ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহারা কোচ এই আখ্যা ধারণ করিয়াছে। তাহারাও পলিয়াদিগের মত সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাতে ঐ দুই জাতির মর্য্যাদা অথবা সামাজিকতার ইতরবিশেষ হয় না। ব্যবসায়ের বিভিন্নতা হেতু স্বীয় স্বীয় জাতির মধ্যে বিবাহ বা অন্নগ্রহণে পরস্পরের কোনও বাধা দেখা যায় না। নবশাখ বলিলে ইহাই বুঝিতে হয় যে, একটী কোন মূল জাতির নয়টী শাখা মাত্র লইয়া নয়টী জাতি হইয়াছে। বস্তুতঃ নবশায়ক তাহা নহে। কারণ কোন বৃক্ষেই বিভিন্ন জাতীয় ফল জন্মে না। দেখ, আম বৃক্ষের শাখা বিশেষে কি কাঠাল, জাম, নারিকেল, খর্জ্জুর, দাড়িম্বাদি জন্মে? তদ্রূপ গোপ মালী তন্তু প্রভৃতি নববিধ জাতির নববিধ বৃত্তির প্রভেদ অবশ্যই নিতান্ত পৃথক,

ইহা সকলেরই বোধগম্য আছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক পরম পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদীয় বাচস্পত্য অভিধান নামক গ্রন্থে গোপ মালী প্রভৃতি নয়টী জাতিকে স্পষ্টাক্ষরে নবশায়ক লিখিয়াছেন; নবশাখের নামগন্ধও করেন নাই। বচনটী পরাশরের বলিয়া প্রমাণ দিয়াছেন। প্রাচীন পুথির পাঠ না হইলে তিনি কদাচ উদ্ধার করিতেন না।

নবশায়কগণ এক প্রকার শুদ্ধ শূদ্র। যদিও বৈশ্য শব্দে কৃষিব্যবসায়ী এবং শিল্পব্যবসায়ী উভয়কেই বুঝাইতে পারে, তথাপি নবশায়কগণ উপবীত গ্রহণ ও বেদাধ্যয়ন না করায় ইহাদিগকে শূদ্র শ্রেণীতে পরিগণিত করা হয়; তবে বিশেষত্ব এই যে, ইহারা শুদ্ধ, অর্থাৎ ইহাদের স্পৃষ্ট গঙ্গাজল, কূপজল বা অন্য যে কোন প্রকার জল ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করিতে পারেন। কার্য্যতঃ কিন্তু এই নয় জাতি সকলকে সমান শুদ্ধ মনে করা হয় না। যেমন তৈলিক যদিও নবশায়কের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি ইহারা মোদক বা নাপিতের ন্যায় শুদ্ধ নহে। নবশায়ক ব্যতীত অন্য শূদ্রের স্পৃষ্ট গঙ্গাজল মাত্র ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কি নবশায়ক শূদ্র, কি তদিতর শূদ্র কাহারও স্পৃষ্ট পক্ক দ্রব্য ব্রাহ্মণেরা আহার করিতে পারেন না। নবশায়ক শূদ্র ও তদিতর শূদ্রদিগের মধ্যে আর একটি প্রভেদ এই যে, নবশায়কদিগের যাজকতা করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হন না; কিন্তু অন্যান্য শূদ্রের যাজকতা করিলে, তাঁহাকে পতিত হইতে হয়। যদিও শাস্ত্রে কোন শূদ্রের দান গ্রহণ করিতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি নিষেধ আছে, তথাপি কার্য্যতঃ অনেক ব্রাহ্মণই নবশায়ক দিগের দান গ্রহণ করিয়া থাকেন।

১। গোপ (গোয়ালা বা পল্লব গোপ)।

এই জাতির কৃত দধি, পক্কদুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা নবনীত প্রভৃতি বস্তু সর্ব্বত্র প্রচলিত। জলও প্রায় সর্ব্বত্র চলিত হইয়া আসিয়াছে। উড়িষ্যায় যাহারা গৌড় বলিয়া অভিহিত, পশ্চিমে যাহারা আহীর বা মথুরাবাসী বলিয়া খ্যাত ও বঙ্গে গোয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারাই প্রকৃত গোপ শব্দবাচ্য। এই জাতির মধ্যে বহুতর শাখা প্রশাখা আছে। ইহারা অন্যের নিকট যখন পরিচয় দেয়, তখন আপনাদিগকে পল্লব গোপ বলিয়া অভিহিত করে। আধুনিক সদ্গোপেরা বৈশ্যত্বের দাবী করেন।

পল্লবদিগের মধ্যে যাহারা গরু দাগে, তাহাদিগকে ভোগা গোয়ালা বলে; তাহাদিগের জল অস্পৃশ্য ও অব্যবহার্য্য।

দধি, দুগ্ধাদি সম্ভূত গব্য বা মাহিষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণ ও গোরক্ষণ ইহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়। কৃষিকার্য্যও ইহাদিগের অবলম্বনীয় বৃত্তি ঘটে। গোয়ালা দিগের জল, সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গদেশে মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অগ্নিহোত্র বাজপেয়ী প্রচলিত করেন। তদবধি ইহারা স্থলবিশেষে ময়রার ব্যবসায়ও করিয়া থাকে।

২। মালী (মালাকার)।

নবশায়ক জাতির মধ্যে মালী জাতি বা মালাকার চিরকালই স্বীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে।

এই জাতির সংখ্যা বঙ্গদেশে অতি অল্প; ইহাদের বংশ ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। কেহ বলেন একস্থানে বসিয়া কাজ করায় শরীর সঞ্চালনের

অভাবে, কেহ বলেন, অন্তর্বাহ্য শৌচ না থাকায় দেবকার্য্যের পুষ্প চয়নাদির জন্য পাপে বংশক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। কেহ বলেন, ইহাদের অল্পবয়সে বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন হওয়াও অন্যতম কারণ।

বিজ্ঞজনেরা কহেন, নির্ধনতা, মূর্খতা, নিতান্ত জড়তা অর্থাৎ নিশ্চল ভাব ও আত্মোন্নতি বিষয়ে নিশ্চেষ্টতাই এই জাতির অনুন্নতি, পতন ও ক্ষয়ের মূল।

মালী জাতি অতি নিরীহ, শান্ত, অল্প লাভে সন্তুষ্ট, সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্ত। বস্তুতঃ ইহারাই প্রকৃত পক্ষে সৎশূদ্র।

বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও বীরভূম জিলায় উগ্রক্ষত্রিয় আছে, তাহারাও নবশায়কের মত সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

৩। তৈলী (তেলী)।

তেলী জাতিরা তৈল প্রস্তুত করে, তেলী জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকে, কোনও দেশে তেলী, কোনও দেশে কলু ও কোনও কোনও দেশে গড়াই বলিয়া থাকে।

চিরকালই তেলী জাতি গরুর দ্বারা ঘাইন হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকে, ইহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। হিন্দু সমাজ গরুকে চিরকালই দেবতা বলিয়া মান্য করিয়া আসিতেছেন এবং গরুকে রীতিমত পূজা করিয়া থাকেন; গরুর প্রতি কোনও রূপ অত্যাচার হইলে হিন্দুর প্রাণে তাহাতে বড় আঘাত লাগে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, কলুরা গরুর চক্ষু খোলা রাখিয়া তদ্দ্বারা ঘাইন হইতে তৈল প্রস্তুত করিবে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কাজে অনেক সময় বাধা পড়িত, কেননা যে সময়ে গরু ঘাইনে লাগান থাকে, সেই

সময়ে যদি সেই এঁড়েগরু কোনও একটি গাভীকে দেখিতে পায়, সে তাহার দিকে ধাবিত হইবার জন্য কার্য্যেরনানারূপ বিশৃঙ্খল জন্মাইত। সেই জন্য সমস্ত তৈলী অর্থাৎ কলুরা একদলবদ্ধ হইয়া নিয়ম করিল যে, এঁড়ে গরুগুলির মুস্ক কাটিয়া আকল করিয়া তদ্দ্বারা তৈল প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহাদের চোখে ঠুলি বাধিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে তাহাদের দৃষ্টি অন্যদিকে যাইবে না, সুতরাং কার্য্য সুন্দররূপে সুশৃঙ্খলে চলিবে। গরুর প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিতে দেখিয়া সাধারণে ঐ কার্য্যে বাধা প্রদান করেন এবং তাহাদের সকলকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। সেই প্রায়শ্চিত্তের ব্যয় তেলী জাতির প্রত্যেকের সাধ্যাতীত হওয়ায় এবং ব্যবসার পক্ষে ব্যাঘাত হইবে বলিয়া ঐ আদেশ তাহারা প্রতিপালন করে না, সেই অপরাধে তেলী জাতীর হাতের জল ব্যবহার্য্য নহে এবং নবশায়ক জাতির পুরোহিতেরা তাহাদের যাজন ক্রিয়া করিতে পারিবে না, এবং সেই অবধি তেলী জাতি নবশায়ক হইতে বহির্ভূত হইল।

অনেকে তেলিকে তিলি জাত বলিয়া ভ্রম করেন, ও নবশায়ক অন্তর্ব্বর্ত্তী মনে করেন।

৪। তন্ত্রী (তন্তুবায় বা তাঁতি)।

এই জাতি তন্ত্রী বা তাঁতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা প্রধান শিল্পী। ইহাদিগের নানা সম্প্রদায় ও অনেক অবান্তর ভেদ আছে, তন্মধ্যে পরস্পর ঐক্য নাই। ইহারা পূর্ব্বে স্বাবলম্বনপ্রিয় ছিল, এক্ষণে ঐ গুণের বিশেষ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। পরস্পর স্পর্দ্ধা হেতু ইহারা বস্ত্রবয়ন সম্বন্ধে চরম উন্নতি দেখাইয়া আসিয়াছিল। বিলাতী কলের বস্ত্র প্রচলন ও সুলভ

হওয়ায় ইহাদিগের আশা ভরসা এককালে লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্ সুসভ্য ইউরোপীয় জাতি সূক্ষ্ম বস্ত্রবয়নে অদ্যাপি ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে পারে নাই। ইহা ইহাদিগের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। যদিও ইহাদিগের মধ্যে অনেক গণিত-বেত্তা, পূর্ত্তকার প্রভৃতি শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে জাতীয়ব্যবসার উন্নতিকল্পে কাহারও তাদৃশ স্পৃহা দেখা যায় না। এই কারণেই এই জাতি পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। এই জাতির নির্ধনতা ও আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া বঙ্গদেশীয় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই ভীত হইয়াছেন, এবং সাধ্যানুসারে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন ; সুখের বিষয়, এই দেশীয় বস্ত্রের গৌরব অদ্যাপি কমে নাই।

৫। মোদক (ময়রা)।

ইহাদিগেরও সম্প্রদায় ভেদ আছে। তদনুসারে পরস্পর পৃথক্ শ্রেণী ও পৃথক্ কুল বলিয়া পরিচিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত আহার ব্যবহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ নাই। শূদ্রের জাতি সাধারণ উপাধি ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যমান আছে। এই জাতির উচ্চাশা নাই, পিতামাতা অভিভাবকগণ সন্তানদিগকে নিজ স্ব স্ব ব্যবসায়ের পটু করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট, সামান্য মূলধনে নিত্য সামান্য আয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই সন্তুষ্টচিত্ত। এজন্য এই জাতি সদানন্দ প্রকৃতিক, শিষ্ট, ভদ্র, নিরহঙ্কার।

ইহারা বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সমুদয় শিল্পীই বিশ্বকর্ম্মার ও ঘৃতাচীর পুত্র বলিয়া লোকসমাজে আপনাদিগকে অভিহিত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দ (তাঁতি), কুম্ভকার, কংসকার, এই ছয় জাতি শ্রেষ্ঠ। যথা—

ঘৃতাচী বিশ্বকর্ম্মণোন ব পুত্রাশ্চ শিল্পিনঃ।
মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য মস্তক মুণ্ডন করেন; যে নাপিতের নিকট প্রথম মুণ্ডিত হয়েন, তাহাব নাম মধু নাপিত। মধু নাপিত মহাপ্রভুর মস্তক স্পর্শ করিয়াছে; সুতরাং সে আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিল যে, সে যখন মহাপ্রভুর উত্তমাঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, তখন সে আর অপরের পাদস্পর্শ (অর্থাৎ ক্ষৌর) ইচ্ছা করে না। প্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা ব্যতীত অন্য অভিলাষ রাখে না। মহাপ্রভু তদীয় ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুকে কহিলেন, 'বৎস, অদ্যাবধি তোমাকে আর ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে হইবে না। তুমি মোদক ও লড্ডুকাদি প্রস্তুত কর, তোমার অধস্তন সন্ততিবর্গও যেন আর ক্ষৌর কর্ম্ম না করে।' তদবধি ঐ মধুনাপিতের বংশাবলী ও তৎসংসৃষ্ট নাপিতেরা ক্ষৌর কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ময়রার ব্যবসায় আরম্ভ করে, তদবধি ইহাদিগের নাম ময়রা ও যাহারা পূর্ব্বাবধি মোদকাদি প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগের নাম কুরী মোদক থাকিল। এক্ষণে নাপিত ও মধুনাপিত (ময়রা) পৃথক্ পৃথক্ জাতি বলিয়া গণ্য; কুরী— মোদক যথার্থ ময়রা।

৬। বারুজী বা বারুই জাতি।

ইহারা সর্ব্বদাই শ্রমসাধ্য বরজ নির্ম্মাণ ও তাম্বূলের বপন, রোপণ, ছেদন, সংস্করণ ও বিক্রয় ব্যাপারে আপনাদিগকে নিত্যকালই ব্যাপৃত রাখে। সেই কারণে ইহাদিগের মধ্যে অলসভাবাপন্ন ও অসৎপ্রকৃতির

লোক অতি বিরল। তদ্ধেতু ইহারা শ্রমশীল, সবল শরীর দীর্ঘজীবী ও বহু পরিজন-সম্পন্ন। ইহাদিগের আচার ব্যবহার কায়স্থের তুল্য। ইহাদিগের জাতি সাধারণ অবনতিও নাই, উন্নতিও দেখা যায় না। বিদ্যা শিক্ষায় এই জাতির বিশেষ আস্থা দেখা যায় না।

ইহাদিগেরও সম্প্রদায় ভেদ আছে। তদনুসারে পৃথক্ শ্রেণীতে পরিণয় সূত্রে কুটুম্বিতা হয় না। বন্ধুতা-নিবন্ধন আহারাদি চলে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ব্রাহ্মণবীর্য্যে তাম্বুলীর গর্ভে বারুজীর জন্মের কথা আছে। যথা—

ব্রাহ্মণস্তু তু তাম্বুল্যাং পুত্রোঽসৌ বারুজিঃ স্মৃতঃ।
তাম্বুল ব্যবসায়ী চ ফলৌ সচ্ছূদ্রবৎ স্মৃতঃ॥

বারুই জাতি সামান্যতঃ সরল ও ধর্ম্মভীরু ও সত্যনিষ্ঠ।

৭। কুলাল (কুম্ভকার)।

এই জাতির উৎপত্তি বিষয়ে নানা পুরাণে নানাবিধ উক্তি আছে। সমুদয় উক্তিতেই সাঙ্কর্য্য দোষ দেখা যায়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে ইহাদিগের বর্ণসঙ্করত্বের হেয়তা বোধ হয় না। শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয় পত্নীর গর্ভজাত বলিয়া জারজত্ব আসিয়া পড়ে মাত্র। সঙ্কর জাতির কোন ব্যক্তিই সে দোষ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন না। যথা—

কুম্ভকার তন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবতুঃ।
কর্ম্মকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাৎ তস্যাং বভূবতুঃ॥

কুম্ভকারগণ এ পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করে নাই। শিল্প বিষয়ে ক্রমে উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রতিমা নির্ম্মাণ ও মনুষ্যাদির

রূপ নির্ম্মাণে বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশ করিয়া থাকে। কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ এ বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হাড়ী কলসী প্রস্তুত ও কূপ খননাদি কার্য্য ইহাদিগের জাতীয় বৃত্তি। এই ব্যবসায় দ্বারা সাধারণে সংসার নির্ব্বাহ করে। ইহারা একদণ্ডও নিশ্চেষ্ট নহে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই কার্য্যে আসক্ত থাকে।

এই জাতির অধিকাংশই শৈব। তদনুসারে ইহারা বৈশাখ মাসে মহাদেবের প্রীতিসাধন মানসে আপনাদিগের কার্য্য বন্ধ রাখে। যাহারা এককালে কার্য্য বন্ধ রাখিতে সমর্থ নহে, তাহারা সৌর বৈশাখ মাসে চক্রের আবর্ত্তনসাধ্য ঘটাদি নির্ম্মাণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ থাকে। পূর্ব্বকালে ইহাদিগের বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ ছিল। মহাকবি কালিদাসের একজন কুম্ভকার বন্ধু অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, কালিদাস কুমার সম্ভবের উত্তরখণ্ডে যে অংশে হরপার্ব্বতী মিলন আছে, উহা দেখাইতে যান। কুম্ভকার উহা একখানি কাঁচা সরার উপর রাখেন। কালিদাস উহা দেখিয়া ঐ অংশ কাঁচা হইয়াছে মনে করিয়া তাহা প্রকাশ করেন নাই। ইহাতেই কুমার সম্ভবের উত্তর ভাগে লোকের বিশ্বাস নাই।

৮। কর্ম্মকার বা কামার জাতি।

এই জাতি বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায়, কার্য্যপ্রিয়, পরিশ্রমী, চতুর ও শিল্পী। ইহাদিগেরও একতার অভাব নাই। এই জাতির মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অধিক প্রবল; শৈব ও শাক্ত মত ও নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা রাঢ়ী, বারেন্দ্র সাতগেয়ে ও সোনারগেঁয়ে ভেদে চারি প্রকার। ইহারা সৎশূদ্রের নবশায়কদলের অষ্টম সংখ্যায় পরিগণিত।

৯। নাপিত বা নরসুন্দর জাতি।

এই জাতি নবশায়কের নবম সংখ্যার পূরক। যদিও ইহারা পূর্ব্বে দুই শ্রেণীতে পরিগণিত ছিল, এক্ষণে বঙ্গদেশে এক হইয়া গিয়াছে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণের মতে নাপিতের ও দধি দুগ্ধ প্রস্তুতকারী গোপ জাতীয় ব্যবসায়ে দেহাশৌচ জন্মে না।

যথা সেবায়াং নাপিতঃ শ্রেষ্ঠস্তথা সংস্কার কর্ম্মণি।
গোপনাপিতানাং কার্য্যে দেহাশৌচং ন মন্যতে॥

এই বচনানুসারে বঙ্গদেশীয় নাপিতগণ আপনাদিগকে পতিত মনে করে না। তদনুসারে ইহারা সৎশূদ্র মধ্যেই পরিগণিত আছে।

ইহারা স্বাভাবিক চতুরতাসম্পন্ন, কিন্তু ইহাদিগের চাতুর্য্য ধূর্ত্ততা ও বঞ্চকতা বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সে যাহা হউক, ইহারা অতি অল্পেই পরিতুষ্ট এবং সেব্য জনের সর্ব্বদা হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বিশেষ অনুগত। ইহাদিগের জাতি সাধারণ স্বজাতিপ্রিয়তা বা বৈরভাব নাই। ইহাদিগের অধিকাংশই শাক্ত।

পুঁটুলি।

দেশীয় ভাষায় যে নবশায়কের নাম গুলির মধ্যে পুঁটুলীয় নাম উল্লেখ আছে, দেশাচার মধ্যে ইহার নবশায়কের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছেন।

শাঁখারি, কাঁশারি, তামুলী (তাম্বুলী), গন্ধবণিক্ ও কুরী এই পাঁচ জাতি সাধারণতঃ পুঁটুলীর মধ্যে পরিগণিত, ইহাতেই ইহারা নবশাখের শ্রেণীভুক্ত এবং সৎশূদ্র বলিয়া বিশেষ খ্যাত।

এই কয় জাতির মধ্যে তাম্বুলীরা তিলী জাতির ন্যায় বাণিজ্যকার্য্যে রত। লেখাপড়াতেও ইহাদিগের কিঞ্চিৎ আবেশ আছে।

মাহিষ্য (কৈবর্ত্ত।)

কৈবর্ত্তে দাসধীবরৌ। (অমর)

নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিন॥ ৩৪॥

মনু। ১০ অ।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, বঙ্গদেশীয় কৈবর্ত্তমাত্রেই ধীবর জাতীয়। সেইজন্য ইহারা জল আচরণীয় শূদ্র মধ্যে পরিগণিত ছিল না। এক সময়ে মহারাজ বল্লালসেন নিজপুত্র লক্ষ্মণ সেনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। সেই আদেশ শ্রবণমাত্র যুবরাজ লক্ষ্মণ হানি স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। তৎকালে তদীয়া সহধর্ম্মিণী মহারাজের ইষ্টদেব-মন্দিরের সম্মুখ-ভিত্তিতে এই কবিতাটী লিখিয়া রাখেন; যথা—

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখশান্তিং করোতু মে॥

বল্লাল চরিত।

উহা দৃষ্টি করিয়া মহারাজের মন পুত্রস্নেহে উদ্বেল হয়। এবং তৎক্ষণাৎ নাবিকদিগকে আদেশ করেন, যে ব্যক্তি আমার এই নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আমার জীবনসর্ব্বস্ব লক্ষ্মণকে আনিয়া দিতে পারিবে, আমি আমার সাধ্যায়ত্ত তাহার প্রার্থনা পরিপূরণ করিব, ইহা ত্রিসত্য করিলাম। মহারাজের আদেশমাত্র বেগবান্ ও কার্য্যকুশল নাবিকগণ ডিঙ্গা ভাসাইল। এবং নিয়মিত সময়ের মধ্যেই লক্ষ্মণ সেনকে মহারাজের সম্মুখে আনয়ন করিল। তদ্দৃষ্টে মহারাজ পরম পরিতোষ লাভ করিয়া কহিলেন, "তোরা কি চাহিস্?" তাহারা কহিল, "আমরা মহারাজের

পাদপদ্মে জল দিতে ইচ্ছা করি।” রাজা কহিলেন, “তথাস্তু, আচ্ছা তাই হবে। তোদের হস্তে জীবন পাইয়া যখন পরমাহ্লাদে জীবন-সর্ব্বস্বকে গ্রহণ করিয়াছি, তখন তোদের হাতের জীবন-গ্রহণে আর দোষ জ্ঞান করি না। অদ্যাবধি আমার অধিকার মধ্যে তোদের জল আচরণীয় বলিয়া পরিগণিত হইল। এবং তোরা দ্বিজাতির দাস্যবৃত্তি করিস্।”

ইহারা তখন পরমাহ্লাদে কহিল. ‘মহারাজ, তবে আমরা অদ্যাবধি নাবিক (জালজীবী) হইতে পৃথক্ হইলাম। অতএব এক্ষণে আমাদিগের পৃথক্ পুরোহিত আবশ্যক।’ মহারাজ আদেশ করিলেন, ‘কল্য দিব।’ পরদিন যাহাকে দিলেন, সে ব্যক্তির জল আচরণীয় নহে। কৈবর্ত্তের জল ব্যবহার আছে, কিন্তু কৈবর্ত্তের পুরোহিতের জল ব্যবহার নাই।

কৈবর্ত্তগণ দুইভাগে বিভক্ত, দাস ও নাবিক। যাহারা কৃষিকর্ম্ম ও দাস্যবৃত্তি করে, তাহারা কেবল কৈবর্ত্ত (দাস) ও যাহারা মৎস-সংক্ষয় ও নাবিকের কার্য্য করে, তাহারা জেলে (নাবিক) বলিয়া খ্যাত। জেলেদিগের জল আচরণীয় নহে। এই জেলেরা জেলে শব্দে আখ্যাত নহে, ইহারা আপনাদিগকে মালো শব্দে নির্দ্দেশ করে। জেলে বলিলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। ইহারা কহে জেলে শব্দে চণ্ডাল জাতীয় জেলেদিগকে বুঝায়

বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশের হালিক কৈবর্ত্তগণ আপনাদিগকে মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে। এরূপ পরিচয় দিবার কারণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

“ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবরসংসর্গাদ্ ধীবরঃ পতিতো ভুবি॥”

(ব্রহ্ম খণ্ড ০ ১০। ১১১)

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যাতে যে জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই কৈবর্ত্ত নামে খ্যাত, কলিকালে তীবর সংসর্গে এই ধীবর কৈবর্ত্ত ধরাতলে পতিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে হালিক-কৈবর্ত্তগণ জালিক (ধীবর) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তজ্জন্য তাহারা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য, পতিত বা ধীবর কৈবর্ত্ত নহেন।

১ম ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাতে জাত কৈবর্ত্ত, শষ্যরক্ষা উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া সম্ভবতঃ ইহারাই এক্ষণে হালিক-কৈবর্ত্ত নামে খ্যাত। এই জাতিও মাহিষ্যের উৎপত্তি ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাতে হওয়ায়, এবং সময়ে সময়ে দক্ষিণ বঙ্গের আনূপ প্রদেশে এই জাতি আধিপত্য বিস্তার করায় বিশুদ্ধ মাহিষ্যগণের সাহত সমৃদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। মেদিনীপুর জেলায় এই জাতি বহু পূর্ব্বকাল হইতে রাজত্ব করিতেছেন এবং এই রাজকীয় প্রভাবে তাঁহারা রাজপুতগণের সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন।

৩য়, বেদোক্ত আদি কৈবর্ত্ত বা ধীবর, এখন জালিক কৈবর্ত্ত নামে খ্যাত। ইহাদের আদি উৎপত্তি স্থির করিতে না পারায় সম্ভবতঃ আধুনিক জাতিমালাকার পরশুরাম ইহাদিগকে কুবেরিণী বা কোএরি রমণীর গর্ভজাত বলিয়া প্রকাশ কারয়াছেন।

মাহিষের সুত বা নিম্নশ্রেণীর মাহিষ্যগণের কজন প্রাতগ্রহাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা আশ্বলায়নের উক্তি হইতে জানা গিয়াছে। এদেশীয় হালিক-কৈবর্ত্তদিগকে এইরূপ জঘন্য মাহিষ্য মনে করায় সম্ভবতঃ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের পৌরহিত্য স্বীকার করেন নাই, সেইজন্যই হালিক-কৈবর্ত্তগণ ধনসম্পদে ও পরাক্রমে বহুদিন দক্ষিণ বঙ্গে ও মেদিনীপুর জেলায় হইতে প্রাধান্যলাভ করিলেও কোন অজ্ঞাত কারণে জালিক কৈবর্ত্তের পুরোহিত গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

স্বর্ণবণিক্

জল অস্পৃশ্য অথচ উচ্চজাতীয় শূদ্র বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গদেশবাসী স্বর্ণবণিক বণিকগণ শূদ্রমধ্যে পরিগণিত। কাংস্য-বণিক্, শঙ্খবণিক্, তাম্বুলী ও গন্ধ-বণিক্ নবশায়ক মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। মধ্যে বঙ্গদেশে স্বর্ণবণিক্ (সোনারবেণে) ও স্বর্ণকার (সেকরা) জল-অস্পৃশ্য শূদ্রমধ্যে গণ্য। গোস্বামীদিগের শিষ্যত্ব নিবন্ধন তাঁহারা তত্র অনাচরণীয়-জল নহেন।

স্বর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারগণের জল কেন অস্পৃশ্য হইল, তাহার উত্তর স্বরূপ তাঁহারা এই কিংবদন্তী অবতারণা করেন যে, এক সময়ে মহারাজ বল্লাল সেনের পিতৃ অথবা মাতৃ শ্রাদ্ধে সুবর্ণনির্ম্মিত কতকগুলি ধেনু দান হয়, ঐ সকল ধেনু যে সকল স্বর্ণবণিক্ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানিতেন না যে, ঐ সকল ধেনু শূন্যগর্ভ এবং উহাদিগের অন্তরে অলক্তক সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠীগণ স্বর্ণকারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস-বশতঃ রাজার সমীপে প্রদানের পূর্ব্বে আর পরীক্ষা করেন নাই; পরে মহামতি বল্লালের প্রদত্ত গাভীগুলি যে সমস্ত বিপ্রগণ পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একতম স্বর্ণগাভী প্রাপ্তি মাত্র রাজভবনের অনতিদূরেই এক সুবর্ণবণিকের নিকট বিক্রয় করিতে যান। ঐ বণিকের হস্তে ঐ গাভীটীর আকৃতি অপেক্ষা ভার অল্প বোধ হেতু বণিক্ উহাকে ছেদন করিবার অভিলাষ জানাইল। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তাহা কদাচ হইতে পারে না, ব্রাহ্মণসাক্ষাতে গো বধ হইতে পারে না।" সুবর্ণবণিক্ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্বর্ণগাভীর পৃষ্ঠে যেমন ছেনীর আঘাত করিল, অমনি দরদরিত ধারে গাভীর গর্ভ হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ঐ বিপ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে মহারাজ সমীপে উপস্থিত

হইলেন এবং কহিলেন, "মহারাজ! আপনার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যে ধেনুটী পাইয়াছিলাম, উহা অমুক বণিকের নিকট বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, সে ব্যক্তিকে কহিলাম, ধেনুটী যে অবস্থায় আছে, যদি তদবস্থ লইয়া আমাকে মূল্য দাও, তাহা হইলে আমি বিক্রয় করিতে পারি। কিন্তু প্রস্তরাদিতে ঘর্ষণাদি দ্বারা পরীক্ষা করিতে দিব না, চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতে পার। সে ব্যক্তি অগ্রে তাহাতে সম্মত হইল; পরে আমার বচন অগ্রাহ্য-পূর্ব্বক স্বর্ণগাভীটীর পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিল; অস্ত্র স্পর্শমাত্র ধেনুটী উচ্চৈঃস্বরে হাম্বা হাম্বা রবপূর্ব্বক রুধিরধারায় প্লাবিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। মহারাজ! সমস্ত নিবেদন করিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহা করিতে আজ্ঞা হইবেক।"

মহারাজ এই বৃত্তান্ত শুনিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। সুবর্ণ-বণিক্ ও স্বর্ণকারের ধূর্ত্ততা অবগত হইতে আর ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব হইল না। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পণ্ডিতগণ কহিলেন, "মহারাজ, আপনি স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিক্‌গণের উপর বিরক্ত হইবেন না, তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম অনুসারে এ কাজ করিয়াছে। আপনার মাতৃশ্রাদ্ধের গাভীগুলি মন্ত্রপূত হওয়ায় ও তাহাদিগের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করায় তাহাদের জীবনসঞ্চার হইয়াছিল, ঐ ধেনুটীও তাহাদিগের একতম, সুতরাং তাহাকে ছেদন সময়ে সে যে ঐ প্রকারে হাম্বা হাম্বা রব করিয়াছে এবং তদীয় গাত্র হইতে রক্ত নির্গত হইয়াছে, উহা আশ্চর্য্যজনক নহে।

রাজা বলিলেন, সে যাহাই হউক, স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিক্ এ বিষয়ে বিশেষ অপরাধী। অতএব তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া উচিত। গাভীর জন্য আমাকে যে প্রকার খিদ্যমান হইতে হইল, এবং ঐ ব্রাহ্মণকে

যেরূপ মনস্তাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক, সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকারকে তদনুরূপ ফলভোগ করা অত্যাবশ্যক। আমার অধিকার মধ্যে যেখানে যত স্বর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকার আছে, তৎসমস্তকে অদ্যাবধি বিক্রমপুরের রাজসভার আদেশানুসারে অস্পৃশ্য করা গেল।' তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহারা সেইভাবেই আছে।

সুবর্ণবণিজো রাজ্যে দুঃশীলা ধনগর্ব্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি স্ম দ্বিজাতীনাং রাজ্ঞশ্চ মানলাঘবম্॥
নিস্তেজসঃ কলৌ ক্ষত্রা ছেত্রী নাম্নৈব কীর্ত্তিতাঃ।
অনাচারাত্তু বৈশ্যা যে বণিজঃ শূদ্রবৎ কলৌ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ সম্মত বল্লাল চরিতের উত্তর খণ্ড। ৭১।

আনন্দভট্ট বিরচিত জাতিমালার উক্তি যথা—

সুবর্ণবণিজো যে তু বৈশ্যাদ্‌ভ্রষ্ট ইতস্ততঃ।
ভ্রমন্তি জাতিরক্ষার্থং গতাস্তেঽপি নিকৃষ্টতাম্॥

ধনঞ্জয় কৃত কুলার্ণবের বর্ণবিভাগে সুবর্ণবণিক সম্বন্ধে যাহা আছে,—

কর্ণাবতংস নির্ম্মিসোর্মাতুঃ স্বর্ণং সুতেন যৎ।
প্রত্যক্ষ দেবতায়াশ্চ জাতং মলক্ষতিচ্ছলাং॥
ততঃ কোপান্বিতো রাজা স্বর্ণানাং বণিজঃপ্রতি।
ততস্তান্ দণ্ডায়মাস মহাপাতকিনো যথা॥
তদানীং হেয়তাং প্রাপ্তা মাতৃশাপাদ্বিশেষতঃ।
ইদানীং শূদ্রতাং লব্ধা বিশ্বাসচ্যুতিহে তবঃ॥

দ্বিতীয় কিংবদন্তী—কেহ কেহ বলেন, ইহারা মাতৃকর্ণের সোনা চুরি করিয়া লইয়াছিল। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত বিশ্বাস-ঘাতক ও ঘৃণিত মনে করিয়া ইহাদিগের জল অব্যবহার্য্য মনে করেন। তদবধি ইহারা এই প্রকার হেয় হইয়া আছে।

তত্রৈব তৎকারণমাহ।

ধেনুং স্বর্ণময়ীং যজ্ঞে দদৌ বিপ্রায় ভূপতিঃ।
তস্যাশ্চ ধেনোশ্ছেদন পতিতা বণিজঃ ফলৌ॥
ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিজঃ ক্বচিৎ।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজাতাঃ সর্ব্ব-ধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥

কুলরমার বচন।

ইহাদিগের আচার ব্যবহার মন্দ নহে, অনেক স্থলেই উচ্চজাতীর সৎশূদ্রের ন্যায়। কিন্তু ইহাদিগের পুরোহিতকে জাতীয় (একজেতে) পুরোহিত বলে। তাঁহারাও সমাজমধ্যে চলিত নহেন। ইহাদিগের মন্ত্রদাতা গুরুগণ গোস্বামী-পদ-বাচ্য ব্রাহ্মণ এবং সমাজে চলিত। তথায় স্বর্ণবণিকের জল অস্পৃশ্য নহে।

চন্দ্র, শেঠ, আঢ্য, দত্ত, দে, মল্লিক প্রভৃতি সাধারণ শূদ্র উপাধি ইহাদিগের মধ্যে প্রধান।

পাশ্চাত্য বৈশ্যগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার অধিকারী। বঙ্গবাসী বণিক্‌দিগের যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবার অধিকার নাই। কতদিন হইল যে দ্বিজরূপ সম্মানের চিহ্ন ধারণে অনধিকারী হইয়াছেন, তাহা স্থির নাই; তথাপি ইহারা কহেন, যদবধি বল্লাল কর্ত্তৃক ইহারা অপদস্থ হইয়াছেন, তদবধিই বৈশ্যজাতীয় গৌরব নষ্ট হইয়াছে; জল অস্পৃশ্য শূদ্রমধ্যে গণ্য।

সুবর্ণবণিক্‌গণ বলেন, তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠ ধনকুবের বল্লভানন্দ আঢ্য বল্লালকে ঋণদান স্বীকার করিয়া যথাসময়ে দিতে অস্বীকার করায় বল্লাল কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট শূদ্রমধ্যে পরিগণিত করেন। ইহাঁরা আরও অপবাদ দেন যে, বল্লাল ঋণ করিয়া পরিশোধ করিতেন না। তাহাতেই বল্লভানন্দ ঋণ দিতে অস্বীকৃত হয়েন। অন্যেরা বলেন,

বল্লাল মণিপুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার উদ্‌যোগ করিলে বল্লভানন্দ আঢ্য ঋণ দ্বারা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিবেন, কিন্তু কার্য্যকালে বল্লভানন্দ প্রতিকূলতাচরণ করেন। তাহাতেই রাজা বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়েন। এবং ঐ কার্য্যে পরাভব হেতু দ্বিগুণতর কোপান্বিত হইয়া ইহাদিগকে যথার্থ বিশ্বাসঘাতক মনে করিলেন এবং রাজসভায় আসিয়া স্বর্ণধেনুর ছেদন, মাতৃকর্ণের স্বর্ণাপহরণ, ব্রাহ্মণাদির অবমাননা, তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যের প্রতি অনাস্থা, জাতিসাধারণ কার্পণ্য, পুত্র কলত্র ব্যতীত অন্য অবশ্যপোষ্যবর্গকে পরিবার মধ্যে গণ্য না করা এবং অর্থকেই একমাত্র পুরুষার্থ জ্ঞান করা নীচপ্রকৃতির লক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক এই জাতির মর্য্যাদা খর্ব্ব করেন। তদবধি ইহাঁরা নিকৃষ্ট শূদ্রবৎ হইয়া আছেন।

বস্তুতঃ এই জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি সুশীল, সচ্চরিত্র, বিশ্বস্ত, উদ্যমশালী, শিক্ষিত-সম্প্রদায় মধ্যেও বিশেষ গণ্যমান্য, বৈষ্ণব ধর্ম্মপরায়ণ, আত্মোৎকর্ষবিধায়ক, স্বাবলম্বন প্রকৃতিক, স্বজাতির গুণানুরক্ত এবং স্বজাতিপ্রিয়। এইজাতির উদ্ধারণ দত্ত একজন পরম ভাগবত ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের প্রিয় পারিষদ ছিলেন। গুণ থাকিলেই জাতি বা আকরের দোষ হেতু লোক দুষ্ট হয় না, বরং মান্য হয়। নিত্যানন্দ উদ্ধারণের প্রস্তুত পক্ক অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন। প্রভু নিত্যানন্দ কহিয়াছেন—

কি কহ নিত্যানন্দের জাতির পরিপাটী।

উদ্ধারণ দত্ত সোণার বেণে যার ডালে দেয় কাটী॥ চৈতন্য ভাগবত।

প্রায় চারিশত বৎসর হইল, নিত্যানন্দ এই কথা বলিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অদ্যাবধিও ইহারা অন্ত্যজ শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত আছে।

বর্ণসঙ্কর।

চারি জাতির বিষয় একপ্রকার সমাপ্ত হইল। এক্ষণে সঙ্করজাতির উৎপত্তি ও ব্যবসায়াদি নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থির করা উচিত। আমরা পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতি, যাহা দেখি তাহাতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির পর সঙ্কর জাতি বলিয়া একটী সাধারণ নাম দেখিতে পাই। কিন্তু পৃথক্ জাতি অর্থাৎ পঞ্চম জাতি দেখিতে পাই না। দাস উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই প্রায়শঃ প্রকৃত শূদ্রপদবাচ্য।

যে সময়ে দ্বিজাতীরা অসবর্ণা ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন, সেই সময়েই অন্যের ভার্য্যায় স্বজাতীয়ের নিয়োগ দেখা যায়। তৎপরে যখন বেণ রাজা বসুন্ধরার অধিপতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তদবধি অন্যের পত্নীতে অপর জাতির নিয়োগ ও বিধবা স্ত্রীতে সন্তান-উৎপত্তি-করণ-বিধির নিষেধ হয়।

তৎপরে কিঞ্চিৎকাল গত হইলে রাজর্ষিপ্রবর ঐ বেণ ভূপতি কামোপহতচেতন হইয়া নানাজাতীয় স্ত্রী সম্ভোগপূর্ব্বক নানাজাতীয় বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করেন। রাজা অসৎ হইলে প্রজাও অসৎ হয়। তদনুসারে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম জাতির সংসর্গ হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা অতি শীঘ্র অশেষবিধ বর্ণসঙ্কর ও হীন জাতির সৃষ্টি হয়।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥ ৬৫ ॥ মনু। ৯ অ।
অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৬৬ ॥ ঐ।

স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতয়ঃ॥ ৬৭॥ ঐ।
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং বিগর্হন্তি সাধবঃ॥ ৬৮॥ ঐ।

বঙ্গদেশে তৎসমস্ত জাতির অধিকাংশ বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু অনেকগুলির নাম দেখা যায়। কতকগুলির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যতগুলিকে চিনিতে পারা যায়, তাহাদিগেরই নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্যবসায়াদি স্থির করা গেল। আচার ব্যবহারে সামাজিকতা স্থির করা যায়।

ইহারা প্রত্যেকই পৃথক্ জাতি, কেহ কাহারও জল গ্রহণ করে না। প্রতিলোমজাতীয় বর্ণসঙ্করের প্রত্যেকের পুরোহিত প্রায় পৃথক্ পৃথক্; প্রত্যেক জাতির পুরোহিতই বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত ও একজাতীয় যাজক ব্রাহ্মণরূপে খ্যাত।

সঙ্কর জাতির উৎপত্তি বিষয়ে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

শূদ্রায়াং বৈশ্যতো যজ্ঞে করণো নাম সঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোঽথ গান্ধিকো বণিক্॥
কাংস্যকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ।
উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং ক্ষত্রিয়াৎ বভূবতুঃ॥
কুম্ভকারতন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবতুঃ॥
কর্ম্মকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাৎ তস্যাং বভূবতুঃ।
বৈশ্যাদ্বভূব ভূরঙ্গ্যে মাগধো গোপ এব চ।
ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং জাতৌ নাপিতমোদকৌ।
ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রকন্যায়াং বারুজীবী বভূবহ॥
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো মালাকারস্তথা মুনে।

বৈশ্যাত্তু দ্বিজকন্যায়াং জাতৌ তাম্বুলিতৈলিকৌ ॥
বিংশতিঃ সঙ্করা এতে জাবালে কথিতাস্তব।
উত্তমাঃ সঙ্করা এতে মধ্যমানথ মে শৃণু॥
বৈশ্যায়াং করণাজ্জাতৌ তক্ষা রজক এবচ।
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ তস্যামম্বষ্ঠসম্ভবৌ ॥
বৈশ্যায়াং গোপতো জাতো আভীরতৈলকারকৌ।
গোপাৎ শূদ্রাগর্ভজাতৌ পুত্রৌ ধীবরশৌণ্ডিকৌ ॥
মালাকারানুসম্ভূতৌ নটঃ শবর এব চ।
মাগধাদপি শূদ্রায়াং জাতৌ শেকরজালিকৌ ॥
এতে বৈ মধ্যমাঃ প্রোক্তা অন্ত্যজানপি মে শৃণু।
বৈশ্যপত্ন্যাং স্বর্ণকারান্মলগ্রহিরজায়ত ॥
কুড়বঃ স্বর্ণবণিজো বৈশ্যপত্ন্যাং বভূবহ।
শূদ্রাচ্চ ব্রাহ্মণীগর্ভাচ্চাণ্ডালস্য চ সম্ভবঃ ॥
আভীরাদ্গোপকন্যায়াং বরুডঃ সমজায়ত।
তক্ষোঽভূদ্বৈশ্যকন্যায়াং চর্ম্মকারশ্চ শিল্পবিৎ ॥
পট্টীকারশ্চ মালিন্যাং স্থপতিশ্চ বভূব হ।
স্থপতেরপি গান্ধিক্যাং চিত্রকারোঽপ্য জায়ত।
গোপালিন্যাং চিত্রকারাৎ প্রতিমাগঠকঃ স্মৃতঃ ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের বচন

১ শূদ্রকন্যার বৈশ্য হইতে জাত ব্যক্তি করণ নামক বর্ণসঙ্কর।
২ বৈশ্যকন্যায় ব্রাহ্মণ হইতে জাত (দ্বিজ) অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য।
৩ ঐ ঐ শূদ্র " (ভৈষজ্যবিক্রয়) গন্ধবণিক।
৪ " " " (কাংস্যদ্রব্য প্রস্তুত) কংসবণিক।
৫ " " " (শাঁখার বস্তু বিক্রয়) শঙ্খবণিক্।

৬ বৈশ্যকন্যায় ক্ষত্রিয় হইতে জাত শূদ্র উগ্রক্ষত্রিয় রাজপুত্র।

মনুর মতে শূদ্রকন্যায় ক্ষত্রিয় হইতে জাত ব্যক্তি উগ্রক্ষত্রিয়। উহারা স্বভাবতঃ ক্রূরকর্ম্মা।

৭ ক্ষত্রিয়পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত ব্যক্তি কুম্ভকার।

৮ ঐ ঐ ,, ,, ,, তন্তুবায়।

৯ ,, শূদ্র (লৌহদ্রব্যগঠন) কর্ম্মকার।

১০ ,, ,, (কৃষিকার্য্য) দাস কৈবর্ত্ত।

১১ ঐ বৈশ্য ,, ,, ,, ভুরঙ্গ।

১২ ,, ,, ,, ,, ,, মাগধ।

১৩ ,, ,, (দধিদুগ্ধাদি বিক্রয়) গোপ।

১৪ শূদ্রকন্যাতে ক্ষত্রিয় (ক্ষৌরকার্য্য) নাপিত।

১৫ ঐ ঐ (লড্ডুকাদি প্রস্তুত) মোদক

১৬ ঐ ব্রাহ্মণ (বরজে পর্ণরোপণাদি) বারুজী

১৭ ব্রাহ্মণকন্যাতে ক্ষত্রিয় (পুষ্পবিক্রয়) মালাকার।

১৮ ঐ ঐ (পূর্ব্বে রথচালক) সূত।

১৯ ঐ ঐ (পূর্ব্বে তাম্বুলবিক্রয়) তাম্বুলী (তামুলী)।

২০ ঐ ঐ (তিলবিক্রয়) তৈলী (বা তেলী)।

এই বিশম সঙ্কর জাতির জল আচমণীয় অর্থাৎ আচমনযোগ্য। ইহা জাবালি ঋষিকে উপলক্ষ করিয়া বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে। বর্ণসঙ্কর জাতির মধ্যে এই বিংশতি জাতি উচ্চাসনে আসীন।

২১ বৈশ্যকন্যায় করণ হইতে জাত সন্তান তক্ষা (ছুতর)।

২২ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ রজক।

২৩ ঐ অম্বষ্ঠ ঐ ঐ ঐ স্বর্ণকার।

২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ স্বর্ণবণিক্।

২৫ বৈশ্যকন্যায় গোপ হইতে জাত সন্তান আভীর।

২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ তৈলকার (কলু)।

২৭ শূদ্রপত্নীতে গোপ হইতে জাত সন্তান (জালজীবী) ধীবর।

২৮ ঐ ঐ (মদ প্রস্তুত ও) শৌণ্ডিক।

২৯ ঐ মালাকার (নৃত্যগীতাদি) নট ও শবর।

৩০ ঐ মাগধ (স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত) শেখর (সেকরা)।

৩১ ঐ ঐ (মৎস্তসঞ্চয়করণ) জেলে।

ইহারা অস্পৃশ্য শূদ্র নহে, কিন্তু ইহাদিগের জল অব্যবহার্য্য।

৩২ বৈশ্যপত্নীতে স্বর্ণকার হইতে মলগ্রাহি (মেতর)।

৩৩ ঐ স্বর্ণবণিক্ হইতে কুড়ব।

৩৪ ব্রাহ্মণীতে শূদ্র (ব্যবসায় অনির্দ্দিষ্ট) চণ্ডাল।

৩৫ গোপকন্যায় আভীর হইতে ঐ বরুড়।

৩৬ বৈশ্যকন্যায় ঐ ঐ তক্ষা ও চর্ম্মকার।

৩৭ মালিনীতে ঐ ঐ পট্টীকার ও স্থপতি।

৩৮ গন্ধবণিক্‌কন্যায় স্থপতি হইতে চিত্রকার (পটুয়া)।

৩৯ গোয়ালিনীতে চিত্রকার প্রতিমাগঠক (ভাস্কর)। ইহারা অস্পৃশ্য শূদ্র।

গাঁড়ার, নট, শৃঙ্গকার (সিংকাষ্ঠা), পুণ্ডরীক (পুঁড়ো জাতি)। পুঁড়ো হইতে নাপিতকন্যায় ভূমিমালা জাতির উৎপত্তি হয়। ভূমিমালী তিন ভাগে বিভক্ত—দেওলী, হাড়ী ও কোঁচমালী। পুণ্ডরীকের বিবাহিতা স্ত্রীতে নাপিতসম্ভব পুত্র গঙ্গাপুত্র বা মুদ্দাফরাস। ভড় জাতি শববাহক। ভড় হইতে চূণারী প্রভৃতি নীচ জাতি পর্য্যন্তই অন্ত্যজ বর্ণের শ্রেষ্ঠ। তৎপরবর্ত্তীর জন্মবৃত্তান্ত দিবার আবশ্যকতা দেখি না।

এই সকল বর্ণের জাতিগত ব্যবসায় দ্বারাই ইহাদিগের সমাজগত মর্য্যাদার তারতম্য অবগত হওয়া যায়। যথা—

জাতি—ব্যবসায়।

আগুরী—প্রধানতঃ কৃষিকর্ম্ম।

আগুরী দুই ভাগে বিভক্ত, সৃত ও জানা। জানাদিগের বিবাহ-সময়ে তাহারা উপবীত ধারণ করে, কিন্তু ইহাদিগের দশসংস্কার কার্য্য বেদ-বিহিত নহে। অমন্ত্রক পৈতা ধারণ মাত্র, বিবাহের পর আর থাকে না। বিবাহেও অগ্ন্যাধান নাই।

জানা আগুরীরা কহে যে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইতে জন্ম হেতু তাহারা দ্বিজসমুচিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে অধিকারী। সুতরাং কহে মনুর মতে ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্যায় জাত ব্যক্তির মাতৃবর্ণ ও ধর্ম্ম গ্রহণহেতু শূদ্রত্বই বিধিসিদ্ধ বলিয়া তাহারা শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার করিয়া থাকে। জানারা ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় বার দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের সময় শূদ্রের ন্যায় ব্যবস্থা লয়। সুতরাং শূদ্র।

উগ্রক্ষত্রিয়গণ দুই ভাগে বিভক্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাদিগের সৃতেরা শূদ্রবৎ আচরণ করে। শূদ্রের যত গোত্র ও যত উপাধি আছে, তৎসমস্তই ইহাদিগের উভয়শ্রেণীতেই বিদ্যমান দেখা যায়। সৃত আগুরী ইহাদিগের মধ্যে কৌলীন্য-মর্য্যাদা আছে। হাজরা ও চৌধুরীই প্রায় কুলীন। কিন্তু অর্থবল ও সৎকার্য্য থাকিলেই কৌলীন্যলাভ করিতে পারা যায়। বর্দ্ধমান জেলার উগ্রক্ষত্রিয়গণই প্রসিদ্ধ। কুলীনের আটপরগণার মধ্যে সাত পরগণা বর্দ্ধমানে; অবশিষ্ট এক পরগণা বীরভূমে। পরগণার নাম বার্বাকসাহী। স্থানের নাম চোরদীঘী বাহিরী; এই স্থানের রায় চৌধুরীগণ কুলীন, ইহাদিগের পূর্ব্ব উপাধি সোম। ফলতঃ বর্দ্ধমানের

আট পরগণায় আট ঘর বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ের কবিতা কয়েকটী নিম্নে লিখিত হইল। গণেশ কুলাচার্য্য ও যষ্টীদাস ভট্টাচার্য্যকৃত উগ্রক্ষত্রিয়-বিবরণ দেখ। যথা—

১। নিঃশঙ্কে ইন্দুঘর সোম মুজাকর।
২। বাঘাতে পরেশকুল পবি পঞ্চ ঘর॥
৩। বারবাক কাঞ্চন সোম যশেতে মিশায়।
৪। সাতশৈকায় গুপ্ত দুই দীপ্তি করি রয়॥
৫। ধেঁয়েতে পবিত্রকুল দা, দত্ত আর দে
৬। হুসুম-পুরেতে মুনি সাংখ্যানে যশোদে॥
৭। বর্দ্ধমানে রত্নাকর দক্ষিণে রাজন্।
৮। এড়ুয়ারে অঙ্গীকারে সেনের নন্দন॥

উগ্রক্ষত্রিয়গণ স্বভাবত উদ্ধত হইলেও সৎক্রিয়ান্বিত ও সদাচারসম্পন্ন। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক বিনীত শিক্ষিতও বটে। জানা ও সূত এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর ভোজ্যান্নতা বা বৈবাহিক সম্বন্ধ নাই। কিন্তু প্রীতিভোজনে দোষ হয় না। উভয় দলেই দেবসেবা ও আতিথ্য করিয়া থাকে।

জাতি—ব্যবসায়।

কলু—তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয়।

কোল—অনির্দ্দিষ্ট। তথাপি বাঁশের দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়।

শুঁড়ি—জালজীবী ও চাষী।

গাড়ার—চিপিটক প্রস্তুত ও বিক্রয়॥ এবং করাতীর কার্য্য।

করঙ্গা—চিপিটক প্রস্তুত ও বিক্রয়। ঐ

কাণ—(কিন্নর) গীত বাদ্য।

কাঁড়রা—বাঁশের শলাকা প্রস্তুত করণ ও পক্ষিবিক্রয়।

জাতি—ব্যবসায়।

কোড়া—মৃত্তিকা খননাদি।

কাওরা—শূকর পালন ও বিক্রয়।

কপালী—শণ ও পাটের সূত্রের দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়।

কোচ—নৌকা-বহন ও মৎস্য-ধরণ বিক্রয়।

কাহার—দাস্যবৃত্তি ও বাহকের কার্য্য।

তিয়র (রাজবংশী)—মৎস্যবিক্রয় ও ইষ্টকনির্ম্মাণ ও গ্রন্থন।

ডুলিয়া—নরযানের বাহকের কার্য্য, বেহারাগিরি।

ধোপা (রজক)—বস্ত্র ধৌত ও পরিষ্কার করণ।

চাষাধোপা—প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য।

নলে—পাট, মাদুর, শণ প্রভৃতির বয়নকার্য্য ও নলকর্ত্তন।

নুড়ী—প্রধানতঃ লাক্ষাদির ব্যবসায় ও চুড়ী প্রস্তুত ও বিক্রয়।

পলিয়া—প্রধানতঃ চাষ, বস্ত্রাদি-বয়ন ও স্থলবিশেষে দধি দুগ্ধ বিক্রয়। রংপুর দিনাজপুর বাসী।

পাটুলী—নদীতে পারাপার, খেয়া দেওয়া।

পোদ—প্রধানতঃ মৎস্যবিক্রয়।

চুণারী—প্রধানতঃ চুণ প্রস্তুত ও বাস্তকরণ।

চণ্ডাল বা নমশূদ্র—নানাবিধ ব্যবসায়, প্রধানতঃ মৎস্যধরণ, কৃষিকার্য্য ও নৌকা-বাহন।

ছুতার (সূত্রধর)—কাঠের কার্য্য করণ।

জালিয়া (চণ্ডাল) } মৎস্য-বিক্রয়
ধীবর (পাড়ুই) } ও নাবিক-বৃত্তি।

ডোম—বাঁশের দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ ও শূকর পালন।

জাতি—ব্যবসায়।

ডোকলা (ডোখলা)—শূকর চরাণ।

যুগী বা যোগা—বস্ত্রবয়ন ও বিক্রয় করণ।

বাউরী—পাল্কীবহন ও জলজ উদ্ভিজ্জাদির উত্তোলন ও বিক্রয়।

বাগ্দী—মৎস্য বিক্রয়, পাল্কীবহন ও স্থলবিশেষে শূকর-রক্ষণ।

বেদীয়া—গাছড়া ঔষধ ও সর্পদংশনের বিষ-চিকিৎসা এবং স্থলবিশেষে সর্পধরণ ও খেলন।

শুঁড়ী, শৌণ্ডিক, শৌলোক—প্রধানতঃ মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ।

হাড়ী, মেতর, হাড়ীচাকর—পুরীষ পরিষ্কার, শূকর-পালন ও স্থলবিশেষে বেহারার কার্য্য।

গন্ধর্ব্ব, ধাই, অপ্সর—ধাত্রী—গীতবাদ্য। প্রসূতির গর্ভমোচন ও জাত সন্তানের নাড়ীচ্ছেদ। নৃত্য ও গীত করণ (উড়িষ্যা অঞ্চলে আছে)।

ভাস্কর—প্রস্তর খুদিয়া প্রতিমাদি নির্ম্মাণ।

মুর্দ্দফরাস বা কোটাল—চিতা প্রস্তুত ও মৃত ব্যক্তির তন্মেধ্য পরিষ্কারাদি কার্য্য।

মুচি, চর্ম্মকার, চামার, রুইদাস—চর্ম্মের কর্ত্তন ও সংস্কার, বস্ত্রবয়ন ও বিক্রয়, চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় এবং বাদ্যবাদন।

দাস, চাকর, রমণীবেহারা—দাস্যবৃত্তি। দেশভেদে কার্য্য পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে সকলেই ইতরজাতীয়ের খানসামার কার্য্য করে না।

অপসদ।

ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ব্ভজাত, (১) বৈশ্যার গর্ব্ভজাত (২) ও শূদ্রার গর্ব্ভজাত, এই তিনপ্রকার। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভে জাত ও শূদ্রার গর্ব্ভে জাত এই দুই প্রকার; বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে জাত এক প্রকার; সর্ব্বসমেত ছয় প্রকার সন্তান অপসদ শব্দে অভিহিত হয়।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিপ্রকন্যার গর্ব্ভে জাত সন্তান সূতজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সজাতিজানান্তরজা ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রানাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজা স্মৃতা॥ মনু। ১০ অঃ ৪১ শ্লো

বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ব্ভে জাত সন্তান মাগধ জাতি, এবং ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভজাত সন্তান বৈদেহ। ইহারা স্তুতিপাঠক।

শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ব্ভজাত সন্তান আয়োগব; এবং ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর সন্তান ক্ষত্তা (যাহাকে বঙ্গদেশে খত্রি বলে) ও ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভজাত সঙ্করসন্তানকে চণ্ডাল অর্থাৎ নরাধম বলা হয়।

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় করণ কায়স্থ বলিয়া এক জাতি আছে। পাশ্চাত্য কায়স্থগণ তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহাদিগের উৎপত্তি বিষয়ে এই প্রমাণ দেন যে, এক সঙ্কর জাতি হইতে অপর সঙ্কর জাতির উৎপত্তির সময় যে সঙ্করাৎসঙ্কর জাতি জন্মে,তাহাদিগেরই মধ্যে ঝল্ল, মল্ল, নট, করণ, খস, দ্রবিড় প্রভৃতি কয়েক জাতির উৎপত্তি হয়।

মল্ল—সচরাচর যাহাদিগকে মাল বলা যায়। ইহারা সর্পবহিষ্করণ ও তৎসঙ্গে ক্রীড়ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উহাদিগকে সচরাচর সাপুড়ে কহে।

নট—নৃত্যগীতাদি ব্যবসায়।

করণ—ব্যবসায় অনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু অধিকাংশকে নৌকাবাহন কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়।

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্‌ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।

নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥ ২২ ॥ মনু। ১০ অ

আয়োগব (আহিরী গোয়ালা)—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে আয়োগবের জন্ম।

চর্ম্মকার চামার মুচি — নিষাদ হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে কারাবার, বৈদেহী হইতে কারাবার স্ত্রীতে অন্ধ্র এবং নিষাদস্ত্রীতে মেদ নামক জাতি জন্মগ্রহণ করে। ইহাদিগের সকলেরই চর্ম্মচ্ছেদন কার্য্য জাতীয় বৃত্তি ; ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করে।

"কারাবারো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।

বৈদেহকান্ধ্রমেদৌ চ বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ৌ ॥ ৩৬ ॥ মনু। ১০ অঃ।

মুর্দ্দাফরাস—চণ্ডালের ঔরসে নিষাদী-গর্ভে জাত সন্তানকে মুর্দ্দাফরাস কহা যায়। ইহারা মৃত ব্যক্তির বস্ত্রাদি গ্রহণ করে ও চিতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। শ্মশানে অবস্থিতিপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির অমেধ্য বস্তু পরিষ্কার করে। রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বধকার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন ও তাহাদিগের পরিহিত বস্ত্রালঙ্কারাদি গ্রহণপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সেইহেতু ইহাদিগের ঘাতক বলিয়া অপর একটী নাম আছে।

বধ্যাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথাশাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।

বধ্যবাসাংসি গৃহ্নীয়ুঃ শয্যাশ্চাভরণানি চ ॥ ৫৬ ॥ মনু। ১০ অঃ।

এক্ষণে এই সকল বচন দ্বারা নিশ্চয় জানা যায় যে, অনুলোম ও প্রতিলোম ও প্রতিলোম প্রভৃতির সংস্রবে নানাবিধ অন্ত্যজ ও সঙ্কর

জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তৎসমস্তের বিবরণ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে এইমাত্র জানা আবশ্যক যে, উচ্চ জাতীয়ের স্ত্রী সঙ্গে সংস্রব ঘটিলেই সঙ্কর জাতি ব্যতীত প্রকৃত শূদ্র, প্রকৃত বৈশ্য, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, কিংবা ব্রাহ্মণ জন্মে না।

নমঃশূদ্র।

নমঃশূদ্র জাতির আচার ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণা করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা একমাত্র কৃষিকার্য্য দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কোন প্রকার ঘৃণিত কাজ তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ১০ দিনের অধিক অশৌচ পালন করে না।

জাতি বিচার।

বৈদ্যজাতির উৎপত্তি।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতি দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত। যেহেতু মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম, উপনয়ন কালে সাবিত্রী গ্রহণ দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম। প্রথম জন্মদ্বারা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির জ্ঞান হয়, দ্বিতীয় জন্ম দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মে, তদ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের শুদ্ধি হয়। তন্নিবন্ধন অনায়াসে বাহ্যশুদ্ধি হইয়া থাকে। তখন স্বতঃ অন্তর্ব্বাহ্য শুদ্ধি হইলে ব্রহ্মনির্ণয়ে সামর্থ্য জন্মে। এই কারণে ইহাঁদিগের দ্বিজসংজ্ঞা গ্রহণে অধিকার আছে।

বৈদ্যেরা—আম্বষ্ঠ জাতির পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণত্ব ছিল, এই বলিয়া বৈদ্যজাতির ক্ষত্রিয় জাতি অপেক্ষা সমাজে সম্মান অধিক ইহা দেখাইতে চাহেন। যথা—

বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্র বিন্নাসুক্ষত্রবৎ।
জাত কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যাবিন্নাসু বৈশ্যবৎ॥ ৭॥
বৈশ্যক্ষত্রিয় বিপ্রেভ্যো জাতঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ। ৮।

১ম অঃ ব্যাসসংহিতা ।৭।৮।

উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়া মন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়োবিশাং।
ন তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্বজন্মজাং॥

২য় অঃ ব্যাসসংহিতা ১০।১১ শ্লোক।

কিন্তু এ প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব, সত্য এবং ত্রেতাযুগের বিষয়মাত্র দ্বাপর যুগ হইতে বৈদ্যজাতির বিপ্রবদ্বৃত্তি দেখা যায় না। ব্যাসসংহিতাতেই প্রকাশ আছে। যথা—

সত্যে বৈদ্যাঃপতুস্তুল্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ॥

কলিযুগে উপবীত ধারী বৈদ্যদিগের জাত কর্ম্মাদি দশসংস্কার বৈশ্য-জাতির আচার ও ব্যবহারানুযায়ী হইয়া থাকে। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। ব্রাহ্মণবৎ কদাপি হইতে পারে না, হয় নাই, এবং হইবেও না। ইহারা সঙ্কর জাতি নহেন অপসদ।

চতুর্থ জাতি শূদ্র, ইহারা একজ অর্থাৎ ইহাদিগের কেবল মাতৃগর্ভে জন্ম মাত্র; অন্য অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা আত্মজ্ঞান রূপ জন্ম হয় না। সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ ব্যতীত পঞ্চম জাতি নাই অপসদ সন্তান ইহারই একতম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের কন্যা সজাতীয়ার গ্রহণান্তে ক্রমান্বয়ে বিবাহবিধিতে গ্রহণে নিষিদ্ধ ছিলেন না। তদনুসারে ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়সন্তান অপেক্ষা মান্য। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈশ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। এবং শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র শূদ্র সদৃশ করণ জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেহেতু মনু কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যখন ভিন্নবর্ণে যথাবিধানে সন্তান উৎপাদন করেন, তখন পিতা উচ্চবর্ণস্থলে ও মাতা অধম বর্ণস্থলে পুত্রগণ মাতৃবর্ণ হয়, অর্থাৎ পিতার জাতি পায় না। সেই হেতু শূদ্রার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের ঔরস জাত সন্তানের শূদ্রত্বই থাকে, উপনয়নাদিতে অধিকার হয় না। অন্য তিন বর্ণের দ্বিজাতি সংজ্ঞা হয়। সেইহেতু বৈদ্যগণ দ্বিজাতি।

ক্ষত্রিয়জাতি তৎসমান বর্ণে ও বৈশ্যশূদ্রের কন্যায় যে পুত্র উৎপন্ন করে, তাহারাও মাতৃ সমানবর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াপুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাপুত্র মাহিষ্য নামক বৈশ্য, শূদ্রার গর্ভজাত—উগ্রক্ষত্রিয়। বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভ-

জাত সন্তান বৈশ্য, শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র নিষাদ। এইরূপে উচ্চবর্ণের পুরুষে নীচবর্ণের স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে, তাহারা মাতৃবর্ণ (সাধারণতঃ) মান্য।

এক্ষণে একপ্রকার স্থির হইল যে, দ্বিজত্রয়ের ঔরসোৎপন্ন অনুলোমের গর্ভজাত সন্তানগণ মধ্যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য এই তিন জাতির দ্বিজাতি-সংজ্ঞা থাকায় উপনয়নাদি বৈদিক কার্য্যে পিতৃসজাতীয়দিগের ন্যায় অধিকার আছে, এবং মাতার হীনবর্ণের হেতু অশৌচাদি গ্রহণ ও অন্যান্য কুলাচারে মাতৃসজাতীয়দিগের ন্যায় তদ্বিষয়ে ইহারা পিতৃ-সজাতীয় আচরণে অধিকারী নহে।

উৎকৃষ্ট জাতি সঙ্কীর্ণ জাতির মধ্যে উগ্রক্ষত্রিয়, নিষাদ ও করণ এবং অন্যান্য বিলোম ও অনুলোমোৎপন্ন মাতৃদোষাশ্রিত বর্ণসঙ্করদিগের দ্বিজাতিত্ব নাই। শূদ্র বলিয়া খ্যাত। স্থল বিশেষে অধম শূদ্র।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগের দেশের বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের নিম্নে, ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষভাবে শূদ্রের উপরিভাগে আসন গ্রহণ করেন। যাঁহারা সদাচারসম্পন্ন, তাঁহারা দ্বিজাতির সদৃশ আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা জাতিত্যাদি হেতু অনুপনীত তাঁহারা শূদ্রবৎ রহিয়াছেন।

কি শুদ্ধাচার সম্পন্ন বৈদ্য, কি পতিত বৈদ্যজাতি, উভয়েই আয়ুর্ব্বেদাদি চিকিৎসাশাস্ত্র এবং মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র ব্যতীত মন্বাদিস্মৃতি বা অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে অধিকারী নহেন।

মহারাজ বল্লাল এক সময়ে অধম জাতীয়া একটা পদ্মিনী কন্যাকে বিবাহসূত্রে গ্রহণ করেন। সেই হেতু তৎপুত্র লক্ষণ সেনের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। ধর্ম্মালোপভয়ে লক্ষণ তদনুগত বৈদ্যদিগকে যজ্ঞো-পবীত ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। তাহার কারণ এই, যাহারা যজ্ঞ-সূত্র ত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে মহারাজ পতিত বলিয়া গ্রহণ করিতে

চেষ্টা করিবেন না। মহারাজের সংস্পৃষ্ট না হইলেই জাতি-রক্ষা হইল, তদ্দ্বারাই ধর্ম্মরক্ষা করা হইতে পারে। এইরূপ লক্ষণের অনুগত বৈদ্য-গণ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন। তৎপরে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগর নিবাসী বৈদ্যকুলতিলক মহারাজ রাজবল্লভ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থা অনুসারে অনেক বৈদ্যকে যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনর্ব্বার উপনয়নাদি দেন। তদবধি অনেক বৈদ্য যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। অনেকে পূর্ব্ববৎ শূদ্রসদৃশ অনুপনীত ও মাসশৌচাদি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা উপনীত, তাঁহারা ১৫ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করেন, ও সাবিত্রী মন্ত্র উপাসনা করিয়া থাকেন।

অপরপক্ষ বৈদ্যগণ কহেন যে, সকল বৈদ্য বল্লালের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়া তাহাদিগকেই আচারভ্রষ্ট বলিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণে অনধিকারী করিয়া দেন এবং শূদ্রবৎ মাসাশৌচে শুদ্ধিবিধান করেন

রামজীবন কৃত কুলপঞ্জিকার বচন উদ্ধার করা গেল। যথা—

লক্ষণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে ॥
লক্ষ্মণ অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল ॥
বৈদ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম ॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনরায় দ্বিজভাব যথা পূর্ব্বরীত ॥

তদবধি কতগুলি করি প্রায়শ্চিত্ত।
পক্ষমাত্রে পায় শুদ্ধি করে বৈশ্যবৃত্ত॥
সংস্কার দশবিধ লয় পূর্ব্বমত।
তখন পতিত জনে কহে কত শত॥

স্কন্দ পুরাণের বর্ণনানুসারে বৈশ্যোৎপত্তি বিষয়ে এইমাত্র জানা যায় যে, যৎকালে গালব ঋষি তীর্থ পরিভ্রমণে নির্গত হন, তৎকালে তিনি এক দিবস অত্যন্ত পথশ্রান্তিবশতঃ নিতান্ত ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়াছিলেন. তিনি ঐ সময়ে এতাদৃশ তৃষ্ণাকাতর ও খিন্ন হইয়াছিলেন যে, পিপাসা নিবৃত্তি-মানসে বিনা বিচারেই জলকলসধারিণী এক কন্যার নিকট বারি প্রার্থনা করিলেন। তাহার দত্ত সলিল পান দ্বারা সজীব হইয়া উপকারক ব্যক্তির প্রত্যুপকার অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে ঋষিসুলভ বর প্রদান করিলেন। বলিলেন হে কন্যে, তুমি আমার আশীর্ব্বাদ প্রভাবে পুত্রবতী হও।

এই আশীর্ব্বাদটী যদিও বিবাহিতা ললনার পক্ষে পরম প্রার্থনীয়, কিন্তু অনূঢ়া কামিনীর পক্ষে নিতান্ত অসদৃশ বিবেচনা করিয়া ঐ ললনা ঋষি মহোদয়ের পাদপদ্মে নিবেদন করিল, ঠাকুর, অদ্যাপি আমার বিবাহ হয় নাই। আমি কুমারী, এ অবস্থায় আমার সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই। মহর্ষি গালব তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ জাতির কন্যা? ঐ কন্যা কহিল, সে বৈশ্যকন্যা, তাহার নাম বীরভদ্রা। মহর্ষি গালব ঐ কন্যাকে সঙ্গে করিয়া তদীয় পিতৃকুলে উপস্থিত হইলেন, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

বীরভদ্রার পিতা গালবকে ঐ কন্যা গ্রহণ করিতে কহিলেন। গালব সে বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া এই উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি প্রাণনাশকালে জীবনপ্রদানপূর্ব্বক পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি মাতৃতুল্যা, অতএব এ কন্যা আমার পাণিপীড়ন যোগ্যা নয়। গালবের বাক্য

শুনিয়া অন্যান্য ঋষিরা তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন, এই বৈশ্য-কন্যা হইতে অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরির জন্ম হইবে। পরে ঋষিরা বিবেচনা করিলেন, গালবের বাক্য বৃথা হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব এই কন্যার ক্রোড়ে একটা কুশময় কুমার দেওয়া যাউক। অবশ্য গালবের অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ অনুসারে উহা মানব আকার ধারণ করিবে। তদনুসারে প্রত্যেক ঋষিই বেদমন্ত্রানুসারে ঐ কুশ পুত্তলীর প্রাণ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক আপন আপন ক্রোড় হইতে ঐ পুত্তলিকাটীকে বৈশ্যকন্যা ভদ্রার ক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। তাহার ক্রোড় স্পর্শমাত্র ঐ বালকের জীবন সঞ্চার হইল। বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ইহার জীবন সঞ্চার হয়, এই কারণে ইহার উপাধি বৈদ্য হইল। আর ইনি অম্বাকুলে (মাতৃকুলে) সংস্থাপিত হইলেন বলিয়া, ইহার নাম অম্বষ্ঠও হয়। ধন্বন্তরিও বৈশ্য-কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

স্ববৈদ্য ধন্বন্তরির জন্ম সম্বন্ধে কোন কোন পুরাণে অমৃত মন্থনকালে সমুদ্র হইতে উত্থিত এইরূপ বর্ণন আছে। তাহা হইলেও তাঁহার জন্ম কালান্তরে বীরভদ্রার গর্ভে অসম্ভব নহে। যুগযুগান্তরে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করণে কোন বাধা দেখা যায় না সুতরাং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরির স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মর্ত্তলোকে বংশবিস্তার করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

অভিধানকার অমরসিংহ অম্বষ্ঠ জাতিকে শূদ্রবর্গে সঙ্কীর্ণ জাতির পর্য্যায় সন্নিবেশ করিয়াছেন বলিয়া অনেকে বৈদ্যজাতিকে বর্ণসঙ্কর মনে করিয়া থাকেন ও সঙ্কীর্ণ বর্ণ বলেন। বাস্তবিক শাস্ত্রের বিচার অনুসারে সে সিদ্ধান্ত সুষ্ঠু বলিয়া নির্ণীত হয় না। হারীতে সংহিতার বচন দেখ—স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট হইবে যে, বৈদ্যজাতি সঙ্কীর্ণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত নহে। যথা—

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যক্ষত্রবিশা অপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবং॥

বঙ্গের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চতুর্থ অধ্যায় অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

"চাতুর্ব্বণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
কেবল কর্ম্মণাপি শ্রেষ্ঠত্বাপকৃষ্টত্বং গতাঃ॥"

আমি গুণ ও কর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতির) সৃষ্টি করিয়াছি। মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষ-ধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়েও কথিত হইয়াছে যে,—

"কর্ম্মণা বর্ণতাং গতাঃ।"

কেবল কর্ম্ম দ্বারাও বর্ণত্ব (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রত্ব) লাভ হয়।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় স্ব স্ব গুণ ও কর্ম্ম অনুসারেই শ্রেষ্টত্ব ও অপকৃষ্টত্ব লাভ করিয়া থাকেন, ইহার প্রমাণ মনুসংহিতার দশম অধ্যায়েও আছে। মনু বলিয়াছেন,—

"শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥"

গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, ব্রাহ্মণগণও শূদ্রত্ব লাভ করে। ক্ষত্রিয় সমস্ত শূদ্রত্ব লাভ করিতে পারে; শূদ্রও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারে এবং বৈশ্য সমূহ শূদ্র ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; শূদ্রগণও বৈশ্যত্বলাভ করিতে সমর্থ হয়।

ইহাতেই মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থগণ নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ করিতে উদ্যোগী, কিন্তু বহুকাল শূদ্রভাবাপন্ন থাকায় ও ক্ষত্রিয়াচার ভ্রষ্ট হওয়ায় এখন পূর্ব্ব পদাভিষিক্ত হইতে তাঁহাদিগকে

বেগ পাইতে হইতেছে; আশা করা যায়, অনেক কাঠ খড় খরচার পর পূর্ব্ব পদ পুনর্লাভ করিতে পারিবেক।

এক্ষণে মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে বৈশ্যদিগের যে ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। পশুদিগের প্রতিপালন, দান, যজন, পুরাণ ও তন্ত্রাদি পাঠ, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত সুদগ্রহণ ও কৃষিকর্ম্ম বৈশ্যদিগের ধর্ম্ম বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। আধুনিক বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ সৎ-শূদ্রেই উক্ত ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে।

তিলি, সদ্গোপ প্রভৃতি কতিপয় জাতি নিজেদিগের শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা বৈশ্যত্ব সপ্রমাণ যদ্যপি করিয়াছেন, এক্ষণে সেইরূপ গুণাদি অবলম্বনও তাহাদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। বহুকাল তাহারা শূদ্রা-ভাবাপন্ন থাকায় নিজেদের ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এই সকল জাতির মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বিদ্যমান হইলেও অধিকাংশই বৈশ্যাচার হইতে পারেন নাই; আশা করা যায়, ভবিষ্যতে তাহাদের প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করিবে।

কায়স্থ জাতি।

নানা মুনির নানা মত। তদনুসারে কেহ বলেন যে, শূদ্রগণ কেহ পাদদেশ (অধম অঙ্গ) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অন্য তিন বর্ণ হইতে নিকৃষ্ট জাতি। কেহ বলেন, ব্রাহ্মকল্পে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় অর্থাৎ সকলেরই সাম্যভাব ছিল। উচ্চ নীচ জাতি ছিল না। সকলেই ব্রাহ্মণ। অবলম্বিত কর্ম্মের গৌরব ও লাঘব এবং স্বীয় প্রাকৃতিক গুণের একের আধিক্য হেতু অপর গুণদ্বয়ের অপ্রকাশ নিবন্ধন উচ্চ ও নীচ বৃত্তি জন্মে। তদনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতি চতুষ্টয়ের বিভাগ হয়। ব্রহ্মার মধ্যমাঙ্গ হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন জাতিগত

নিকৃষ্টতা ঘটে নাই। গুণত্রয়ের একের প্রভাব ও অভিভব জন্য উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বর্ণ বিভাগ হইয়াছে। কোন কোন ঋষি বলেন, ব্রাহ্মণ সন্তান জাতমাত্র ব্রাহ্মণ। অপর ঋষির মতে, ব্রহ্মবংশে জন্ম পরিগ্রহ মাত্র ব্রাহ্মণ হয় না, যাবৎ উপনয়নাদি সংস্কার না হয়, তাবৎকাল ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ শূদ্রতুল্য; ব্রাহ্মকল্পে সেরূপ ছিল বটে, কিন্তু অধুনাতন কল্পে বর্ণ বিভাগ পুরুষানুক্রমিক হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে জাতিভ্রংশ ঘটিতে পারে, অর্থাৎ নীচ হয়। কিন্তু নীচজাতীয় ব্যক্তির আর ব্রাহ্মণ্য ঘটে না।

ইহা দেখিয়াই কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে সমুৎসুক, আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়েন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত হইলেও এক্ষণে শূদ্র (একজ) ব্যতীত দ্বিজ শব্দে অভিহিত হইতে পারেন না। কিন্তু আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া অবশ্য পরিচয় দিতে পারেন; এখানে এই কথাটির মীমাংসা করিতে গেলে এইপ্রকার তর্ক উদিত হয় যে, কায়স্থগণ আর্য্য কি অনার্য্য। আর্য্য বলিলে, দ্বিজাতিত্রয়ের একতমের অধস্তন সন্ততি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আর যদি শূদ্র বলা যায়, তাহা হইলেই কি তাহারা অনার্য্যাদারূপে নির্দ্দিষ্ট হইবেন। বস্তুতঃ ইহাঁরা আর্য্যবংশ সম্ভূত ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় পদপ্রার্থী—আচার ব্যবহার দ্বারা প্রথমতঃ শূদ্র বলিয়াই বোধ হয়। একমাস অশৌচগ্রহণ, উপনয়নাদি সংস্কারহীনতা এবং স্ববৃত্তি কার্য্যে জাতিসাধারণ অনুরক্তি ইত্যাদি শূদ্রোচিত ব্যবহার দৃষ্টে শূদ্র ব্যতীত দ্বিজ বলিয়া প্রতীতি জন্মে না। কিন্তু এইগুলি স্থূলদৃষ্টির লক্ষ্য। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলে, কায়স্থদিগকে অনার্য্য বলিয়া জ্ঞান হয় না। ইহাঁদিগের অধিকাংশের মানসিক বৃত্তি ও অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মপরায়ণতা দ্বিজাতিত্রয়ের অনুরূপ। তবে কেন ইহাঁরা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন

তাহার প্রমাণে ইহাঁরা বলেন যে, পরশুরাম যৎকালে ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন, তৎকালে দালভ্য মুনির আশ্রমে চন্দ্রকেতু রাজার পত্নী আশ্রয় লয়েন। যখন জামদগ্ন্য মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে ক্ষত্রিয় আছে কিনা, মুনির উত্তরে "কায়স্থ" ইহা শুনিয়া ভার্গব চন্দ্রকেতুর পত্নীকে কহেন, দেখ তোমার এই গর্ভস্থ ভ্রূণ মুনি কর্ত্তৃক কায়স্থ সঙ্গে অভিহিত হইয়াছে. সুতরাং এ ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইল। এই প্রকারে যে যে সকল ক্ষত্রিয় পত্নী ঋষিবর্গের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক নিজ নিজ গর্ভস্থ শিশু রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সকল শিশুগণ গর্ভাবস্থায় কায়স্থ বা শূদ্র সংজ্ঞায় কথিত হইয়াছেন, এবং তদবধি শূদ্রাচার ও শূদ্র ব্যবহার গ্রহণ-পূর্ব্বক পরশুরাম কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়েন। তদবধি এ পর্য্যন্ত কায়স্থগণ শূদ্রকদাচার-ব্যবহারে চলিয়া আসিতেছেন, ক্ষত্রিয়শোণিত সংশ্রব কোন এক পুরুষে থাকিলেও শূদ্রদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আচার ভ্রষ্ট হইয়া বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা অনার্য্য শূদ্রবংশ-সম্ভূত নহেন, কিন্তু শূদ্রসংশ্রবে আর্য্য অনার্য্য শুক্রশোণিতে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন। যুগযুগান্তর কাল অকৃত প্রায়শ্চিত্ত হেতু দ্বিজাতি সমুচিত উপনয়নাদি সংস্কারবিহীনতা তন্নিবন্ধন শূদ্ররূপে পরিচিত হইয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, মহানন্দের পিতৃপর্য্যায় পর্য্যন্ত রাজন্যগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তৎপরে ক্ষত্রিয়গণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। অতএব তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী কালের ব্যক্তিবর্গ আর ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। তাঁহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয় অর্থাৎ বৃষল, শূদ্রভাবাপন্ন আর্য্যবংশের পুরুষ পরম্পরায় অধস্তন সন্তান মাত্র। সে যাহা হউক, কায়স্থগণ যে পূর্ব্বাবধি সমুদায় শূদ্র অপেক্ষা সদাচারসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, সুশীল, ধর্ম্ম-পরায়ণ, সুবুদ্ধি, অতিথিসেবক, বৈষ্ণব, এবং স্বজাতি ও আশ্রিত-প্রতি-পালকাদি সদ্‌গুণ সমূহে ভূষিত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই সকল

গুণ দৃষ্টে ইহাঁদিগকে আর্য্য ব্যতীত অনার্য্য বলা যায় না। যে সকল ব্যক্তির সত্ত্বগুণ গুণীভূত, রজোগুণ তমোগুণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন, তাঁহারাই শূদ্র। শূদ্রের এই প্রকার তমোগুণ কায়স্থে সংক্রমিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বোক্ত আর্য্যানুষ্ঠান, সদাচার ও সদ্ব্যবহার এই জাতিতে বিদ্যমান থাকায় ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার অনার্য্য ও আর্য্য সমুচিত ব্যবহারের মধ্যবর্ত্তী হইয়া গিয়াছে। যথা—স্কন্দ পুরাণে রেণুকামাহাত্ম্যে ;

দালেভ্যাপদেশতস্তে উব ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ।
সদাচার পরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেববিপ্র পিতৄনাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ।

কায়স্থগণ শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণে নিজদিগকে ক্ষত্রিয় সপ্রমাণ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। কালক্রমে তাঁহাদের জাতির মধ্যে প্রায় সকলেই সদাচার হইলে পূর্ব্বভ্রষ্ট পদের ক্রমশঃ সমীপবর্ত্তী হইতে পারিবেন।

তিলিজাতি।

কেহ বলেন, তিলিজাতি নবশায়ক, কেহ বলেন শূদ্র, কেহ বা অজ্ঞতা বশতঃ বর্ণশঙ্করও বলিয়া থাকেন ; ইহার কিছুই ঠিক নহে, ইহারা মূল জাতি বৈশ্যবর্ণ। পরাশর-সংহিতার মতই গ্রহণীয়। তিলিজাতির জল-আচরণীয় ও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যজাতির পুরোহিত দ্বারা যাজন ক্রিয়া সম্পাদিত।

পরশুরাম যখন একুশবার পৃথিবী হইতে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করেন ; তখন দেশে রাজা না থাকায় রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কাহার উপর রাজ্যের শাসন ও পালন ভার দেওয়া যায়, এই ভাবনায় পরশুরাম অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট গমন করেন এবং রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেন ; তাহাতে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তাও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া যুক্তি করিলেন যে, "আমি

একটী হোম করিয়া চারিজন বীরপুরুষ সৃষ্টি করিতেছি; তাহাদের দ্বারাই রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে হইবে।" পরে তিনি "তিলপ্রস্থ" নামক স্থানে "তিল হোম" নামে একটী হোম করিয়া চারিজন বীরপুরুষের সৃষ্টি করেন এবং পরশুরামকে আদেশ করেন যে; এই চারিজনের একজন রাজা, দুইজন মন্ত্রী ও একজন সেনাপতি হইয়া রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন করিবে। পরশুরাম তাহাতে স্বীকার হইয়া ঐ বীর চতুষ্টয়কে সঙ্গে লইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যান। এমন সময়ে কয়েকজন ব্রাহ্মণ যাইয়া পরশুরামকে জ্ঞাত করেন যে, আমাদের গৃহে কতকগুলি লুক্কায়িত ক্ষত্রিয় বালক আছে, তাহারাই রাজ্যের শাসক হইবে। তখন পরশুরাম পুনর্ব্বার মহা বিপদে পতিত হয়েন। একদিকে ব্রহ্মার সৃজিত বীর চতুষ্টয়, অন্যদিকে ব্রাহ্মণদের আশ্রয়ে প্রতিপালিত ক্ষত্রিয় বালকগণ। কি করেন, পুনর্ব্বার সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া ব্রাহ্মণদের আশ্রিত, লুক্কায়িত ক্ষত্রিয় বালকগণের বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তাও একটু বিরক্ত হইলেন। পরে স্থির করিলেন যে, এই সৃজিত বীর চতুষ্টয়দের তেজ ও বল খর্ব্ব করিয়া দিয়া ক্ষত্রিয় বালকদিগকেই রাজ্যশাসনভার দেওয়া যাউক; কার্য্যতঃও তাহাই হইল। পরে যখন ঐ ব্রাহ্মণ পালিত ক্ষত্রিয়দিগের সহিত নব সৃজিত বীর চতুষ্টয়ের বিবাদ আরম্ভ হইল, তখন পরশুরাম ব্রহ্মার আদেশক্রমে ব্যবস্থা করেন যে, এই নবসৃজিত বীর চতুষ্টয়দিগকে বৈশ্য করা হইল। ইহারা গলায় উপবীত ধারণ করিতে পারিবে, ইহাদের অশৌচ ১২ দিন ভোগ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের পুরোহিত ইহাদের ক্রিয়াদি সম্পন্ন করাইবে; ইহাদের বিবাহ বৈশ্য জাতির কন্যার সহিত হইবে; ইহাদের আচার ব্যবহার ক্ষত্রিয় জাতির অনুকরণ করিতে হইবে, ইহারা ইহাদের ইচ্ছামত স্থানে বাস করিয়া ব্যবসা বা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে।

বীর চতুষ্টয় তাহাতেই অগত্যা সন্তুষ্ট হইয়া স্বেচ্ছামত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বাস করিলেন। এবং শূদ্রবাহুল্যের মধ্যে অবস্থিতির জন্য নিজেদের বৈশ্যত্ব বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। সেই নবসৃজিত বীর চতুষ্টয়ের নাম যথা,—উদাগ্র, জীবানু, প্রগুণ ও শ্রেয়াণ।

যে তিলপ্রস্থ স্থানের নাম করা গেল, সেই তিলপ্রস্থ জায়গার নাম এখনও মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব দুর্য্যোধনের নিকট পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করেন, তাহারই একটী গ্রামের নাম তিলপ্রস্থ আছে। মহাভারতে যথা,—

ইন্দ্রপস্থ, তিলপ্রস্থ, বরুণা বারুণাবতী।
দেহি মে চতুরা গ্রাম পঞ্চমে হস্তিনাপুরী॥

মূল চারিবর্ণের মধ্যে শাস্ত্রকারেরা নিয়ম করেন যে, ক্ষত্রিয় রাজা হইবেন, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকর্ত্তা হইবেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা যে যে ভাবে রাজ্য-শাসন করিতে বলিবেন, ক্ষত্রিয়েরা সেই সেই ভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিবেন। বৈশ্য ব্যবসা ও কৃষিকার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া রাজাকে অর্পণ করিবে এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করিবে। কিন্তু সকলেই জানেন যে, তিলি জাতি কখনো পরের দাসত্ব স্বীকার করিত না, তাহারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন এবং কৃষিকার্য্য করিত; এখনও অধিকাংশ তিলি জাতি ব্যবসা ও কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সামান্য নগণ্য কয়েকটী তিলিজাতি চাকরী দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিলিজাতির মনোবৃত্তি ও শূদ্রভাবাপন্ন নহে। কেননা শূদ্রোপযোগী কার্য্য তিলিজাতি কখনই করে না। সুতরাং তিলি জাতি শূদ্র নহে।

তিলি জাতি বাণিজ্য ব্যবসায়ী। এই জাতির আত্মোন্নতি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে। ইহারা স্বজাতি-পোষক, সৎক্রিয়াশালী, ব্রাহ্মণ ভক্ত ও অধিকাংশ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী, এবং তদনুসারে সদাচারসম্পন্ন। শিক্ষা বিষয়েও ইহাদিগের বিশেষ অনুরাগ আছে। দেশ বিদেশের পণ্যদ্রব্যের আসার প্রসারে এই জাতির বিশেষ প্রয়াস দেখা যায়।

ইহাদিগের মধ্যে বিশিষ্ট ধনী ও বিদ্বান্ লোক যথেষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। ইহাদিগের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদ আছে। যথা—একাদশ তেলী, দ্বাদশ তেলী, তুঁষকাটা। সুতরাং ইহারা প্রকৃত সৎশূদ্র-পদবাচ্য বলিয়া এ যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহারা নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা বৈশ্যত্ব প্রমাণ করিয়া নিজদিগকে বৈশ্য বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহাদের অধিকাংশ ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী খুব কম, ইহাদিগের উত্তম ব্যবসায় বুদ্ধি চাতুর্য্যের প্রাথর্য্য দেখিয়া ইহাদিগের সেই অযৌক্তিক মনে হয় না।

ইহাদিগের মধ্যে শেঠ, শ্রীমানী, দে ("দেব" অপভ্রংশে), পাল, মল্লিক, রায়, কুণ্ডু, নন্দী, খাঁ, মণ্ডল প্রভৃতি পদবী চলিত আছে, ইহাদিগের আর এক উপাধি সাধু, তাহার অপভ্রংশ প্রথমে সাহু হয়, এক্ষণে তাহার অপভ্রংশ ক্রমশঃ সাহা ও সা হইয়াছে।

অধুনা কায়স্থজাতির মহিলাগণ ক্ষত্রিয়ত্ব নিবন্ধন নামের শেষে যেরূপ 'দেবী' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিলিজাতির মহিলাদিগের অনেকেই বৈশ্যত্ব হেতু স্ব স্ব নামের শেষে পদবী লিখিত দাসীর শব্দের পরিবর্ত্তে "দেবী" শব্দ ব্যবহার করিতেছেন।

সদ্গোপ।

কুলপঞ্জীকার মণিমাধব ধর্ম্মের ঘর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন উক্ত কালুঘোষ ও মুরলী ঘোষকে যথাক্রমে সদ্গোপ ও পল্লব গোপের আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তদ্‌রচিত বিবরণ এখানে উদ্ধৃত হইল না। মণিমাধবের মতে কালুঘোষ ও মুরলীঘোষ উভয়ে ধর্ম্ম নিরঞ্জনের কৃপায় অস্ত্রলাভ করিয়া তদ্দ্বারা প্রথমে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কিছুকাল পরে তাঁহারা কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই সদ্গোপ জাতির বাস দেখা যায়। ভূমিকর্ষণপূর্ব্বক চাষবাস করাই ইহাঁদের প্রধানতম বৃত্তি ও উপজীবিকা। ইহাঁদের সামাজিক অবস্থা বিশেষ উন্নত এবং আচার ব্যবহারে ইহাঁরা সর্ব্বতোভাবে উচ্চবর্ণের সমতুল্য। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রভাবে এই সম্প্রদায়ের বহুলোক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উচ্চ সম্মানলাভ করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেক ভূম্যধিকারীও বদান্যতায় স্বনাম ধন্য হইয়াছেন। মণিমাধবের "সদ্গোপ কুলাচার" নামক গ্রন্থে দেখা যায়, সদ্গোপ জাতি গোপ (গোয়ালা) হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেকে অনুমান করেন, ইহাঁরা পূর্ব্বে গোপজাতীয় ছিলেন, দুগ্ধ বিক্রয় ব্যবসা পরিত্যাগ করায় সমাজে সদ্গোপ নামে পরিচিত হইয়াছেন। এই কথার মূলে কোনরূপ সত্য আছে কিনা, তাহা আমরা বিচার করিতে অক্ষম, তবে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য কালে সদ্গোপগণ যে হিন্দুসমাজে জলাচরণীয় নবশাখ মধ্যে গৃহীত হইয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ। সদ্গোপের হস্তে জল ও মিষ্টান্নাদি আহার দোষাবহ নহে।

পাশ্চাত্য শিক্ষাবলে যে সকল সদ্গোপ স্বনামধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নাম শিক্ষিত সমাজে সবিশেষ

উল্লেখযোগ্য। তিনি যে কেবল চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া দেশমান্য হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার যত্নে কলিকাতা মহানগরীতে "ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতি" নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বঙ্গে বিজ্ঞান চর্চ্চার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

সদ্গোপদিগের মধ্যেও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অভাব হয় নাই। বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পর, কাঞ্চন পল্লীর (কাঁচড়াপাড়া) অদূরস্থ ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক সদ্গোপকুলতিলক আউলচাঁদের নাম দৃষ্টান্তস্থল। বাঙ্গালার বহু নর-নারী আজও সেই আউলচাঁদের ভক্ত।

যোগী।

যোগী বঙ্গদেশবাসী হিন্দুজাতির শ্রেণীবিশেষ। সাধারণে যুগী নামে পরিচিত। কিছুকাল পূর্ব্বে কার্পাসবস্ত্রবয়নই ইহাদের প্রধান ব্যবসা ছিল; এখনও হীনাবস্থপন্ন অনেকে উক্ত বৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সমধিক সমুন্নত হইয়া এক্ষণে অনেকে বস্ত্রবয়ন বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। শিক্ষার তারতম্যানুসারে অথবা অবস্থার বিভেদে অনেকেই ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে সব্‌জজ হইতে কেরাণী বৃত্তি এবং কৃষিবৃত্তি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

প্রাচীনতম পুরাণ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে এই জাতির উৎপত্তি বিষয়ক কোন উল্লেখ না থাকিলেও বর্ত্তমান শিক্ষিত যোগী সম্প্রদায় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত রুদ্র ও রুদ্রপুত্রগণের উৎপত্তি প্রসঙ্গ ধরিয়া এবং বৃদ্ধ শাতাতপ ও আগমসংহিতোক্ত ঈশ্বরোদ্ভূত যোগপরায়ণ একাদশ রুদ্র হইতে মহাযোগী ও বিন্দুনাথাদির জন্ম স্বীকার

করিয়া নাথবংশীয় যোগীগণ হইতেই বাঙ্গালার যোগীদিগের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐ সকল গ্রন্থলিখিত বিবরণের স্থূল মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

ঈশ্বরের ক্রোধাগ্নিতে তদীয় ললাটদেশ হইতে মহান্, মহাত্মা, মতিমান, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, ঊর্দ্ধকেশ, রুচি, শুচি, পিঙ্গলাক্ষ ও কালাগ্নি নামে একাদশ রুদ্র আবির্ভূত হন্। এই যোগপরায়ণ রুদ্রগণের কলা, কলাবতী, কাষ্ঠা, কালিকা, কলহপ্রিয়ার কন্দলী, ভীষণা, রান্না, প্রম্লোচা, ভূষণা ও শুকী নাম্নী একাদশ পত্নী ছিলেন। রুদ্র ও রুদ্রপত্নীগণ হইতে বহুসংখ্যক পুত্র জন্মে। ইহারা সকলেই যোগধর্ম্মপরায়ণ ও শিবপার্ষদ ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে মহাযোগী ও কলা হইতে বিন্দুনাথের জন্ম হয়। এই বিন্দুনাথই নাথবংশীয় যোগীদিগের আদিপুরুষ; কশ্যপদুহিতা কৃষ্ণার সহিত বিন্দুনাথের বিবাহ হয়। তাঁহাদের পুত্র রুদ্রকুলপ্রকাশক আদিনাথ হইতে যথাক্রমে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, ছায়ানাথ, সত্যনাথ প্রভৃতি মহাত্মারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও উপাখ্যানমূলক কিংবদন্তী ছাড়িয়া দিয়া, বর্ত্তমান ঐতিহাসিক আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, পূর্ব্বতন সিদ্ধযোগী নাথবংশীয়গণ হইতে বাঙ্গালার যোগিগণ সমুদ্ভূত হইলেও, কোন বিশেষ কারণে অথবা রাজবিদ্বেষবশে এই ধর্ম্মাশ্রমাচারী জাতি-বিশেষের অধঃপতন ঘটিয়াছিল।

বাঙ্গালার সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন যে সময়ে বল্লভানন্দপ্রমুখ সুবর্ণবণিকজাতির অস্পৃশ্যতা প্রতিপাদন করেন, সেই সময়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও যোগীদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। একদা শিবচতুর্দ্দশী নিশীথে রাজপুরোহিত বলদেব ভট্ট রাজার কাম্যপূজাদানার্থ জটেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হন। মন্দিরস্থ যোগিগণ রাজপূজোপহারে

লুব্ধ হইয়া বলদেবের নিকট হইতে ঐ সকল উপভোগ্য দ্রব্য গ্রহণে প্রয়াস পাইলে এই সূত্রে উভয়ের মনোবাদ ঘটে। পরে পুরোহিতের মুখে লোভের কথা শুনিয়া রাজা বল্লাল এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, "অদ্য হইতে যাহারা যোগীদিগের সঙ্গে একাসনে উপবেশন, ইহাদের দানাদি গ্রহণ, যজন যাজনাদি অথবা কেবলমাত্র সাহায্যও করিবে, তাহারাও পতিত হইবে। সুতরাং ইহাদের যোগপট্ট ও যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ ব্যর্থ হইবে। তৎপরে তিনি যোগীদিগের বৃত্তি (শিবোত্তর) প্রভৃতি কাড়িয়া লইলেন ইত্যাদি। এই আদেশ প্রচারিত হইবার পর বঙ্গবাসী যোগীগণের কতকাংশ বাঙ্গালা ছাড়িয়া পলায়ন করিল, কেহ বা যোগপট্টাদি পরিত্যাগ ও জাতীয় ধর্ম্মবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক গোপনে নানাবিধ ব্যবসা অবলম্বনপূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে লাগিল। রাজাদেশে হিন্দুসমাজে হীনশ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হওয়ার পর অধিকাংশ যোগীই বস্ত্রবয়নে ব্রতী হইল।

বর্ত্তমান যোগীদিগের মধ্যে প্রধানতঃ নাথ, দেবনাথ, অধিকারী বিশ্বাস, দালাল, গোস্বামী, যাচনদার, মহন্ত, মজুমদার, নাথজি, পণ্ডিত, রায়, সরকার, চৌধুরী, ভৌমিক, শর্ম্মা, দেবশর্ম্মা, ভট্টাচার্য্য, মহাত্মা, মণ্ডল, মল্লিক, বক্সি, চক্রবর্ত্তি, স্থানপতি প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ইহাদের মধ্যে শ্রেণী ও থাক বিভাগ আছে। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, বঙ্গজ, খেলেন্দ, ষোলঘরে প্রভৃতি নামে ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন থাক গঠিত হইয়াছে। অবলম্বিত ব্যবসা নিবন্ধন গৃহী যোগীদিগের মধ্যে হালুয়া, কম্বলে, মনিহারী, রঙ্গরেজ, গৃহস্থ (ইহাদিগের মধ্যে আবার ধানাই মণ্ডল, জ্ঞানবার, ভগনভাজন ও পাবন নামে চারিটী বিভাগ আছে)।

বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ যুগী ও যুব্দীকে একজাতি বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহাদের মতে যুগী ও যুব্দী এক পর্য্যায়বাচক; অবস্থার তারতম্যানুসারে এবং জাতীয় নিকৃষ্ট ব্যবসার জন্য যুব্দীগণ যুগী হইয়াও

সমাজে হেয় হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। যুগী বা যোগী ইহাঁরা এক, কিন্তু যুগীগণ একটী নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি মাত্র।

যোগীগণ বিবাহাদি ব্যাপারে সামবেদীয় পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চলে। বিবাহকালে তাঁহাদের স্বশ্রেণীর কোন ব্যক্তি পৌরহিত্যে ব্রতী হয়। বিবাহাদি সংস্কার ও দেবপূজাদি ধর্ম্মকর্ম্ম সকলেই এই পুরোহিত বর্গ দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

যোগীদিগের মধ্যে শিবরাত্রিই প্রধান পর্ব্ব। অধিকাংশ যোগীই শিবের উপাসক। কৃষ্ণের উপাসনাকারী বৈষ্ণব যোগীদিগের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। কেহ কেহ শক্তির উপাসনাও করেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বংশীয় গোঁসাইগণ যোগীদিগকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া থাকেন।

অগ্রে যোগীগণ শবদেহ নববস্ত্র ও বৈষ্ণব হইলে তুলসী ও শৈব হইলে রুদ্রাক্ষমাল্যে শোভিত করিয়া যোগাসনে উপবিষ্টভাবে মৃত্তিকামধ্যে সমাধিস্থ করিতেন। অধুনা যোগীগণ শবদাহের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে।

পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়।

ঋগ্বেদের ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে সর্ব্বপ্রথম এই জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

ঋষি বিশ্বামিত্রের শতপুত্র ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চাশ জন মধ্যছন্দা অপেক্ষা বয়সে বড় এবং পঞ্চাশ জন তাঁহা অপেক্ষা ছোট। জ্যেষ্ঠগণ (শুনঃশেপের অভিষেকে) সন্তুষ্ট হইল না। বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন, তোদের বংশধরগণ অন্ত্যজ হইবে।

মনুসংহিতার মতে, পৌণ্ড্রাদি সকলে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, সংস্কার ও ব্রাহ্মণ অভাবে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

"শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রাবিড়াঃ কম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদা খশাঃ।" (মনু ১০।৪০-৪৪)

মহাভারতকারও পৌণ্ড্রদিগকে একস্থানে বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সভাপর্ব্বে আবার তিনপ্রকার পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে। যথা—

"পৌণ্ড্রিকাঃ কুক্কুরাশ্চৈব বিশাশ্বতে।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ শাণবত্যা গয়াস্তথা॥
সুজাতয়ঃ শ্রেণিমন্তঃ শ্রেয়াংসঃ শাস্ত্রধারিণঃ।
আহর্ষ্যুঃ ক্ষত্রিয়াঃ বিত্তং শতশোহজাতশত্রবে॥
বঙ্গাঃ কলিঙ্গাঃ মগধাস্তাম্রলিপ্তাঃ সুপুণ্ড্রকাঃ।
দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা॥
কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।
তত্রস্থা দ্বারা পালৈস্তৈঃ প্রোচ্যন্তে রাজশাসনাৎ॥
কৃতকালাঃ সুবলয়স্ততো দ্বারমবাপ্স্যথ॥" (সভাঃ ৫২।১৬-১৯)

পৌণ্ড্রিক, কক্কুর এবং শক প্রভৃতি। অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, শাণবত্য ও গয় নামক জনপদবাসী সুজাতি, গোষ্ঠীমন্ত, শ্রেষ্ঠ ও শাস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত শত শত ধন আহরণ করিয়াছিলেন। (কিন্তু) বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সুপুণ্ড্রক, দৌবালিক, পত্রোর্ণ, শৈশব ও বহুসংখ্য কর্ণ প্রাবরণগণ তথায় উপস্থিত হইল, রাজশাসনানুসারে দ্বারপালগণ এইরূপ বলিয়াছিল যে, "তোমরা যদি কিছুকাল অপেক্ষা কর ও যদি সুন্দর উপহার আনিয়া থাক, তাহা হইলে দ্বার পাইবে।"

মহাভারতের উক্ত প্রমাণে পৌণ্ড্রিক, পুণ্ড্র ও সুপুণ্ড্রক এই তিন জাতির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। এতন্মধ্যে পৌণ্ড্রিকগণ শক, দরদাদি

সহ উক্ত থাকায় মনুসংহিতা বর্ণিত পৌণ্ড্রক নামক বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু অপর পুণ্ড্রগণ স্পষ্ট সুক্ষত্রিয় বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য ইহারা দ্বার প্রবেশকালে দ্বারপাল কর্ত্তৃক নিবারিত হয় নাই। কিন্তু সাগরকাদি নীচজাতির সহিত সুপুণ্ড্রকগণ দ্বারপালকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছে। এরূপস্থলে সুপুণ্ড্রকদিগকে হীনজাতি বলিয়াই মনে হইতেছে।

কর্ণপর্ব্বে লিখিত আছে, 'কুরু, পাঞ্চাল শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশ, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদি দেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করেন।

"কুরবঃ সহপাঞ্চালাঃ শাল্বা মৎস্যাঃ সনৈমিষাঃ।
কোশলাঃ কাশপৌণ্ড্রাশ্চ কালিঙ্গা মাগধাস্তথা॥
চেদয়শ্চ মহাভাগা ধর্ম্মং জানন্তি শাশ্বতম্।" (কর্ণ বা ৪৫।১৪-১৫)

কর্ণপর্ব্বোক্ত পৌণ্ড্রগণকে সুজাতীয় বলিয়াই বোধ হয়। সম্ভবতঃ ইহাদের সহিত বৃষলত্ব প্রাপ্ত পৌণ্ড্রকগণে বা সুপুণ্ড্রকগণের সম্বন্ধ নাই।

আবার মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে,—'ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি একদিন গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন, এক অন্ধ ঋষি নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছেন। ধার্ম্মিক রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া আপন আবাসে আনয়ন করিলেন। সেই অন্ধ ঋষির নাম দীর্ঘতমা। রাজা তাঁহাকে তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঋষি সম্মত হইলে রাজা রাণী সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া রাজমহিষী নিজে না গিয়া এক দাসীকে ঋষির নিকট পাঠাইলেন। ঋষি সেই শূদ্রাযোনিতে ১১টী পুত্র উৎপাদন করিলেন। বলিরাজ পরে রাণীর আচরণ জানিতে পারিয়া ঋষিকে প্রসন্ন করিয়া সুদেষ্ণাকে তাঁহার

নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঋষি দীর্ঘতমা সুদেষ্ণাদেবীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, তোমার আদিত্য তুল্য তেজস্বী পাঁচ পুত্র জন্মিবে। সেই সুপুত্র গণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম হইবে। এই ভূমণ্ডলে তাহাদের স্ব স্ব নামে এক এক দেশ বিখ্যাত হইবে।

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশা সমখ্যাতাঃ স্বনাম কথিতা ভুবি॥ (আদিপর্ব্ব ১০৪।৫০)

মহাভারতে পৌণ্ড্রক, পুণ্ড্র ও সুপুণ্ড্রক এই তিনটী জনপদের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে বিষ্ণু পুরাণে দাক্ষিণাত্যের সহিত যে পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ এই পুণ্ড্র সভাপর্ব্বে সুপুণ্ড্রক নামে বর্ণিত। আবার বিশ্বামিত্র-পুত্র পুণ্ড্রগণ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে 'উদন্ত্য' অর্থাৎ অত্যন্ত নীচজাতিভব বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে।

এই পুণ্ড্রজাতিই অপভ্রংশে 'পোদ' নামে অভিহিত। এই জাতিকে অবিচারে কি অনাচারে জল অনাচরণীয় ও পাতিত করা হইতেছে, তাহা এক্ষণে নিরূপণ করা কঠিন। যদি অবিচারে করা হইয়া থাকে, তবে সুবিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যদি অনাচার জন্য হয়, তাহা হইলে এই জাতি এখন আচারসম্পন্ন, দেবদ্বিজভক্ত। ইহাদের মধ্যে এখন অধিকাংশই সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিতবুদ্ধি।

ইহারা যে ক্ষত্রিয়, সে বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি ভূঞাগণ যখন স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তখন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি তাঁহাদের সৈনিকের কার্য্য করিয়াছিল, এ কথা ইতিহাস প্রমাণ দিতেছে। প্রতাপাদিত্য এই সমস্ত যুদ্ধজীবী সম্প্রদায়কে ভূমিবৃত্তি দিয়া নিজরাজ্যে স্থান দিয়াছিলেন। এখনও প্রতাপাদিত্যের রাজ্যসীমায় বহু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বাস করিতেছে। যখন সে রাজ্যের স্বাধীনতার অবসান হইল, পৌণ্ড্র-

ক্ষত্রিয় "পোদ" হইয়া যে তিমিরে সে তিমিরে ডুবিয়া রহিল। তীর তরবারি বন্দুক কামান প্রভৃতির পরিবর্ত্তে তাহাদের হাতে কাস্তে লাঙ্গল উঠিল। তথাপি এই জাতির মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত সেই, শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রম পরিলক্ষিত হয়।

যদি বলেন বাংলা দেশের বৈশ্যজাতির এরূপ অবনতি ত হয় নাই। বৈশ্যজাতি বিষয় বাণিজ্যের জন্য লেখাপড়া শিখিত, একেবারে নিরক্ষর মূর্খ থাকিত না। কাজেই তাহারা একেবারে পতিত অনাচরণীয় হইল না।

ভারতের বৌদ্ধ যুগে যখন বাংলা দেশে হিন্দুত্বের প্রায় বিলোপ হইয়াছিল, তখন সেনরাজ আদিশূরের চেষ্টায় এদেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়। বল্লালসেন অতঃপর বাংলার জাতি বিভাগ করেন। তখন বীর-ধর্ম্মী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ বল্লালের প্রভুত্ব সেরূপ স্বীকার করেন নাই। সুতরাং বল্লাল সেনও তাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিতে যত্নশীল হন নাই। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দিগের পতিত অনাচরণীয় থাকার এও এক কারণ। এইরূপে বাংলার সাড়ে ছয় লক্ষ পৌণ্ড্রক্ষত্রির জাতি অশিক্ষিত পতিত হইয়া রহিল।

বীরধর্ম্মাবলম্বী হইলে সাধারণতঃ বিদ্যাবুদ্ধির দিকে কিঞ্চিৎ হীনতা দৃষ্ট হয়, সেইজন্য সচরাচর এই জাতিকে এখনও উৎকট সাহসী, পরাক্রান্ত, তেজস্বী, প্রতিশোধকামী সহজ ক্রোধী ও ত্যাগী হইতে দেখা যায়। তবে এখন এই জাতির মধ্যে বিদ্যার বিকাশ হওয়ায় এই সকল উগ্রভাবের ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে। ভরসা করা যায়, এই জাতি অচিরে নিজেদের নষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিবে।

মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই জাতির গঠন তুরাণীয় ও আদিম জাতির নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই জাতীয় কেহ কেহ

আপনাদিগকে মহাভারতোক্ত পৌণ্ড্রক বা সুদেবের বংশ, আবার কেহ বলরামের পত্নী রেবতীর গর্ভ হইতে প্রথম পোদের জন্ম কল্পনা করেন।

উচ্চজাতির মত ইহাদের মধ্যেও বিবাহের বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। সচরাচর ৫ হইতে ৯ বর্ষের মধ্যেই কন্যার বিবাহ হয়। বিধবার বিবাহ ঘটে না বা কেহ মনে করিলেই পতিপত্নী ত্যাগ করিতে পারে না। ইহারা কুশণ্ডিকা ব্যতীত বিবাহের সকল অঙ্গই পালন করে, তবে সম্প্রদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ইহাদিগের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চ সম্প্রদায় ভুক্ত লোকই পাওয়া যায়। রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরহিত্য করেন। সাধারণতঃ রাঢ়ী শ্রেণীর গোস্বামীরাই ইহাদের দীক্ষা দিয়া থাকেন।

শাস্ত্র ও ইতিহাস গ্রন্থাদি হইতে নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়- পোদজাতি পৌণ্ড্র জাতিরই নামান্তর মাত্র,—ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ জাতি হইতে তাহার উৎপত্তি নহে। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ কুলতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পোদ বা পৌণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে। পোদ জাতির সামাজিক আচার-ব্যবহারের সহিত প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির বিস্তর সৌসাদৃশ আছে। অনার্য্য ধীবর-পোদ জাতির সহিত এই কৃষিজীবী পোদ জাতির কোন সম্পর্ক নাই।

পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রজাতি সুপ্রাচীন কালে ক্ষত্রিয়বংশজ ছিলেন। জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়া শতমুখী গঙ্গার নবোত্থিত ভূভাগে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণহীন দেশে ক্রিয়ালোপে সংস্কারহীন বা ব্রাত্য হইয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে সমাজ ধর্ম্মে অধঃপতিত হইলেও কৃষিবলে সংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিতে-ছিলেন। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে আসমুদ্র বঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছিল,

তখন এই পুণ্ড্র জাতিও সে ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হন্। কিন্তু কিছুকাল পরে সেনরাজগণের সময়ে আবার যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়, তখন বঙ্গবাসীর মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী হইয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হন্, তাঁহারাই কৌলীন্য বা রাজানুগ্রহ পাইয়া ধন্য ও সমাজ-মান্য হইয়াছিলেন। ধনধান্যগর্ব্বে :বঙ্গবাসী সুবর্ণবণিক, পুণ্ড্র প্রভৃতি যে সকল জাতির সেরূপ রাজানুগ্রহে আগ্রহ ছিল না, তাহারাই প্রবলের কোপে পড়িয়া সমাজে নিগৃহিত ও অনাচারণীয় হইয়া রহিল। এমন পাকা দলিলে তাহাদের দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, অবাধে তাহা বহু শতাব্দী ধরিয়া সজীব হইয়া রহিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় অনেক আইনেরই সংস্কার হইতেছে ; সমাজ ঘটিত এই সকল আইনও যে চিরকাল সম্পূর্ণ অসংস্কৃত থাকিবে, তাহা মনে করি না। অনেকেই এখন সামাজিক সংস্কারের পক্ষপাতী—তন্মধ্যে মাহিষ্য ; পোদ, নমঃশূদ্র প্রভৃতি পতিত জাতির প্রচেষ্টা সমধিক প্রশংসনীয়।

সমাপ্ত।